ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 19 December, 2019 ■ আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর , ২০১৯ ইং ■ ২ পৌষ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার

■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

নাগরিকত্ব আইনে কোনও স্থগিতাদেশ নয়, কেন্দ্রকে শীর্ষ আদালতের নোটিশ

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন কার্যকরে কোনও স্থগিতাদেশ দিল না সুপ্রিম কোর্ট। তবে, সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে যে সমস্ত মামলা দায়ের হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে, সে ব্যাপারে কেন্দ্রের কী বক্তব্য, তা জানাতে বলল সুপ্রিম কোর্ট। কেন্দ্রীয় সরকারকে নোটিশ পাঠিয়ে জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে জবাব দিতে বলেছে সর্বোচ্চ আদালত। বুধবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শরদ অরবিন্দ বোবদের নেতৃত্বে তিন-সদস্যের বেঞ্চ জানিয়েছে, 'সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের উপর স্থগিতাদেশ জারি করা যায় কি না, তা খতিয়ে দেখতে হবে।'

কিছুদিন আগেই সংসদের উভয়কক্ষে পাশ হয়েছে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (সিএবি)। রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের সম্মতি মেলার পর সেই বিলই এখন সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ)। সেই আইনের সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ইতিমধ্যেই ৬০টি মামলা দায়ের হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। সেই সমস্ত আর্জির কোনওটি কোনও ব্যক্তির, কোনওটি রাজনৈতিক দল অথবা সংগঠনেরও সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেন কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ, তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মহুয়া মৈত্র, পিস পার্টি, জন অধিকার পার্টি, ইন্ডিয়ান মুসলিম লিগ, ডিএমকে প্রভৃতি। এদিন সেই সমস্ত মামলার সংক্ষিপ্ত শুনানিতে কেন্দ্রীয় সরকারকে নোটিশ পাঠিয়ে, বক্তব্য জানতে চেয়েছে সর্বোচ্চ আদালতও শুনানির পরবর্তী দিন ধার্য হয়েছে ২২ জানুয়ারি।

সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন কার্যকরে কোনও স্থগিতাদেশ না দিয়ে প্রধান বিচারপতি এস এ বোবদে, বিচারপতি বি আর গাভাই এবং বিচারপতি সূর্য কান্তর বেঞ্চ জানিয়েছে, 'সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের উপর স্থগিতাদেশ জারি করা যায় কি না, তা খতিয়ে দেখতে হবেও জানুয়ারিতে আবেদন শোনা হবে।'

এদিকে, নাগরিকত্ব ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য নয়। দেওয়ার জন্য নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। বুধবার দেশবাসীকে ফের আশ্বস্ত করে এমনই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে উত্তাল দেশের বিভিন্ন অঞ্চল। এর বিরোধিতায় সরব দেশের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়। এমন পরিস্থিতিতে দেশবাসীকে আশ্বস্ত করে অমিত শাহ জানিয়েছেন, বিক্ষোভরত পড়ুয়াদের উচিত নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনকে ভাল ভাবে পড়া। আইনটির কোথাও ভারতের সংখ্যালঘুদের নাগরিকত্ব নিয়ে কোনও কথা বলা হয়নি। আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ থেকে ধর্মের কারণে নিগৃহীত হয়ে ভারতে আসা সংখ্যালঘু উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা আইনে বলা হয়েছে।

দিল্লি গণধর্ষণ মামলা

অক্ষয়ের সাজা পুনর্বিবেচনার আর্জি খারিজ মৃত্যুদন্ড বহাল

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): দিল্লি গণধর্ষণ মামলায় (২০১২) দোষীসাব্যস্ত অক্ষয় কুমার সিংয়ের সাজা পুনর্বিবেচনার আর্জি খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। মৃত্যুদণ্ডের সাজা পুনর্বিবেচনার আর্জি খারিজ হয়ে যাওয়ায়, দোষী অক্ষয়ের ফাঁসির সাজাই বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট। সর্বোচ্চ আদালত জানিয়ে দিয়েছে, আগের রায় ঠিকই ছিল।

এ নিয়ে নতুন করে ভাবনা-চিন্তার কিছু নেই। এদিন অক্ষয়ের আইনজীবী সুপ্রিম কোর্টে জানিয়েছেন, রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষার আবেদন করতে চায় দোষী অক্ষয় কুমার সিং, এ জন্য তাকে তিন সপ্তাহ সময় দেওয়া হোক। তখনই সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানিয়েছেন, সাত দিন সময় দেওয়া যেতেই পারে, রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষার আবেদন জানানোর জন্য এক সপ্তাহ সময় নির্ধারিতই। সর্বোচ্চ আদালত জানিয়েছে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই প্রাণভিক্ষার আর্জি জানাতে পারেন আবেদনকারী।

শীর্ষ আদালতে দোষী অক্ষয় কুমার সিংয়ের সাজা পুনর্বিবেচনার আর্জি খারিজ হয়ে যাওয়ায় খুশি প্রকাশ করেছেন নির্ভয়ার মা আশা দেবী। আশা দেবী জানিয়েছেন, 'আমি অত্যন্ত খুশি।' তবে, আশা দেবীর স্বামী এবং নির্ভয়ার বাবা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর প্রসঙ্গ তুলে ফের মুখ পুড়ল চিনের

জেনেভা, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : কাশ্মীর ইস্যুতে চিনকে দ্বিতীয়বারের মতো নিরাপত্তা পরিষদের রুদ্ধদ্বার বৈঠকে মুখ পুড়তে হল। আমেরিকা, ফ্রান্স, রাশিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং ইংল্যান্ড ভারতে এই বৈঠকে যোগদান করেছিল।

সূত্রের খবর, মঙ্গলবার চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে কাশ্মীর ইস্যুর বিষয়ে জোর দিয়েছিল। ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ ধারা সরিয়ে নেওয়া উচিত তা বিবেচনায় করা উচিত। কাশ্মীর নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাব তুলতে বার বার চিনকে অনুরোধ করেছিল পাকিস্তান।

কারণ চিন পরিষদের স্থায়ী সদস্যী দেশ।

তাই ঘনিষ্ঠ বন্ধুর আবদার রাখতে অতি সক্রিয় হয়েছিল চিন। পাকিস্তানের আবদার ছিল, জম্মু-কাশ্মীরের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদে ফের প্রস্তাব আনতে জোরালো চেষ্টা চালাক চিন। ফলে ভারতীয় সময় মঙ্গলবার রাতে নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর নিয়ে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে বসেছিল স্থায়ী পাঁচ সদস্যা দেশ। যথারীতি তাতে চিন-পাকিস্তান যুগলবন্দির মুখ পুড়ল। ভারত বিরোধী প্রস্তাব পাশ করাতে পারেনি চিন।

কারণ রাশিয়া, আমেরিকা, ফ্রান্স ভেটো প্রয়োগ করে চিনের একক অপচেষ্টা বাতিল করে দিয়েছে। চলতি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরায় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল কেন্দ্রের বিজ্ঞপ্তি জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরায় প্রথম বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (এসইজেড) স্থাপনে কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রক বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। আগরতলা থেকে ১৩০ কিলোমিটার দূরে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাব্রুমের পশ্চিম জলেফায় এসইজেড স্থাপন করা হচ্ছে। তা কৃষি ভিত্তিক খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের জন্য সেক্টর নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল হবে। প্রকল্পে আনুমানিক বিনিয়োগ হবে প্রায় ১৫৫০ কোটি টাকা।

অনুমান করা হচ্ছে এর ফলে ১২,০০০ দক্ষ কর্মসংস্থান তৈরি করা হবে। রাবার ভিত্তিক শিল্প, টেক্সটাইল এবং বস্ত্র শিল্প, বাঁশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্মার্ট সিটি ঃ আগরতলাকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে, রাস্তার সীমনা নির্ধারণেরও উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর।। ঢেলে সাজানো হচ্ছে আগরতলা শহরকে। স্মার্টসিটি প্রকল্পে কাজের গতি আগামী তিন বছরে শহরের পুরো চেহারাই বদলে দেবে বলে মনে করা হচ্ছে। আজ, আগরতলা স্মার্ট সিটি মিশনের সিটি লেভেল এডভাইজারি ফোরামের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই বৈঠকে স্মার্টসিটি প্রকল্পে কাজের নমুনা এবং অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনা হয়েছে। তাতে শহর আগরতলায় প্রায় সমস্ত রাস্তার সীমানা নির্ধারণের বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। কারণ, শহর নির্মাণের শুরু থেকেই আজ পর্যন্ত কখনই রাস্তার সীমানা নির্ধারণ করা হয়নি।

এদিনের বৈঠকে ফোরামের সদস্যরা নানা মতামত দিয়েছেন। এদিকে, স্মার্টসিটি মিশনের কাজের অগ্রগতি নিয়ে এদিন বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তাতে দেখা গেছে, মোট ২৩টি কাজ এখন পর্যন্ত সমাপ্ত হয়েছে। তাতে, ১৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এছাড়া ২৩৩ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আরও ২১টি প্রকল্পের কাজ চলছে। এদিকে, ১৯১ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৮টি কাজের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। জানা গেছে, স্মার্টসিটি মিশনে বিভিন্ন কাজে এখন পর্যন্ত ৮৪ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। তার মধ্যে ৭৬ কোটি টাকার ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট ভারত সরকারকে প্রদান করেছে স্মার্ট সিটি মিশন।

প্রসঙ্গত, ২০১৫ সালে জুন মাসে দ্বিতীয় পর্যায়ে আগরতলা স্মার্টসিটি মিশনের কাজ শুরু হয়। ফোরামের সদস্যদের বক্তব্য, স্মার্টসিটি প্রকল্পের কাজ যে গতিতে এগিয়ে চলেছে তাতে তিন বছর পর পুরো চেহারাটাই বদলে যাবে। কারণ, এই প্রকল্পে শহরের মোট ২৩.৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য রাস্তায় ফুটপাত এবং ডাবল লেন করা হবে। তাতে, শহরের অধিকাংশ এলাকাই এর আওতায় আসবে। জানা গেছে, দুটি বিশাল রাস্তা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পশ্চিমবঙ্গে যান দূর্ঘটনায় নিহত বিএড পড়ুয়া ত্রিপুরার দুই ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর।। বেপরোয়া গতি কেড়ে নিয়েছে দুইটি তরতাজা প্রাণ। পশ্চিমবঙ্গের নিউ কোচবিহারে ত্রিপুরার দুই বিএড পড়ুয়া ছাত্রীর দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন আরো দুইজন। বরাত জোরে প্রাণে বেঁচে গেছে ৫ বছরের এক শিশু কন্যা। কিন্তু, মা-কে হারিয়ে ওই অবুঝ শিশু এখন দিশেহারা। ঘাতক বোলেরো গাড়ির চালক পলাতক বলে পুলিশ জানিয়েছে। এদিকে, ত্রিপুরা সরকারের উদ্যোগে দুইটি মৃতদেহ রাজ্যে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া, আহতদের কোচবিহার হাসপাতালেই চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কলকাতাস্থিত ত্রিপুরা ভবনের এডিশনাল রেসিডেন্ট কমিশনার দশরথ দেববর্মা।

বুধবার সকালে পশ্চিমবঙ্গের নিউ কোচবিহার বাইশগুড়ি নির্মীয়মান উড়াল পুলের কাছে বোলেরো পিক-আপ ভ্যানের ধাক্কায় টোটো গাড়ি উল্টে গিয়ে ত্রিপুরার বিলোনিয়া নিবাসী বন্দনা দেববর্মা(৩২) এবং অমরপুর নিবাসী মাম্পি দাস(২৩)। এছাড়া, বিলোনিয়ার সোমা বণিক(২৩) এবং অমরপুরের বিকাশ মজুমদার(২৩) দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন। কোচবিহার থেকে টেলিফোনে মৃত বন্দনা দেববর্মার স্বামী প্রতাপ দেববর্মা বলেন, গত ১৪ ডিসেম্বর মুর্শিদাবাদে স্ত্রীর বিএড পরীক্ষার জন্য আমরা ১১ ডিসেম্বর ত্রিপুরা থেকে রওয়ানা দেই। যথারীতি পরীক্ষাও দিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী। কিন্তু, পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন স্থানে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বিরোধী আন্দোলনে অশান্ত পরিবেশে তাঁদের বাড়ি ফেরা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছিল।

প্রতাপবাবু বলেন, গতকাল রামপুর হাট থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা ট্রেনে উঠি ত্রিপুরায় ফিরব ভেবে। কিন্তু, মালদা আসার পর ট্রেন যাবে না, তাই আমাদের নেমে যেতে হয়। তাঁর কথায়, ত্রিপুরার আরও অনেক যাত্রী সহ তাঁরাও মালদা স্টেশনে আটকা পরে যান। প্রায় ৩৫ জন ত্রিপুরার বাসিন্দা তখন বাসে কোচবিহার যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং সেখান থেকে ট্রেন ধরবেন ঠিক করেন। তিনি বলেন, বিএড পরিক্ষার্থী সহ আমরা ১৫ জন বাসে রওয়ানা দেই এবং ভোর সাড়ে ৪টা নাগাদ কোচবিহার পৌছে যাই। প্রতাপবাবু জানান, আমরা বাস স্ট্যান্ড থেকে রেলওয়ে স্টেশনে যাওয়ার জন্য ৩টি টোটো গাড়ি ভাড়া নেই এবং মা ও মেয়েকে একটি টোটো-তে বসিয়ে আমি অন্য টোটো-তে গিয়ে বসি।

কথাগুলি বলার সময় গলার স্বর ভার হয়ে আসছিল প্রতাপবাবুর। কারণ, চোখের সামনে স্ত্রী যন্ত্রনায় ছটপট করে মারা গেছেন। তিনি বলেন, রেল স্টেশনে যাওয়ার পথে বাইশগুড়ি এলাকায় নির্মীয়মান উড়াল পুলের সামনে একটি বোলেরো পিক-আপ ভ্যান সজোরে ধাক্কা মারে তার স্ত্রীর টোটো গাড়িতে। তাতে, দুইটি গাড়ি উল্টে যায়। প্রতাপবাবু বলেন, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল বোলেরো পিক-আপ ভ্যানটি প্রচন্ড গতিতে প্রথমে উড়াল পুলে যাওয়ার মুখে রাখা ব্যারিক্যাডটিতে ধাক্কা মারে। তারপরই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারত সরকার
Government of India

ভুল তথ্যে বিভ্রান্ত হবেন না

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে

প্রচুর গুজব এবং ভুল তথ্য ছড়ানো হচ্ছে, যা কোনভাবেই সত্য নয়। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের (সিএএ) বিষয়ে কিছু তথ্য।

ভুল তথ্য	CAA CITIZENSHIP AMENDMENT ACT	প্রকৃত তথ্য
সিএএ-এর মাধ্যমে ভারতীয় মুসলমানদের নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া হবে		সিএএ-এর ফলে ভারতের কোনও ধর্মের নাগরিকের কোন সমস্যা হবে না। এই আইনের মাধ্যমে ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার যেসব সংখ্যালঘু মানুষ ২০১৪ সাল পর্যন্ত ভারতে বসবাস করছেন তাঁদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। এর মাধ্যমে কোনও ব্যক্তিরই নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া হবে না।
ভারতীয় মুসলমানরা সিএএ এর বাইরে থাকবেন		ভুল ঃ সিএএ পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং আফগানিস্তান-এই তিন দেশের সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্রযোজ্য। এর ফলে মুসলমান সহ দেশের অন্য কোন ধর্মের মানুষের চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নেই। তাই, ভারতীয় মুসলমানদের সমস্যায় পড়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।
নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য এখনই প্রয়োজনীয় নথিপত্র যোগাড় করতে হবে, নয়তো দেশ থেকে বিতাড়িত হতে হবে		ভুল ঃ দেশজুড়ে কোন জাতীয় নাগরিকপঞ্জী (এনআরসি) সংক্রান্ত ঘোষণা হয়নি। যখন এটি ঘোষিত হবে, তখন এই সংক্রান্ত নাতি-নির্দেশিকা এমনভাবে তৈরি করা হবে, যাতে ভারতের কোন প্রকৃত নাগরিক কখনই হেনস্থার শিকার না হন।

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের ফলে ধর্ম ও অঞ্চল নির্বিশেষে কোনও ভারতীয় নাগরিক সমস্যার সম্মুখীন হবেন না।

davp 22202/13/0029/1920

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৬ ▫ সংখ্যা ৭১ ▫ ১৯ ডিসেম্বর ২০১৯ইং ▫ ২ পৌষ ▫ বৃহস্পতিবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

সখাত সলিলে কংগ্রেস

প্রাচীন দল কংগ্রেসের শিক্ষা আর হইবে না। কথায় আছে 'কয়লা শতবার ধৌত করিলেও তাহার মলিনত্ব ঘুছিবার নহে।' প্রাচীনতম জাতীয় দল কংগ্রেসের অবস্থাও তাই। দুর্দিনেও এই দলের সম্বিত ফিরে না। কিভাবে দেশবাসী এই দলের উপর নির্ভর করিবে? কিভাবে বিজেপির মোকাবেলা করিবে? পরিবারতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিজেপি যখন গত লোকসভা নির্বাচনে গলা ফাটাইয়াছে তখনই প্রশ্ন উঠিয়াছে সত্যিই তো কংগ্রেসে কি আর যোগ্য নেতা নাই? বার বার যেখানে প্রামাণিত হইয়াছে জনপ্রিয়তার নীরিখে রাহুল গান্ধীর অবস্থান তলানীতে। জনপ্রিয়তা এমনই যে কংগ্রেসের বরাবরের আসন আমেথিতে রাহুল পরাজিত হইয়াছেন স্মৃতি ইরানীর কাছে। যদিও তিনি কেরল হইতে জয়ী হইয়াছেন। রাহুল বুঝিয়াছিলেন আমেথি তাঁহাকে শিক্ষা দিবে। তাই তিনি দুইটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছেন। গত লোকসভা নির্বাচনে ব্যাপক বিপর্য্যয়ের পর রাহুলের নেতৃত্বই তো প্রশ্নের মুখে দাঁড়াইয়া যায়। তিনি বুঝিতে পারিয়াই কংগ্রেসের সভাপতির পদ হইতে ইস্তফা দেন। কংগ্রেস নেতৃত্বহীন হইয়া পড়ে। পরে সোনিয়াকেই দলের হাল ধরিতে হয়। প্রাচীন এই দল যে সেই পুরানো কায়দাতেই চলিতেছে বিভিন্ন ঘটনায় তাহাই প্রতীয়মান হয়। এই কংগ্রেস বিজেপির মোকাবেলা করিবে? প্রাচীন এই দলটি তো দিনে দিনেই দেশবাসীর কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা হারাইতেছে। রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেস হাইকমান্ডের বালখিল্য সিদ্ধান্ত দলকে একেবারে ডুবাইয়া ছাড়িয়াছে। বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ অসন্তোষ বাড়িলেও কংগ্রেসের সেই স্থান দখল নিবার মতো জনপ্রিয়তা ও সংগঠন নাই। সংগঠন শক্তিশালী না হইলে জনগণকে প্রভাবিত করিবার চেষ্টা সফল হইতে পারে না। কিন্তু, কংগ্রেসের সংগঠন দিনে দিনেই অন্তঃসার শূণ্যতার দিকেই যাইতেছে। সংগঠন শক্তিশালী করা, মজবুত ভিতের উপর দাঁড় করানোর তেমন বৈজ্ঞানিক বা বাস্তব সম্মত উদ্যোগই নাই কংগ্রেসের। কংগ্রেস যেন চলিতেছে ভগবানের দয়ায়। যেন ঈশ্বরই এই দল চালাইতেছে। তাহা না হইলে এই দলটা অনেক আগেই একেবারেই মুছিয়া যাইত।

বেশী দূরে যাইবার প্রয়োজন নাই। এই ত্রিপুরায় কংগ্রেসের কীর্তি তো যেকোনও দলকে হার মানাইবে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পদে বসানো হইয়াছিল মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোরকে। প্রদ্যুৎ কিশোরের গোটা পরিবার ছিলেন কংগ্রেসী। মহারাজ কিরীট বিক্রম কংগ্রেসী সাসংদ ছিলেন। মহারাণী বিভূ কুমারী এরাজ্যের কংগ্রেসী মন্ত্রী ছিলেন। ছিলেন কংগ্রেসী সাংসদও। সেই পরিবারের ঐতিহ্যকে এক লহমায় উড়ইয়া দিয়া তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করিলেন। কারণ, তিনি এনআরসি চালুর পক্ষে। ত্রিপুরায় এনআরসি চালুর জন্য সুপ্রিম কোর্টে তিনি মামলা ঠুকিয়াছেন। কংগ্রেস হাইকমান্ডের অবস্থান এনআরসির বিরুদ্ধে। সেখানেই সংঘাত। কংগ্রেস ছাড়িয়া প্রদ্যুৎ কিশোর এখন কার্য্যত উপজাতি নেতা। সারা রাজ্যের সকল অংশের নেতৃত্ব হইতে সরিয়া গেলেন অনায়াসেই। এক অস্থিরতা নিয়া কি রাজনীতি করা যায়? ত্রিপুরায় কয়েকটি উপজাতি দলের সমন্বয়ে গঠিত জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান পদে বৃত হইয়াছেন প্রদ্যুৎ কিশোর। এই ত্রিপুরায় তাঁহার পূর্ব পুরুষ। রাজতন্ত্র যখন মধ্য গগনে তখনই এইরাজ্যে অতিথি হিসাবে পদার্পন করিয়াছেন বিশ্ব বন্দিত কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃথিবীর অন্যতম বৈজ্ঞানিক আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসুও ত্রিপুরার রাজ আনুকুল্য পাইয়াছিলেন। রাজ আমলেই রাজমালা রচিত হইয়াছিল বাংলা ভাষাতেই। রাজ প্রশাসনে অধিকাংশই ছিলেন বাঙালী। বাংলা ভাষা ও বাঙালীর প্রতি সেই সময়ের মহারাজার দরদ ও আগ্রহ তো ছিল ইতিহাস সত্যি। ত্রিপুরা প্রকৃত পক্ষে আধুনিক পৃথিবীর সংস্পর্শে আসিয়াছে বাঙালীদের কারণেই। সেই বাঙালী বিদ্বেষ পোষণ করিয়া ত্রিপুরা অবিসংবাদিত নেতা হওয়া যাইবে না। মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর আসলে রাজনীতির মূলস্রোত হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন? তিনি কি শেষ পর্য্যন্ত বিজেপিতে যোগ দিবেন? সেখানে আরও বড় সমস্যা। কারণ বিজেপি নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের প্রবক্তা। এই সিএবি বিলের ঘোর বিরোধী উপজাতিয় নেতারা। প্রদ্যুৎ কিশোরও তাহার মধ্যে অন্যতম।

ত্রিপুরায় কংগ্রেসের সংগঠন একেবারে তলানীতে। বিরাট মিছিল সমাবেশ করা এখন প্রায় অসম্ভব। এক সময় কংগ্রেসের ডাকে জনঢল বহিত। ত্রিপুরায় সিপিএম বিরোধীরাই কংগ্রেসের পতাকাতলে সামিল হইত। সিপিএমের সম্পর্কে কংগ্রেসের দ্বিচারিতায় রাজ্যের মানুষকে ক্ষুব্ধ করিয়াছে। ত্রিপুরার মানুষ ধরিয়াই নিয়াছিল কংগ্রেস এরাজ্য হইতে সিপিএমকে হঠাইতে পারিবে না। বারবার কংগ্রেসের 'বিশ্বাসঘাতক' নীতি রাজ্যবাসীর কাছে স্পষ্ট হইয়াছে। এই সিপিএমকে হঠাইবার লক্ষ্যেই তাবড় কংগ্রেস নেতা কর্মীরা বিজেপি দলে যুক্ত হইয়াছেন। এরাজ্যে বিজেপির উত্থানের মূলে সবচাইতে বেশী দায়ী কংগ্রেস। আজকের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমনই যে, বিজেপি ভাঙ্গিয়া গড়িয়া না উঠিলে কংগ্রেস এই রাজ্যে উজ্জীবিত হইতে পারিবে না। কিন্তু, বর্তমানে রাজ্যে কংগ্রেসের হাল অবস্থায় ইহা অনেক বেশী স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, বিজেপিকে হঠাইবার শক্তি কংগ্রেসের অন্তত নাই। সিপিএমের সংগঠন আছে, কিন্তু কতখানি লড়িতে পারিবে বলা মুশকিল। এত দিনে রাজ্যের মানুষ বুঝিয়া গিয়াছেন কংগ্রেস সিপিএম ভাই ভাই। এই অবস্থায় কংগ্রেসের সংগঠন চাঙ্গা হইবার সুযোগ কম। পরিবারতন্ত্রের হাওয়ায় বর্ধিত কংগ্রেস তো আগাইতে পারিল না। বিজেপি তো এই পরিবারতন্ত্রের বিরুদ্ধে বোমা ফাটাইয়াই বাজীমাৎ করিয়া দিল। আর ক্ষোভে দুঃখে রাহুল যখন সভাপতি পদে ইস্তফা দিয়াই পরিবারতন্ত্রের তকমা তুলিয়া দিতে প্রয়াসী হইয়াছেন তখন এই ত্রিপুরার তো সেই ধারাই প্রসারিত হইয়াছে। পুত্র যুব কংগ্রেসের সভাপতি বা পিতা প্রদেশ কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি মনোনয়নের ঘটনা কিসের ইঙ্গিত দিতেছে? এই ঘটনা স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে যে, হাইকমান্ড বিচক্ষণতা হারাইয়াছেন। প্রদেশ কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি পিযুষ বিশ্বাসের রাজনৈতিক কর্মকান্ড করিবার অফুরন্ত সময় কি আছে? তিনি দক্ষ আইনজীবী হইতে পারেন কিন্তু, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাহার বিচরণ তো খুব সীমিত। তবে, তাহার নিয়োগে সিপিএম নেতৃত্ব সন্তোষ প্রকাশ করিতে পারেন। বন্ধুত্বের মর্যাদা নিশ্চয় পিযুষ দিতে ভুলিবেন না। বিজেপির উপর বিরক্ত মানুষ কোথায় যাইবে? কংগ্রেসের উপর শেষ ভরসার সুযোগও নাই।

অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু গৃহবধূ ও প্রতিবেশী যুবকের, খুন না আত্মহত্যা ধন্দে পুলিশ

বনগাঁ, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বনগাঁ থানার মালিগ্রাম শিবপুর এলাকায় এক গৃহবধূ এবং এক যুবকের অগ্নিদগ্ধ দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বুধবার ভোরে স্থানীয় বটতলা এলাকায় একটি পাটকাঠির গাদায় আগুন জ্বলতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। শীতের ভোরেও আগুনের আঁচে ঘুম ভাঙে তাঁদের। প্রথমে নিজেরাই আগুন নেভানোর চেষ্টা করলে পরে দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নেভায়। এরপরই ওই পাটকাঠির গাদার ভিতরে একজোড়া দগ্ধ দেহ দেখতে পান দমকলকর্মীরা। সঙ্গে সঙ্গে বনগাঁ থানায় খবর দেওয়া হয়। স্থানীয় বাসিন্দারাই দেহ দুটি শনাক্ত করেন। মৃত গৃহবধূর নাম তপতী মণ্ডল (৪২) ও যুবকের নাম প্রসেনজিৎ বৈদ্য (২৫)। স্থানীয়দের দাবি, দুজনেই পরকীয়া সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন। এই নিয়ে দুই পরিবারে অশান্তিও চলছিল। আত্মহত্যা নাকি কেউ তাঁদের খুন করে পাটের গাদায় আগুনে জ্বালিয়ে দিয়েছেন, এই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে গ্রামবাসীদের মধ্যে। যদিও মৃত প্রসেনজিতের দাদার দাবি, খুনই করা হয়েছে তাঁর ভাইকে। সঠিক তদন্ত করলেই প্রকৃত ঘটনা সামনে আসবে। পুলিশের বক্তব্য, ময়নাতদন্ত না হলে বলা যাবেনা খুন নাকি আত্মহত্যা। যদিও দুই পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে তদন্ত শুরু করেছে বনগাঁ থানার পুলিশ।

সাম্প্রদায়িক মেরুকরনে দেশের বিপদ বাড়বে

তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ধর্মভিত্তিক রাজনীতির উপর নির্ভর করে বিজেপি ৮০ দশক থেকে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে একটু করে নিজের জায়গা করে নিয়েছে। আজ ভারতবর্ষের রাজনীতিতে বিজেপি একাধিপত্যের অধিকারী। বিজেপির রাজনৈতিক উত্থানের কারণ ব্যাখ্যা করতে গেলে আমরা দেখব যে মূলত হিন্দুত্ববাদকে হাতিয়ার করে বিজেপি তার শক্তি বাড়িয়েছে। হিন্দুত্ববাদের প্রভাব বিজেপি ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি অসহনশীল মনোভাব গ্রহণ করেছে। এর ফলশ্রুতিতে হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের মধ্যে ঐক্য গড়ে তুলতে হিন্দু ধর্মের ঐতিহ্যকে বড় করে তোলার চেষ্টা করেছে বিজেপি। অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের বিজেপির কর্মসূচি হিন্দুদের মধ্যে এক ধর্মীয় উন্মাদনার সৃষ্টি করে। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের রায়ে রামমন্দির নির্মাণের সমস্যার সমাধান হয়ে যাওয়ায় হিন্দুদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রামমন্দির তার গুরুত্ব অনেকটাই হারিয়ে ফেলেছে। হিন্দু ঐক্য ও মুসলিম বিদ্বেষ গড়ে তোলার রাজনীতি বিজেপিকে এনআরসির পন্থা উদ্ভাবনে উদ্বুদ্ধ করে। অসমে এনআরসি ইস্যুকে কেন্দ্র করে বিজেপি রাজনৈতিক ক্ষণতা বাড়িয়ে নিতে সক্ষম হলেও নাগরিক পঞ্জি প্রকাশের পর ১৯ লাখ হিন্দু অধিবাসীর নাম এই পঞ্জি থেকে বাদ যায়। আবার পশ্চিমবঙ্গে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে বিজেপির পরাজয় থেকে এটাই অনুমান করা যায় যে প্রতিবেশী রাজ্য অসমের এনআরসির অবিজ্ঞতা পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে বিজেপি বিরোধী করে তুলেছে। রামন্দির ও জাতীয় নাগরিকপঞ্জি তাদের গুরুত্ব হারিয়ে ফেলার ফলে বিজেপিকে হিন্দু সম্প্রদায়ের ঐক্য গড়ে তুলতে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের আশ্রয় নিতে উদ্যোগী হতে হয়েছে। এই বিল কার্যকর করার মধ্যে দিয়ে বিজেপি হিন্দুদের একাংশের সমর্থন লাভে সক্ষম হলেও তাকে কতগুলো সমস্যার সম্মুখীন হতে হবেই। নাগরিকত্ব

সংশোধনী বিলে বলা হয়েছে যে ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর বা তার আগে যে সমস্ত অমুসলিম শরণার্থী পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান থেকে এসে ভারতবর্ষে বসবাস করছে তারা ভারতবর্ষের নাগরিকত্ব চাইলে তাদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। এখানে সমস্যা হচ্ছে এই সময়ের পরে যে সমস্ত অমুসলিম শরণার্থী একই অঞ্চল থেকে এসে ভারবর্ষে বসবাস করছেন তারা কেন ভারতীয় নাগরিকত্ব পাবেন না? এছাড়া ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নাগরিকত্ব বিলটি কার্যকরী না হওয়ার ফলে অসম, মেঘালয়, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলের উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে হিন্দু সম্প্রদায়ের সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়েছে। এর ফলশ্রুতিতে অসম ও সন্নিহিত অঞ্চলে ঘটে চলেছে হিংসাশ্রয়ী কাণ্ডকারখানা ও তার প্রত্যুত্তরে সরকারকে দমনমূলক ব্যবস্থার আশ্রয় নিতে হচ্ছে।

রামমন্দির ইস্যু হিন্দুদের মধ্যে আগের উন্মাদনা সৃষ্টি করতে পারবে বলে মনে হয় না। অসমে জাতীয় নাগরিকপঞ্জি থেকে ১৯ লাখ লোকের নাম বাদ পড়ায় অসম ও কিছু অঞ্চলের মানুষের একাংশের মনে ভীতির সৃষ্টি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বিজেপি ধর্মনির্ভর রাজনৈতিক ক্ষমতা একটু শিথিল হয়ে পেড়ছে। বিজেপি হিন্দু সম্প্রদায়ের ঐক্যের উপর নির্ভর করে নিজের রাজনৈতিক শক্তিকে সংহত করতে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলতে সংসদে পাশ করিয় নিলেও এ বিলটি যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হবে তার মোকাবিলা করা এই দলের পক্ষে আদৌ কী সম্ভব?

এই প্রেক্ষাপটে আমরা বলব যে বিজেপির হিন্দু তোষণের হাতিয়ারগুলি অনেকাংশে ভোঁতা হয়ে যাওয়ার ফলে বিরোধীদের সঙ্গে মোদির লড়াইয়ে অর্থনীতি ক্ষেত্রে বিজেপির ব্যর্থতা জনসমক্ষে চলে আসতে পারে। বেকারি , মন্দা, মুদ্রস্ফীতি, শিল্পের অধোগতি, কৃষকের বঞ্চনা প্রভৃতি সমস্যা প্রকট হয়ে উঠতে পারে। এই পরিস্থিতিতে বিরোধীপক্ষ মোদি সরকারকে বেকাযাদায় ফেলতে পারবে কি? এর উত্তরে আমরা বলব যে অতীত অভিজ্ঞতা একথাই বলে যে মোদির বিভিন্ন কম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সামনে এনে অধিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার থেকে জনগণের নজর সরিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা আছে। অতীতে মোদির চাতুরিতে লড়াই অর্থনীতিকে কেন্দ্র না করে গড়ে উঠেছিল চরম ও নরম হিন্দুত্বর মধ্যে, গড়ে উঠেছিল মোদি ও রাহুলের ব্যক্তিত্বের লড়াই। এছাড়া মোদি সরকার যে সমস্ত অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে বিরোধীপক্ষ সে সমস্ত সমস্যার সমাধানে কোনও বিকল্প পথ না দেখাতে পারলে মোদির ধর্মভিত্তিক রাজনীতির পথ থেকে সরে আসার সম্ভাবনা আছে কি? মোদি যদি ধর্মভিত্তিক রাজনীতির পথ থেকে সরে না আসেন তাহলে হিন্দু মুসলিম বিরোধ চূড়ান্ত রূপ নেবে অনুপ্রবেশ শরণার্থী সমস্যাকে কেন্দ্র করে। এই দুই সমস্যাকে কেন্দ্র করে হিন্দু ও মুসলিম বিভাজন হয়ে উঠবে প্রকট এবং এই বিভাজনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মেরুকরণ গড়ে ওঠাও অস্বাভাবিক নয়। এই মেরুকরণের ইঙ্গিত আমরা এখনই পেতে চলেছি। পশ্চিমবঙ্গে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল এবং নাগরিকপঞ্জি চালু করার প্রচেষ্টা আটকানো হবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনরাই বিজয়ন এবং পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী অমরেন্দ্র সিংহও জানিয়েছেন যে, তাঁদের রাজ্যে তাঁরা নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল কার্যকরী করতে দেবেন না। বিজেপি হিন্দু সম্প্রদায়ের সমর্থন লাভের আশায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল কার্যকরী করেছে। এই বিল আইনে পরিণত হওয়ার ফলে শুধুমাত্র হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। তাই নয়, উত্তর পূর্বাঞ্চলে উপজাতি ও বাঙালি হিন্দু এবং অসমে অসমিয়া ও বাঙালি সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে বিরোধ তুঙ্গে উঠেছে। অসম, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে সৃষ্টি হয়েছে এক অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি। প্রশ্ন ওঠে, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন কী ভারতীয় রাজনীতির পরিমণ্ডলকে সাম্প্রদায়িকতার গ্রাসে আচ্ছন্ন করবে?(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

শিক্ষার অধিকার আইন ও বাস্তবতা

মিহির গঙ্গোপাধ্যায়

সনাতন ধর্মের একটি অবশ্য পালনীয় অনুশাসন, আচার্য দেবো ভব। অর্থাৎ শিক্ষক মহানায়কের ছাত্ররা দেবতাজ্ঞনে পূজা করবে। পূজা করা মানে, ছাত্ররা শিক্ষকদের চরণামৃত গ্রহণ করবে, তাদের মাথায় ফুল বেলপাতা চড়াবে, শ্রীঅঙ্গে চন্দন লেপন করবে এসব নয়। এই অনুশাসনটির মানে, শিক্ষকদের সদ গুণগুলি ছাত্ররা অনুসরণ করবে। এ অতি উত্তম শিক্ষা। ছাত্ররা এই আজ্ঞা মেনে চললে সমাজ বাসযোগ্য হবে, জাতির মেরুদণ্ড শক্ত হবে। ভাষণবাজিতে এইসব কথাই তো বলা হয়। তাই না?

এর আগে যা বলা দরকার সেটি হলো ছাত্রদের পূজা নেওয়ার জন্য শিক্ষক মহাশয়দের যোগ্য হতে হবে। অনেক শিক্ষকের সেই যোগ্যতা আছে। সকলের শিক্ষকের তা থাকলে ভালো হতো। দুঃখের বিষয় তা নেই। তাদের আচার আচরণের কারণে অনেক শিক্ষকই পূজা পাওয়ার যোগ্যতা হারান। তাঁদের সিধা করার জন্যই ২০০৯ সালে শিক্ষার অধিকার আইন রচনা করতে হয়েছে। হালে রাজ্যের মধ্য শিক্ষা পর্ষদ কিছু নির্দেশিকা জারি করেছে। সব শিক্ষক সদাচারি হলে ওই আইন চালু করা এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নির্দেশিরা জারি করা দরকার হতো না। বেয়াড়া শিক্ষকদের সুপথে আসতে বাধ্য করার জন্য ওই আইন এবং নির্দেশিকাকে বজ্র আঁটুনির সঙ্গে তুলনা করা যায়। কিন্তু নিয়মিত এবং সতর্ক নজরদারি না থাকলে আঁটুনি যতই শক্ত হোক তা ফসকা গেরোর মতোই দুর্বল হয়ে যায়। এতাবৎকাল সেটাই ঘটে আসছে।

আইন এবং নির্দেশকায় বলা হয়েছে, শিক্ষকদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিদ্যালয়ে নিয়মিত হাজির হতে হবে। হবেই তো। অনেক শিক্ষক তা হন। কোন কোন শিক্ষক কোন কোন সময়ে তা পেরে ওঠেন না। এই বিলম্বের যুক্তিগ্রাহ্য কারণও থাকে। তাই কোন কোন শিক্ষক দু পাঁচ মিনিট দেরি করে ফেললে পঠন পাঠানের পাতাল প্রবেশ হয়ে যাবে এমন আশঙ্কার কারণ দেখি না। অথচ সেটা নিয়েই কিছু কিছু হুজুগে লোক অনাবশ্যকভাবে চেঁচামেচি করে থাকে। অধিকতর দরকারি বিষয়গুলি সম্পর্কে তাদের চেতনার অভাব আছে। পলে পথভ্রষ্ট শিক্ষকদের অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ আপত্তিকর আচরণগুলি বজায় থেকে যাচ্ছে। যে কোন প্রকৃত শিক্ষানুরাগী মানুষ খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন, যে সব শিক্ষক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিদ্যালয়ে হাজির হলেন, তাদের মধ্যেও কেউ প্রার্থনায় যোগ দিলেন না। ছাত্ররা প্রার্থনায় যোগ দিয়ে ধেখেন শিক্ষকদের একটা ভালো অংশ অনুপস্থিত। এই ছাত্ররা ওইসব শিক্ষকদের দেবতাজ্ঞানে পূজা করবে কী করে?

কোন কোন শিক্ষক প্রায়শই প্রার্থনী ফাঁকি দেন তা ধরার জন্য নজরদারি করা দরকার। নজরদারি করবে কে? বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন লোকেরা তা করার সাহস পান না। সেটাই স্বাভাবিক। সুতরাং দরকার সরকারি নজরদারি। এই জালে যারা ধরা পড়বে তাঁদের শোধরাবার জন্য শাস্তি দেওয়া দরকার। আইনে তার ব্যবস্থাও আছে। যেটা নেই সেটা হলো সরকারি নজরদারি। কারণ, বিদ্যালয়ের সংখ্যা এত বেশি এবং নজরদারি করার যোগ্য সরকারি কর্মচারির সংখ্যা এতই কম যে তা দিয়ে নজরদারি করা সম্ভব হয় না। এই অভাবটাকেই বজ্র আঁটুনির ফসকা গেরো বলছি।

বিদ্যালয়ের পঠন পাঠনের মান কেমন, শিক্ষক মহাশয়দের নিয়র্মানুবর্তিতা তা কেমন, ছাত্রদের সঙ্গে তাঁরা কেমন ব্যবহার করেন এইসব বিষয়ে তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য বছরে দু 'বার অভিভাবকদের নিয়ে সভা করা বাধ্যতামূলক। এইসব সভায় শিক্ষার উন্নতি নিয়ে সরকারের ভাবনা চিন্তা ও পরিকল্পনার কথা অভিভাবকরা মানবেন। তাদের অভিজ্ঞতার কথা শিক্ষক মহাশয়রা শুনবেন। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন। এইসবই ওই ধরনের সভার লক্ষ্য।

কোনো কোনো বিদ্যালয়ে এই সভা নিয়ে, যে কুকীর্তি করা হয় তা অনায়াসেই ফৌজদারির দণ্ডবিধির আওতায় পড়তে পারে। এই ধারাটি হলো ৪২০, অর্থাৎ প্রতারণা।

কেন? না, তারা কখনই ওই সভা করেন না। ছাত্রছাত্রীদের কোন একটা পরীক্ষার নম্বর জানাবার ছুতোয় অভিভাবকদের ডেকে আনা হয়। নম্বর জানাবার পাশাপাশি একটি খাতায় তাদেরউপস্থিতির সই নেওয়া হয়। সেই খাতাটিই অভিভাবক সভার হাজিরা খাতা রূপে রাখা হয়। একে প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। এই প্রতারণা সম্ভব হওয়ার কারণ, পরিচালন সমিতির সরকার মনোনীত সদস্যদের উদাসীনতা বা অযোগ্যতা, অভিভাবকদের চেতনা ও সাহসের অভাব এবং সরকারি নজরদারি প্রায় না থাকা। পরিচালন সমিতির একজন, একাধিক বা সকল সদস্য অভিভাবক সভার দিন বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকলে এই প্রতারণা সম্ভব হতো না । সব অভিভাবকের চেতনার অভাব আছে এমন নয়। আসলে অধিকাংশ অভিভাবক মহামান্য আচার্যদের কোন অপ্রীতিকর এবং অস্বস্তিকর প্রশ্ন করে বিপদ ডেকে আনতে চান না। তাই তারা অনেক কিছু অন্যায়, অবহেলা, পক্ষপাতিত্ব হজম করে নিয়ে চলা বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেন। শেষ কথা, কোন সরকারি পরিদর্শক আচমকা অভিভাবক সভার দিন বিদ্যালয়ে উপস্থিত হলে কোন প্রতারণা হচ্ছে কিনা তা জানতে পারেন।

> শিক্ষার অধিকার আইনের সাধু উদ্দেশ্যকে সফল করা জাতির পক্ষে খুবই দরকার। পরিচালন সমিতির সরকার মনোনীত সদস্য, অভিভাবক এবং সরকারি বিদ্যালয় পরিদর্শক এই তিন পক্ষের সমবেত বা যে কোন এক পক্ষের চেতনা ও সাহসই আইনটির সার্থক প্রয়োগ সম্ভব করতে পারে। এই তিনটি পক্ষের মধ্যে অভিভাবক শ্রেণি সবচেয়ে দুর্বল পক্ষ। সুতরাং তাদের কাছ থেকে কোনো পদক্ষেপ আশা করা যায় না। বিদ্যালয় পরিচালন সমিতিতেও অভিভাবকদের প্রতিনিধিরা থাকেন। তাদের মানসিকতা আলাদা কিছু নয়। এমন কি কোন পরীক্ষার খাতা দেখানো না হলে এবং মার্কশিট দেওয়া না হলেও তারা সাহস করে তা নিয়ে অভিযোগ বা দাবি জানাতে সাহস করেন না। অবশ্য খুব সামান্য ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটে।

বদ্যালয়ের পঠন পাঠনের মান কেমন, শিক্ষক মহাশয়দের নিয়র্মানুবর্তিতা তা কেমন, ছাত্রদের সঙ্গে তাঁরা কেমন ব্যবহার করেন এইসব বিষয়ে তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য বছরে দু 'বার অভিভাবকদের নিয়ে সভা করা বাধ্যতামূলক। এইসব সভায় শিক্ষার উন্নতি নিয়ে সরকারের ভাবনা চিন্তা ও পরিকল্পনার কথা অভিভাবকরা মানবেন। তাদের অভিজ্ঞতার কথা শিক্ষক মহাশয়রা শুনবেন। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন। এইসবই ওই ধরনের সভার লক্ষ্য।

এর বাস্তব অসুবিধাটা আগেই বলেছি তা হলো, যত বিদ্যালয় পরিদর্শকের সংখ্যা সেই তুলনায় নেই বললেই চলে। এর ফলে অভিভাবক সভার মতো একটি বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরোয় পরিণত হচ্ছে।

শিক্ষার অদিকার আইনের ২৪ ধারার (১) উপধরাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এতে শিক্ষকদের ছয় দফা কর্তব্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে। তার (ঙ) দফায় বলা হয়েছে, বাবা, মা এবং অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়মিত সভা করা। সেই সভায় শিশুর বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিত, তাদের পাঠগ্রহণের ক্ষমতা, তাদের শিক্ষক অগ্রগতি ইত্যাদি বিষয়ে অভিভাবকদের জানাতে বলা হয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে এটি যখন আইন তখন শিক্ষকদের পক্ষে এইসব কাজ করা বাধ্যতামূলক।

যে শিক্ষক এই বিষয়ে অবাধ্য হবেন, চাকরির নিয়ম অনুযায়ী তিনি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করবেন। বাস্তব অবস্থা হচ্ছে, অভিভাবক সভার নামে কোনো বিদ্যালয়ে প্রতারণা বা প্রহসন হচ্ছে কিনা তা নিয়ে নিরপেক্ষ অনুসন্ধান হয় না। তাতে যদি দেখা যায়, স্বর্গে কোন বিশৃঙ্খলা নেই তাহলে সেটা হবে সবচেয়ে আনন্দের ব্যাপার। কিন্তু যদি দেখা যায় অবস্থা তেমন নয় তা হলে ২৪ ধারার ২ উপধারা অনুযায়ী যত বেদনাদায়কই হোক না কেন দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্তা নিতেই হবে। অন্য শিক্ষকদের সতর্ক করার জন্য সেই ব্যবস্থা ব্যাপাকভাবে প্রচার করা হবে না কেন?

শিক্ষার অধিকার আইনের সাধু উদ্দেশ্যকে সফল করা জাতির পক্ষে খুবই দরকার। পরিচালন সমিতির সরকার মনোনীত সদস্য, অভিভাবক এবং সরকারি বিদ্যালয় পরিদর্শক এই তিন পক্ষের সমবেত বা যে কোন এক পক্ষের চেতনা ও সাহসই আইনটির সার্থক প্রয়োগ সম্ভব করতে পারে। এই তিনটি পক্ষের মধ্যে অভিভাবক শ্রেণি সবচেয়ে দুর্বল পক্ষ। সুতরাং তাদের কাছ থেকে কোনো পদক্ষেপ আশা করা যায় না। বিদ্যালয় পরিচালন সমিতিতেও অভিভাবকদের প্রতিনিধিরা থাকেন। তাদের মানসিকতা আলাদা কিছু নয়। এমন কি কোন পরীক্ষার খাতা দেখানো না হলে এবং মার্কশিট দেওয়া না হলেও তারা সাহস করে তা নিয়ে অভিযোগ বা দাবি জানাতে সাহস করেন না। অবশ্য খুব সামান্য ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটে।

সুতরাং আইন এবং নির্দেশিকার যথাযথ প্রয়োগে নজরদারির জন্য শেষ ভরসা সরকারি পরিদর্শক। তারা মাঝে মাঝে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে আচমকা পরিদর্শড় করলে শিক্ষাব্যবস্থার অনেক গলদ শুধরে যাবে বলে আশা করা যায়। তখন বজ্র আঁটুনিকে আর ফসকা গেরো বলা যাবে না।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং কমান্ড মেনে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করুন: পিলখানায় প্রধানমন্ত্রী হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ১৮।। উর্ধতন কর্তৃপক্ষের 'কমান্ড' মেনে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে বিজিবি সদস্যদের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।'বিজিবি দিবস-২০১৯' উপলক্ষে বুধবার পিলখানায় সীমান্তরক্ষা বাহিনীর সদর দপ্তরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সরকারপ্রধানের এই আহ্বান আসে।

তিনি বলেন, আমার আবেদন থাকবে, উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কমান্ড মেনে চলবেন। শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখবেন। আপনারা সব সময় নিয়ম-নীতি মেনে সততার সাথে, নিষ্ঠার সাথে, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আপনাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন।প্রায় ১১ বছর আগে পিলখানায় বিদ্রোহ আর নারকীয় হত্যাযজ্ঞের পর নাম, পতাকাসহ অনেক কিছু বদলে যাওয়া এ বাহিনীর সদস্যদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আপনাদের কোনো অসুবিধা হলে সেটা দেখার জন্য তো আমরা আছি।সীমান্ত রক্ষার পাশাপাশি যে কোনো দুর্যোগে বিজিবি সদস্যরা মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে অনন্য নজির তৈরি করেছেন, সে কথা তুলে ধরে শেখ হাসিনা বলেন, মিয়ানমার থেকে আসা রোহিঙ্গারা যখন বাংলাদেশে এলো, সরকার যখন তাদের আশ্রয় দেওয়ার সিদ্ধান্ত যখন নিল, বিজিবি তখন উদ্যোগ নিয়ে তাদের থাকা, রেজিস্ট্রেশন করা, ত্রাণ পৌঁছে দেওয়াসহ সব ধরনের দেখাশোনা করেছে 'অত্যন্ত মানবিকতা আর দক্ষতার সাথে'। আপনাদের কাছে আমরা চাই যে আপনারা এই দেশকে ভালোবেসে দেশের মানুষের প্রতি কর্তব্য পালন করবেন। দেশ যদি উন্নত হয়, আপনাদের পরিবার পরিজন তারাই উন্নত হবে। এদেশের মানুষই উন্নত হবে। সেই কথাটা সবসময় মনে রাখবেন।আমি আশা করি আপনারা সব সময় দেশপ্রেম, সততা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে এই বাহিনীর সুনাম ও মর্যাদা সমুন্নত রাখবেন।

সীমান্তে মাদক চোরাচালান,শিশু ও নারী পাচার বন্ধ করার পাশাপাশি অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকানোর দায়িত্ব বিজিবি সদস্যরা 'যথাযথভাবে' পালন করবে-সেই প্রত্যাশা রেখে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা চাই সব সময় এই বাহিনী সুরক্ষিত থাকুক। যেটা জাতির পিতা নির্দেশ দিয়ে গেছেন।সীমান্ত রক্ষায় বিজিবির ভূমিকা তুলে ধরে তিনি বলেন, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ২২৪ বছরের ঐতিহ্যবাহী সীমান্তরক্ষী বাহিনী। বারবার এর নাম, পোশাক পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু তারপরও আমি বলব বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য, বিশেষ করে আমাদের সীমান্ত রক্ষার জন্য বিজিবির ভূমিকা অপরিসীম।একাত্তরে ওয়্যারলেসের মাধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষণা সমগ্র বাংলাদেশ পৌঁছে দিতে গিয়ে জীবন দেওয়া তৎকালীন ইপিআর সদস্যদের কথাও প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। মুক্তিযুদ্ধে বিজিবি সদস্যদের ভূমিকা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এ বাহিনীর প্রায় ১২ হাজার বাঙালি সদস্য মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ২ জন বীরশ্রেষ্ঠ, ৮ জন বীর উত্তম, ৩২ জন বীর বিক্রম এবং ৭৭ জন বীর প্রতীক পদকে ভূষিত হন। এ বাহিনীর ৮১৭ জন সদস্য মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হন।আমি তাদের মহান আত্মত্যাগ গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। আমাদের স্বাধীনতা অর্জনে তাদের বিরাট অবদান রয়েছে।বিজিবির উন্নয়নে সরকারের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কথাও প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্যে তুলে ধরেন।শোষিত বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায় করতে গিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজীবন সংগ্রামের কথা তুলে ধরার পাশাপাশি তাকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করার ঘটনাও তিনি স্মরণ করেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল, বিজিবি মহাপরিচালক মো. সাফিনুল ইসলামসহ উর্ধতন কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

রাজাকারের তালিকায় আ.লীগের চেহারা প্রকাশ পেয়েছে : রিজভী

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ১৮।। রাজাকারের তালিকায় আওয়ামী লীগের চেহারা প্রকাশ পেয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।বুধবার দুপুরে নয়াপল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, নিশি রাতের এই সরকার মুক্তিযুদ্ধের গৌরবকে নিজেদের হীন রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থে ব্যবহার করতে গিয়ে নানা রকম অঘটনের জন্ম দিয়েছে। মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে কারও কারও বিচার হয়েছে। আবার কেউ কেউ আত্মীয়তার বন্ধনের কারণে দিব্যি বহাল তবিয়তে। সাম্প্রতিক সময়ে রাজাকারের তালিকা প্রকাশ করতে গিয়ে আরেক কেলেঙ্কারির জন্ম দিয়েছে মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। অন্যকে ফাঁসাতে গিয়ে এবার আওয়ামী লীগ নিজেরাই ফেঁসে গেছে।প্রকাশিত রাজাকারের তালিকায় দেখা যায়, অধিকাংশই আওয়ামী লীগের চিহ্নিত নেতাকর্মী। এতে জনগণ বিস্মিত নয়, কারণ ৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন কি না এ নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। প্রকাশিত তালিকায় প্রমাণিত হয়েছে, জনগণের সেই আশঙ্কাই সত্যি হয়েছে। প্রকাশিত রাজাকারের তালিকা সঠিক নয় বলে সমালোচনা করছেন আওয়ামী লীগের কিছু নেতা আবার মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী বলেছেন তালিকায় বেশি ভুল প্রমাণিত হলে তা প্রত্যাহার করা হবে।

রিজভী বলেন, আওয়ামী লীগের থলের বিড়াল বের হতে শুরু হওয়ায় তা প্রত্যাহারের প্রশ্ন ওঠছে। প্রকাশিত রাজাকারের তালিকায় আওয়ামী লীগের চেহারা ফাঁস হয়ে যাওয়ায় তারা এখন নিজেরাই কুতর্কে লিপ্ত হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দিচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের দোষ আর মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপর দায় চাপাচ্ছে। যেই মন্ত্রণালয়ের দায়ী থাকুক, আওয়ামী লীগ মূলত স্বাধীনতার মূল স্পিরিটের বিরোধী। মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা হচ্ছে গণতন্ত্র-সাম্য-মানবিক মর্যাদা-ন্যায় বিচার। এর কোনোটিই আওয়ামী রাজনীতির ঐতিহ্যে নেই। এদের ঐতিহ্য ময়দান থেকে বিরোধীদের নিশ্চিহ্ন করে নিজেদের অবৈধ ক্ষমতাকে দখলে রাখা।

তিনি আরও বলেন, দীর্ঘ এক মাসের বেশি পর কারারুদ্ধ বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে তার স্বজনদের দেখা করতে দেয়া হয়েছিল ১৬ ডিসেম্বর। তার সর্বশেষ শারীরিক অবস্থা নিয়ে আদালতে পেশ করা মেডিকেল বোর্ডের রিপোর্টের সঙ্গে তার শারীরিক অবস্থার বাস্তবে কোনো মিল পাননি তার বোনসহ পরিবারের সদস্যরা। আমরা প্রথম থেকেই বলে আসছি দেশনেত্রীকে কারাগারে রেখে বিনা চিকিৎসায় তিলে তিলে নিঃশেষ করাটাই এই সরকারের অভিপ্রায়। বাস্তবে তাই হতে চলেছে এখন।বিএনপির সিনিয়র এই যুগ্ম মহাসচিব বলেন, তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক শামীম এবং মামুনকে দেশনেত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষায় যেতে দেয়া হচ্ছে না। বাস্তবে দেশনেত্রীর কোনো চিকিৎসায়ই হচ্ছে না এবং ওষুধও দেয়া হচ্ছে না।

আদালতে সর্বশেষ শারীরিক অবস্থা নিয়ে মেডিকেল বোর্ডের রিপোর্টের নামে পেশ করা হলো গণভবনের ফরমায়েশী এক চোখা রিপোর্ট। প্রথমে সঠিক রিপোর্ট তৈরি হলেও সরকার প্রধানের নির্দেশে বদলে ফেলা হয় সেই রিপোর্ট।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আব্দুস সালাম, যুগ্ম মহাসচিব হাবিব-উন-নবী খান সোহেল, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক সেলিমুজ্জামান সেলিম প্রমুখ।

জাতীয় পার্টি সবচেয়ে সম্ভাবনাময় শক্তি: জিএম কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা, ডিসেম্বর ১৮।। জাতীয় পার্টির (জাপা) চেয়ারম্যান জিএম কাদের বলেছেন, দেশের রাজনীতিতে একটি শূন্য বিরাজ করছে। এই শূন্যতা পূরণে একমাত্র রাজনৈতিক শক্তি হচ্ছে জাতীয় পার্টি। বর্তমান বাস্তবতায় জাতীয় পার্টি সবচেয়ে সম্ভাবনাময় শক্তি। তাই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা জাতীয় পার্টিতে যোগ দিচ্ছেন। আবার অনেকেই যোগ দিতে যোগাযোগ করছেন।

বুধবার (১৮ ডিসেম্বর) দুপুরে চেয়ারম্যানের বনানী অফিসে ফেনী জেলা বিএনপি নেতা ভিপি জহির ও ভিপি বেলালের নেতৃত্বে বিএনপির বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীর যোগদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।জিএম কাদের বলেন, আগামী দিনে জাতীয় পার্টি আরও শক্তিশালী হয়ে জনগণের সমর্থন নিয়ে দেশের দায়িত্বভার গ্রহণ করবে। শৃঙ্খলাই শক্তি। তাই নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য থাকতে হবে। এসময় দলকে আরও শক্তিশালী করতে তৃণমূল নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে জাতীয় পার্টির মহাসচিব মসিউর রহমান রাঙ্গা বলেন, যারা অন্য দল থেকে জাতীয় পার্টিতে যোগ দিচ্ছেন, তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী সম্মান দেওয়া হবে। যেসব আসনে জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য ছিল, সেগুলো আমরা আগামী নির্বাচনে পুনরুদ্ধার করতে চাই। তাই দলকে আরও শক্তিশালী করতে হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে জাপার প্রেসিডিয়াম সদস্য অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী বলেন, আমরা শান্তির রাজনীতি করি। আমরা কারও সঙ্গে সংঘাতে জড়াব না। তবে কোনো শক্তি সংঘাতে বাধ্য করলে জাতীয় পার্টি পিছপা হবে না। জাপা প্রেসিডিয়াম সদস্য ও ফেনী জেলার সভাপতি নাজমা আকতারের সভাপতিত্বে যোগদান অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন, প্রেসিডিয়াম সদস্য জিয়া উদ্দিন আহমেদ বাবলু, সুনীল শুভ রায়, এসএম ফয়সল চিশতী, মীর আব্দুস সবুর আসুদ প্রমুখ।অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় সদস্য মোতাহার হোসেন চৌধুরী ও ইকবাল আলমগীর।

বিতর্কের মুখে রাজাকারের তালিকা স্থগিত করেছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ১৮।। বিতর্কের মুখে রাজাকারের তালিকা স্থগিত করেছে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়। পরবর্তীতে যাচাই-বাছাই করে তালিকা প্রকাশ করা হবে। বুধবার (১৮ ডিসেম্বর) মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব এস এম আরিফ-উর-রহমান এ বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

এর আগে মহান বিজয় দিবসের আগের দিন রোববার (১৫ ডিসেম্বর) ১০ হাজার ৭৮৯ রাজাকারের তালিকা প্রকাশ করে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়। তবে ঘোষিত তালিকায় অনেক মুক্তিযোদ্ধার নাম রয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রধান প্রসিকিউটর ও ভাষাসৈনিক গোলাম আরিফ টিপুসহ রাজশাহীর আরও দুই ব্যক্তির নাম রয়েছে ওই তালিকায়, যারা মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের ছিলেন বলে প্রমাণ রয়েছে।

এ নিয়ে সারাদেশে সমালোচনা শুরু হয়।

এদিকে. রাজাকারের তালিকায় মুক্তিযোদ্ধাদের নাম চলে আসায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক।

গতকাল তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ভুলের পরিমাণ বেশি হলে রাজাকারের তালিকা প্রত্যাহার করা হবে। ভুলের পরিমাণ কম হলে ভুলবশত যাদের নাম এ তালিকায় এসেছে, সেগুলো প্রত্যাহার করা হবে।

তিনি আরও বলেন,এ তালিকা আমরা প্রণয়ন করিনি, প্রকাশ করেছি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে আমরা যা পেয়েছি তাই হুবহু প্রকাশ করেছি।

প্রকাশিত রাজাকারের তালিকা প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেন,স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে রাজাকারদের নিয়ে যে তালিকা দেয়া হয়েছে, মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় সেই তালিকা যাচাই না করেই প্রকাশ করেছে। তিনি আরও বলেন, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়কে রাজাকার, আলবদর, আলশামসের তালিকা দেয়া হয়নি; দালাল আইনে অভিযুক্তদের তালিকা দেয়া হয়েছে।সর্বশেষ বুধবার আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত রাজাকারের তালিকা যাচাই-বাছাই ও সংশোধন করা হবে।

ভারতে তথ্য পাচারের অভিযোগে বাংলাদেশের পুলিশ সদস্য গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ১৮।। ভারতে তথ্য পাচারের অভিযোগে এক পুলিশ সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।মঙ্গলবার ঢাকার কর্মস্থল থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে যশোরের বেনাপোল থানার ওসি মামুন খান জানান।গ্রেপ্তার দেব প্রসাদ সাহা ঢাকার উত্তরা ১ নম্বর আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নে (এপিবিএন) কনস্টেবল পদে কর্মরত আছেন।

ওসি মামুন খান জানান, ২০১৬-১৭ সালে দেবপ্রসাদ বেনাপোল সীমান্তের ইমিগ্রেশন পুলিশের কনস্টেবল ছিলেন। ওই সময় তার বিরুদ্ধে ভারতে তথ্য পাচারে অভিযোগ ওঠে।সেই অভিযোগের তদন্ত চলাকালে তাকে ঢাকায় এপিবিএনে বদলি করা হয়। পরে তদন্তে তার বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ওসি বলেন, ঢাকার কর্মস্থল থেকে গ্রেপ্তারের পর তাকে বেনাপোল পোর্ট থানায় নেওয়া হয়। পরে আদালতের হাজির করা হলে আগামী ১৯ ডিসেম্বর রিমান্ড শুনানির দিন ধার্য করে তাকে জেলহাজতে পাঠানোর আদেশ দেওয়া হয়।

দেব প্রসাদ সাহা ঢাকার উত্তরা ১ নম্বর আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নে কনস্টেবল পদে কর্মরত আছেন। ২০১৪ সালের ২৭ ডিসেম্বর থেকে ২০১৮ সালের ১৭ অগাস্ট পর্যন্ত তিনি বেনাপোল ইমিগ্রেশনে কর্মরত ছিলেন।দেব প্রসাদ সাহা খুলনার তেরখাদা উপজেলা সদরের সুরেন্দ্রনাথ সাহার ছেলে।

ডাকসু ভিপি নুরের ওপর হামলার বিচার চান কামাল

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ১৮।। কামাল হোসেন এবং নুরুল হক নুরঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) ভিপি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার বিচার চেয়েছেন গণফোরাম সভাপতি ড় কামাল হোসেন। বুধবার (১৮ ডিসেম্বর) বিকালে গণমাধ্যমে পাঠানো দলের দফতর সম্পাদক মোহাম্মদ আজাদ হোসেনের সই করা বিবৃতিতে এ বিচার চাওয়া হয়েছে।

বিবৃতিতে ড় কামাল বলেন,ভারতের নতুন নাগরিকত্ব আইন ও এনআরসির বিরুদ্ধে ভারতজুড়ে চলমান আন্দোলন এবং জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের ওপর পুলিশের হামলার প্রতিবাদে গত মঙ্গলবার ডাকসু ভিপি নুরের ডাক দেওয়া সংহতি ও প্রতিবাদ সমাবেশে ছাত্রলীগের হামলায় তিনিসহ কয়েকজন ছাত্র আহত হন। আমরা এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই। হামলাকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার জোর দাবি জানিয়েছেন তিনি।

এদিকে, বুধবার পৃথক বিবৃতিতে নুরের ওপর হামলার নিন্দা জানিয়ে হামলাকারীদের বিচার দাবি করেছেন গণফোরাম সাধারণ সম্পাদক ড় রেজা কিবরিয়া।

এনআরসি ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়: পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ১৮।। জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি) ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়, এটি বাংলাদেশকে কোনোভাবে প্রভাবিত করবে না বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ কে আবদুল মোমেন। বুধবার (১৮ ডিসেম্বর) জাতীয় শহীদ মিনারে বেইজিং ঘোষণার ২৫ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে 'বেইজিং ২৫ পর্যালোচনা: নাগরিক সমাজের সম্পৃক্তি' শীর্ষক অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি একথা জানান।এসময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এনআরসি সম্পর্কে ভারত আমাদের একাধিকবার অঙ্গীকার করেছে যে এটি তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়। বাংলাদেশে এর কোনো প্রভাব পড়বে না। আমরা তাদের বিশ্বাস করতে চাই।তিনি বলেন, আমরা ভারত সরকারকে জানিয়েছি, সেখানে বাংলাদেশের কোনো অবৈধ নাগরিক থাকলে আমাদের জানানোর জন্য। আমাদের জানালে তারা যদি প্রকৃত বাংলাদেশি হয়, তবে যাচাই-বাছাই করে আমরা অবশ্যই ব্যবস্থা নেবো।এসময় তিনি সম্প্রতি প্রকাশিত এবং সমালোচিত রাজাকারদের তালিকা নিয়ে বলেন, রাজাকারের তালিকা আরও আগে হলে ভালো হতো। তবে সম্প্রতি যে সব ভুল-ভ্রান্তি দেখা গেছে, এতে বোঝা যাচ্ছে যে তালিকায় কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে। এ বিষয়ে আমাদের আরও সচেতন হতে হবে। তবে প্রসেস শুরু হয়েছে এটাই অনেক বড় বিষয়।

সেচ দফতরের জমি দখল মুক্ত করার উদ্যোগ মহকুমা শাসকের

বারুইপুর, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : নরেন্দ্রপুরের কামালগাছি থেকে বারুইপুরের শাসন পর্যন্ত আদি গঙ্গার পাড়ে সেচ দপ্তরের যে সব জায়গা দখল হয়ে গিয়েছে সেগুলি দখল মুক্ত করতে উদ্যোগী হলেন বারুইপুরের মহকুমা শাসক দেবারতি সরকার। জায়গা গুলিতে অবৈধ ভাবে বাড়ি নির্মাণ হয়েছে নতুবা অবৈধভাবে দোকানঘর নির্মিত হয়েছে। এবার সেই সব দখলদারদের নোটিশ ধরানোর জন্য সেচ দফতরকে নির্দেশ দিলেন মহকুমা শাসক। প্রাথমিক ভাবে নোটিশ দেওয়ার পরও তা সরানো না হলে আরও দুটি নোটিশ ধরানো হবে। এই প্রক্রিয়া জানুয়ারি মাসের মধ্যেই সেচ দপ্তরকে সম্পন্ন করতে হবে বলে জানান তিনি। এরপরেও না সরানো হলে মহকুমাশাসককে জানাতে হবে, তারপরেই আইনগত প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে দখলদারদের বিরুদ্ধে বলে জানান মহকুমা শাসক।

বুধবার দুপুরে বারুইপুর মহকুমাশাসকের অফিসে মহকুমার সেচ দপ্তরের এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়র, বারুইপুরের বিডিও, সোনারপুরের বিডিও, বারুইপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সহ সভাপতি, সোনারপুর-রাজপুর পুরসভার ইঞ্জিনিয়র, সোনারপুর থানার আই সি কে নিয়ে বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত জানান মহকুমাশাসক দেবারতি সরকার। এদিনের বৈঠকে মহকুমাশাসক স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন, আদি গঙ্গার পাড়ে দখলদাররা তিনটে নোটিশ দেওয়ার পরও জানুয়ারি মাসের মধ্যে না সরলে ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই তাঁদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যাবস্থা নেওয়া হবে। দখলদাররা সরে গেলে আদি গঙ্গার পাড়ে বিউটিফিকেশনের কাজ হবে। এর পাশাপাশি আদি গঙ্গার পাড়ে অবৈধ যে সব হডিং আছে তা সরানোর কাজ শুরু হবে। এর সাথে সোনারপুর ২ পঞ্চায়েতের জগদীশপুর সেতু থেকে হাসানপুর সেতু পর্যন্ত খাল পাড়ে সেচ দপ্তরের জায়গায় অবৈধ ভাবে দোকানঘর নির্মাণের জন্য দখলদারদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

কিছুদিনের মধ্যেই সেচ দপ্তরের এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়র এই জায়গা পরিদর্শন করবেন বলে জানিয়েছেন। প্রশাসন সূত্রে খবর, এই নোটিশ দেওয়ার কাজ যাতে ভালোভাবে করা যায় তার জন্য সোনারপুর বিডিওকে ও বারুইপুর বিডিওকে চলতি মাসের মধ্যেই বিভিন্ন পঞ্চায়েতকে নিয়ে মিটিং ডাকতে বলা হয়েছে। যে সব পঞ্চায়েত এলাকা আদি গঙ্গার পাড়ে রয়েছে মূলত সেগুলিকে নিয়ে বৈঠক করতে বলা হয়েছে।

আদালতে জয়, টাটা গোষ্ঠীর মাথায় ফের বসতে চলেছেন সাইরাস মিস্ত্রি

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : তিন বছর পর অবশেষে জয় পেলেন সাইরাস মিস্ত্রি। ফের টাটা সন্সের মাথায় বসতে চলেছেন তিনি। বুধবার দ্য ন্যাশনাল কোম্পানি ল অ্যাপিলেট ট্রাইবুনালের (এনসিএলএটি) তরফে জানানো হয়, টাটা সন্সের এগজিকিউটিভ চেয়ারম্যানের পদ থেকে তাঁকে সরিয়ে এন চন্দ্রশেখরণকে বসানোর প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ বেআইনি ছিল। একইসঙ্গে তাঁকে পুনর্বহালের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। যদিও চার সপ্তাহ পর এই রায় কার্যকর করা হবে বলে খবর। তার আগে চাইলে এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা যাবে। এদিনের রায় সম্পর্কে সাইরাস বলেন, "এটা আমার একার জয় নয়। বরং নীতি-আর্দশ আর ছোট শেয়ারের মালিকদের জয়। মিস্ত্রি পরিবার বরাবরই ছোট শেয়ার হোল্ডারদের স্বার্থের দিকে নজর দেয়। এদিন সেই নীতিরই জয় হল।" ২০১২ সালের ডিসেম্বরে টাটা সন্সের এগজিকিউটিভ চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছিলেন সাপুরজি-পালনজি পরিবারের সদস্য সাইরাস মিস্ত্রি। ২০১৬ সালে তাঁকে সেই পদ থেকে সরানোর সিদ্ধান্ত নেয় সংস্থার বোর্ড অব ডিরেক্টর্স। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত মানতে রাজি ছিলেন না সাইরাস। এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে এনসিএলএটির দ্বারস্থ হয় সাইরাস মিস্ত্রির সংস্থা সাইরাস ইনভেস্টমেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড এবং স্টারলিং ইনভেস্টমেন্টস কর্পোরেশন। কিন্তু সেই মামলা খারিজ করে দেয় এনসিএলএটি।

এরপরই সাইরাস নিজে ওই ট্রাইবুনালের দ্বারস্থ হন। তাঁর অভিযোগ ছিল, কোম্পানি আইন মেনে তাঁকে সরানো হয়নি। দীর্ঘ শুনানির পর শেষে সাইরাসের পক্ষেই রায় দিল এনসিএলএটি। জানা গিয়েছে, টাটা সন্সে সাইরাসের পরিবারের ১৮ শতাংশ শেয়ার রয়েছে। এক বছর আগেই ট্রাইবুনাল নির্দেশ ছিল, এই মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত মিস্ত্রিকে তাঁর শেয়ার বিক্রির জন্য চাপ দিতে বা বাধ্য করতে পারবে না টাটা সন্স।

রাজ্যপাল সাংবাদিক বৈঠকের পরেই তীব্র সমালোচনা তৃণমূলের

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : রাজ্যপাল সাংবাদিক বৈঠক করে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের বার্তা দেওয়ার পরেই তাঁর সমালোচনা করল রাজ্যের শাসক দল।

ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা মালদহ-মুর্শিদাবাদে পরিদর্শন করতে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করার কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রত্যুত্তর দিল তৃণমূল কংগ্রেস। দলের তরফে মুখ্যমন্ত্রী-ঘনিষ্ঠ চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য সাফ জানিয়ে দিলেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে। শুধু তাই নয়, মালদহ-মুর্শিদাবাদে রাজ্যপালের যাওয়া নিয়ে যে তৃণমূলের আপত্তি আছে তাও স্পষ্ট করেছেন চন্দ্রিমা। তাঁর কথায়, 'রাজ্যপালের কাজ নয় ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা পরিদর্শন করা। সেটা দেখা প্রশাসনের কাজ। আর প্রশাসনকে কী করতে হবে সেটা রাজ্য প্রশাসন ভালোভাবেই জানে।'

এদিন রাজ্যপাল সাংবাদিকদের সঙ্গে প্রশ্নোত্তরের সময়ে সহাস্যে এই রাজ্য 'খুব শক্তিশালী লৌহমানবী'-র (ভেরি স্ট্রং আয়রন লেডি) শাসিত বলে মন্তব্য করেন। এর পরেই বলেন, আমাদের পুরুষদের যতটা সম্ভব সৌহার্দ্য দেখাতে হবে। কিন্তু রাজ্যপালের বারবার শান্তি ও সমঝোতার বার্তা দেওয়ার পরেও চন্দ্রিমার এই প্রকাশ্য মন্তব্যে প্রশ্ন উঠেছে।

বুধবার রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং মুখ্যসচিবের সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। এবং সেখানেই ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা পরিদর্শনে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন তিনি। ফের একবার নাগরিকত্ব আইনের পক্ষেই সওয়াল করেন তিনি। ধনকরের দাবি, এই আইন মানা কার্যত বাধ্যতামূলক। এরপরই সুর চড়িয়েছে তৃণমূল।

রাজ্যের শাসকদলের তরফে পাল্টা অভিযোগ করা হয়, রাজ্যপালের এই ধরণের মন্তব্য কার্যত আগুনে ঘি ঢালার কাজ করছে। এদিন

ছয়ের পাতায়

শুক্রবার থেকে বদল হতে পারে আবহাওয়া

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স): শুক্রবার থেকে বদল হতে পারে আবহাওয়া। ফের উত্তুরে হাওয়ার গতিপথ আটকে দিতে পারে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। ফলে শুক্রবারের পর থেকে ফের বাড়তে পারে তাপমাত্রা। রাজ্যের উত্তরভাগ এবং সিকিম সংলগ্ন এলাকাতেও তুষারপাতের ইঙ্গিত দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, এই শীতের প্রভাব থাকবে আগামী ৭২ ঘন্টা। শীতের সঙ্গেই ঘন কুয়াশার সম্ভাবনা। আজ মরসুমের শীতলতম দিন।

পশ্চিমী ঝঞ্ঝা কাটতেই বুধবার সকাল থেকে রাজ্যে উত্তুরে হাওয়ার দাপট শুরু হয়েছে। তার জেরে শহর কলকাতা সহ বিভিন্ন জেলার তাপমাত্রা একধাক্কায় অনেকটাই নেমে যায়। কলকাতায় আজ মরসুমের শীতলতম দিন। এদিনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৫ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আগামী ৭২ ঘণ্টায় ঠান্ডা আরও বাড়বে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। বলা হয়েছে, শহর কলকাতার তাপমাত্রা নেমে গিয়ে ১৩ ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করতে পারে। তাই আগামীকাল আরও জাঁকিয়ে ঠান্ডা পড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।

সমতলের পাশাপাশি দার্জিলং সহ উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতেও পারদ পতন হয়েছে। বেশ কনকনে ঠান্ডাই অনুভূত হচ্ছে পাহাড়ে। শিলিগুড়িতেও বুধবার উত্তুরে হাওয়ার দাপট ভালই রয়েছে। কয়েক দিন আগে সান্দাকফু বরফের চাদরে মুড়ে গিয়েছিল। সিকিমেও তুষারপাত হয়েছে। তার জেরে পর্যটকদেরও ভিড় রয়েছে সেখানে। এই মুহূর্তে দার্জিলিংয়ের তাপমাত্রা ৫ ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে। গ্যাংটকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৫.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

পাহাড় থেকে ঠান্ডা হাওয়া নেমে আসাতেও সমতলের আবহাওয়ায় প্রভাব পড়েছে। বীরভূম, বাঁকুড়া মেদিনীপুর সহ বিভিন্ন জেলায় এদিন তাপমাত্রা ১৩ থেকে ১৪ ডিগ্রির আশেপাশেই ঘোরাফেরা করছে। আজ কালিম্পঙে তাপমাত্রা ছিল ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস,জলপাইগুড়িতে তাপমাত্রা ১৩.১ ডিগ্রি,কোচবিহারে তাপমাত্রা ৯.৬ ডিগ্রি, শিলিগুড়িতে তাপমাত্রা ১১.১ ডিগ্রি, মালদহে তাপমাত্রা ১২.৯ ডিগ্রি,আসানসোলে ১২.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাঁকুড়ায় তাপমাত্রা

ছয়ের পাতায়

জামিয়া কান্ডের প্রতিবাদে আগামীকাল পথে নামবে ছাত্রছাত্রীরা

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স): নাগরিকপঞ্জির প্রতিবাদে আগামীকাল বৃহস্পতিবার ১৯ ডিসেম্বর শহরের রাজপথে মিছিলের ডাক দিল কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ছাত্রছাত্রীরা। জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রতি সংহতি জানিয়ে এবার কলকাতায় প্রতিবাদে শামিল হচ্ছে একের পর এক বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। ১৯ তারিখ এই দুই ইস্যুর বিরোধিতায় কলকাতায় পথে নামার ডাক উঠেছিল প্রথম সোশাল মিডিয়ায়। এরপর সিপিএম সহ একাধিক বামপন্থী দলও ওই দিনই সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন এবং নাগরিকপঞ্জির প্রতিবাদে পথে নামবে বলে মনস্থ করে। শহরের বিভিন্ন বিশ্বিদ্যালয়ের ছাত্ররাও পৃথক মিছিল করে পরে মূল মিছিলের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের এসএফআই সমর্থক দেবনীল পাল জানান, 'আমরা পড়ুয়াদের নিয়ে বড় আন্দোলনের ডাক দিয়েছি।

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

বড় পরিচালকরা আমায় নেননা", ইন্ডাস্ট্রির ঠাণ্ডা লড়াইয়ে কাকে তোপ দাগলেন অক্ষয়

অক্ষয় কুমার এই মুহূর্তে বলিউডের অন্যতম "হিট ম্যান"। এক অর্থে "খান"-সেনাকে ছাপিয়ে এখন বলিউডের সুপারস্টার "খিলাড়ি" তিনিই। এই অক্ষয়ই এবার দিতে চলেছেন "গুড নিউজ" !

শুনে অবাক হলেন? তাহলে জানিয়ে রাখা ভালো অক্ষয় কুমারের আগামী ছবির নাম "গুড নিউজ"। আর ছবি ঘিরে কিছু প্রশ্নোত্তর পর্বের সময় অক্ষয় জানিয়েছেন একাধিক প্রশ্নের উত্তর।অক্ষয় জানিয়ে দিলেন মনের কথানবাগত পরিচালক রাজ মেহতার ছবি "গুড নিউজ" এর শ্যুটিং নিয়ে কথা বলতে গিয়ে, একাধিক বিষয় নিয়ে বক্তব্য রাখেন অক্ষয়। তিনি বলেন ," আমি নতুন পরিচালকদের সঙ্গে কাজ করি, কারণ বড় পরিচালকরা আমায় ছবিতে নেননা। "করণকে তোপ অক্ষয়ের !প্রসঙ্গত,করণ জোহর কয়েকদিন আগে এক অনুষ্ঠানে মন্তব্য করেছিলেন যে, অক্ষয় এমন একজন অভিনেতা যিনি নিজে কখনওই বড় প্রযোজকদের সঙ্গে

কাজ করেননি। আর করণের এই মন্তব্যে রই জবাব দেন অক্ষয়।অক্ষয় কুমার কী বলেছেন?কার্যত নাম না করে অক্ষয় কুমার জানান, " যখন বড় ব্যক্তিত্ব আপনাকে ফিল্মে নেননা, তখন নিজেকে নিজের নতুন সফর খুঁজে নিতে হয়।

যখন বড় পাবলিকেশনে চাকরি জোটেনা , তখন ছোটতেই কাজ করতে হয়। আর সেখান থেকেই লাফ দিতে হয়। ... "অক্ষয়ের অনুপ্রেরণার বার্তাএরপরই অক্ষয় বলেন, বড় কোনও জায়গায় সুযোগ না পেলে কখনওই " বাড়িতে বসে থাকতে নেই। আর ভাবতে নেই যে কেন মানুষ। আমাকে কাজে নিচ্ছেন না, যখন আমি নিজে এতটা যোগ্য।""খান" দের উল্লেখ করে তোপঅক্ষয় বলেন, যাঁরা বড় পরিচালক তাঁরা যোগ্যদেরই কাজের সুযোগ দিয়েছেন। অরপরই তিনি বলেন, "তবে খান-রাই একমাত্র ইন্ডাস্ট্রিতে নেই "।

অক্ষয়ের বক্তব্য এই ইন্ডাস্ট্রিতে কাপুররাও আছেন। তিনি বলেন, "এরপরই আমির নিজের রাস্তা নিজে তৈরি করি।

বরফের মাঝে রণবীর-আলিয়া, ছড়াচ্ছেন প্রেমের উষ্ণতা!

মুম্বই: মানালিতে রণবীর-আলিয়া। মানালির কনকনে ঠাণ্ডায় প্রেমের উষ্ণতা ছড়াচ্ছেন তারা। চারিদিকে সাদা পুরু বরফের চাদরে মোড়া পাহার। তারই মাঝে নিয়ন সবুজ ওভারকোটে আলিয়া। রণবীর নিজেকে মুড়ে ছেন জ্যাকেটে। শীতের মরসুমে প্রেম জমেছে তাদের।

ছবি সামনে আসতেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েছেন ভক্তরা।এই ছবি যদিও বেশ কিছুদিনের পুরনো। ব্রহ্মাস্ত্র ছবির শ্যুটিং-এর জন্য এরা দু"জনে হাজির ছিলেন মানালিতে। গত নভেম্বরে। বুলগেরিয়া, লন্ডন, নিউইয়র্ক ও স্কটল্যান্ডের পর মানালিতে হয়েছে ছবির শ্যুটিং। সেখানে শ্যুটিং-এর ফাঁকে আলিয়া-রণবীরের ছবি তুলেছেন কেউ। সেখানে তাদের ফ্যান ক্লাবের তরফে বিশাল সম্বর্ধনা দেওয়া হয়।পরিচালক অয়ন মুখোপাধ্যায়ের ছবি ব্রহ্মাস্ত্র আলিয়া ও রণবীরের জন্য নিঃসন্দেহে স্পেশ্যাল। কারণ এই ছবির মাধ্যমে একে অপরের প্রেমে পড়েছিলেন তারা। ছবির শ্যুটিং শুরু হয়েছিল গত বছর ফেব্রুয়ারিতে। আলিয়া-রণবীর ছাড়াও রয়েছেন অমিতাভ বচ্চন, নাগার্জুন, মৌনি রায়। ব্রহ্মাস্ত্র ছবিটি মুক্তি পাবে মে ২০২০।

টেলি অভিনেত্রী ক্রিস্টিলকে বেছে নিলেন ইমরান হাসমি

নিজস্ব প্রতিবেদন : অমিতাভ বচ্চন এবং ইমরান হাসমির পরবর্তী সিনেমা চেহরে-র জন্য বেছে নেওয়া হল ক্রিস্টিল ডিসুজাকে। অর্থাত মেগাস্টারের সঙ্গেই বি টাউনে পা রাখছেন টেলিভিশনের এই জনপ্রিয় অভিনেত্রী।সম্প্রতি নিজের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে ইমরান হাসমির সঙ্গে ছবি শেয়ার করেন ক্রিস্টিল। সেখানেই তিনি জানান, কোনও প্রজেক্টে প্রথম পা রাখার অনুভূতি একেবারে অন্যরকম। চেহরের জন্য নতুন নায়িকা মনোনীত হওয়ার পর সেই ছবি সেয়ার করেন ট্রেড অ্যানালিস্ট তরণ আদর্শও।পরিচালাক রুমি জাফরির সিনেমা চেহরের জন্য প্রথমে বেছে নেওয়া হয় কৃতি খারবান্দাকে। অমিতাভ বচ্চন এবং ইমরান হাসমির এই সিনেমা অন্যতম বড় প্রজেক্ট ছিল কৃতি খারবান্দার জন্য। কিন্তু আচমকাই কৃতিকে ওই সিনেমা থেকে বাদ দেওয়া হয়।জানা যায়, অত্যধিক নাক উঁচু মনোভাবের জন্যই কৃতি খারবান্দাকে ওই সিনেমা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি কৃতির ম্যানেজারও কোনওভাবেই পরিচালককে সাহায্য করচিলেন না অভিনেত্রীর শ্যুটিং ডেট নির্দিষ্ট করার জন্য। সবকিছু মিলিয়ে এই সিনেমা থেকে বাদ দেওয়া হয় কৃতি খারবান্দাকে।যদিও টিম চেহরের তরফে যে দাবিই করা হোক না কেন, কৃতি খারবান্দার গলায় শোনা যায় অন্য সুর। তিনি দাবি করেন, চেহরে-তে অপ্রয়োজনীয়ভাবে ঘনিষ্ঠ দৃশ্য এবং চুম্বন দৃশ্যে অভিনয়ের কথা জানান পরিচালক রুমি জাফরি। সেই করাণেই ওই সিনেমা থেকে সরে যান তিনি। এমনকী, চেহরের জন ২-৩ দিন শুটিং করার পরও ওই প্রজেক্ট থেকে তিনি সরে যেতে বাধ্য হন বলে জানান কৃতি খারবান্দা।অন্যদিকে সম্প্রতি পুলকিত সম্রাটের সঙ্গে নিজের সম্পর্কের কথা স্বীকার করে নেন কৃতি। তিনি জানান, বর্তমানে পুলকিত সম্রাটের জন ডেট করছেন তিনি। কিন্তু বাবা-মা জানানোর আগে অন্য কাউকে এই খবর জানাতে চাইছিলেন না। সেই কারণেই পুলকিতের সঙ্গে সম্পর্কের কথা এতদিন তিনি চেপে রেখেছিলেন গোটা দুনিয়ার কাছ থেকে।

প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া কমাতে যা করবেন

প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া সমস্যা কমবেশি অনেকেরই হয়ে থাকে। বিশেষ করে যারা কম জল পান করেন তাদের এ সমস্যা বেশি। প্রস্রাবের সময় ব্যথা, জ্বালাপোড়া ও অস্বস্তি হয়। এটি কোনো রোগ নয়; রোগের উপসর্গ। এটি নারী ও পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই খুব প্রচলিত সমস্যা। তবে পুরুষের তুলনায় নারীর সমস্যা একটুবেশি হয়।

প্রস্রাবে সংক্রমণ কেন হয়?

জরায়ুমুখের প্রদাহ, যোনিপথে ছত্রাক সংক্রমণ বা ক্ল্যামাইডিয়ার মতো জীবাণু সংক্রমণের কারণে প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া হতে পারে। এ ছাড়া তলপেটে ব্যথা, মাসিক ব্যথা, ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, সাবান বা কসমিটিকস বা প্যাডে অ্যালার্জিসহ বিভিন্ন কারণে প্রস্রাবে সংক্রমণ হতে পারে। বারবার সংক্রমণ হলে ডায়াবেটিস কিডনি বা পাথর সমস্যা , মূত্রথলিতে কোনো সমস্যা আছে কিনা দেখে নিন।

প্রস্রাবের জ্বালাপোড়া হলে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী সঠিক মেয়াদে ও সঠিক মাত্রায় সঠিক অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণ করতে হবে। অর যাদের ঘন ঘন সংক্রমণ হয়, তারা দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা নিতে পারেন।

এসব বিষয়ে যুগান্তরকে জানিয়েছেন অ্যাপোলো হাসপাতালের গাইনি কনসালট্যান্ট ডা সোনিয়া মুখার্জি।

তিনি বলেন, প্রস্রাবের জ্বালাপোড়ার সঙ্গে বেশিরভাগ নারীই পরিচিত। বিশেষ করে মধ্য বয়সী ও বয়স্ক নারীদের প্রস্রাবে জ্বালাপোড়ার সমস্যা বেশি হয়ে থাকে। প্রস্রাবে সংক্রমণ সন্দেহ হলে অবশ্যই পরীক্ষা করা ও ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত। যাদের ঘন ঘনসংক্রমণ হয়, তারা দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা নিতে পারেন।

ডা: সোনিয়া বলেন, মাসিকের সময়, অধিক নেপকিন ব্যবহার, সঙ্গীর প্রস্রাবে সংক্রমণ, ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াও বিভিন্ন কারণে নারীর প্রস্রাবের জ্বালাপোড়া হতে পারে।

এক্ষেত্রে অবশ্যই সাবধান হতে হবে। সুস্থ থাকতে হলে অবশ্যই প্রচুর জল পান করতে হবে।

আসুন জেনে নিই প্রস্রাবের সংক্রমণ থেকে বাঁচতে যে বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে

প্রচুর জল পান করুন

প্রস্রাবে সংক্রমণ থেকে বাঁচতে হলে প্রচুর পরিমাণে জল পান করতে হবে। প্রস্রাবে সংক্রমণ থেকে বাঁচতে বিশুদ্ধ জল পান করা জরুরি।

আমিষ নয়; প্রচুর পরিমাণে শাকসবজি খাওয়া উচিত

মাসিক চলাকালীন আমিষ খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। এ সময়ে আমিষের বদলে প্রচুর পরিমাণে শাকসবজি খেতে হবে।

ঘন ঘন সংক্রমণ

প্রস্রাবের জ্বালাপোড়া হলে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী সঠিক মেয়াদেও সঠিক মাত্রায় সঠিক অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণ করতে হবে। আর যাদের ঘন ঘন সংক্রমণ হয়, তারাদীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা নিতে পারেন।

জল পানের পরিমাণ বাড়ান

জল পানের পরিমাণ বাড়ালে প্রস্রাবের সময় ব্যথা বা জ্বালাপোড়ার সমস্যা কম হবে। জল শরীর থেকে দূষিত ব্যাকটেরিয়াগুলো বের করে দেবে। এটি প্রস্রাব ঠিকঠাকমতো হতে সাহায্য করবে। এছাড়া প্রস্রাবে জ্বালাপোড়ার সমস্যা হলে তরল খাবারের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হবে। যেমন ধরুন স্যুপ, জুস, পাশাপাশি জলজাতীয় ফল ও সবজি খেতে হবে।

গরম চাপ

গরম চাপও দিতে পারেন। এতে ব্লাডারের চাপ কমবে এবং ব্যথা কমবে। এ জন্য আপনি হিটিং প্যাড ব্যবহার করতে পারেন অথবা কোনো কাপড় তাপে গরম করে পেটে ব্যবহার করতে পারেন। একে তলপেটে ৫ মিনিট রাখুন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। আবার দিন এভাবে কয়েকবার করুন।

দই

দইয়ে রয়েছে স্বাস্থ্যকর ব্যাকটেরিয়া। এটি শরীরের পি এইচের ভারসাম্য রক্ষা করে। প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া কমাতে প্রতিদিন দুই থেকে তিন কাপ দই খান।

সঙ্গীর সঙ্গে মেলামেশা

সঙ্গীর সঙ্গে মেলামেশার আগে একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যে, আপনার সঙ্গীর প্রস্রাবে সংক্রমণ হয়েছে কিনা। যদি তা হয়ে থাকে, তবে অবশ্যই মেলামেশা থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ সঙ্গীর প্রস্রাবে সংক্রমণ হলে তা আপনারও হতে পারে।

সমস্যা যখন সাইনোসাইটিস

নাক ও চোখের চার পাশের হাড়ের ভেতর বায়ুপূর্ণ কুঠুরিকে সাইনাস বলে। এদের কর্মক্ষম থাকার জন্য স্বাভাবিক প্রবাহ বজায় থাকা জরুরি। এটি বাধাগ্রস্ত হলে সাইনাসে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ ঘটে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাইনাসের অপারেশনের প্রয়োজন হয়।

এন্ডোসকপিক সাইনাস সার্জারি আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি। প্রচলিত সাইনাস ওয়ান পদ্ধতিতে প্রবাহধারা বজায় রাখার জন্য কৃত্রিম পথ সৃষ্টি করা হয়, যা কার্যকরী নয়। আধুনিক পদ্ধতি ঃ এতে ব্যথানাশক ওষুধ দিয়েও হালকা ঘুম পাড়িয়ে নাকের ভেতর অবস ও অপারেশন করা যায়। এতে জীবনের কোনো ঝুঁকি নেই ও জটিলতা সামান্য। উন্নত বিশ্বে দীর্ঘদিনের সাইনোসাইটিস ও নাকের পলিপ অপারেশনের জন্য এন্ডোসকপিক সাইনাস সার্জারি একমাত্র চিকিৎসা পদ্ধতি।

এতে মুখমণ্ডলেকোনো দাগ পড়ে না। তবে এ সার্জারির জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি প্রয়োজন। রোগীকে শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত করাও অপারেশনের জটিলতা এড়ানোর পূর্ব শর্ত। অজ্ঞান করতে হাইপোটেনসিভ এনেসথেসিয়া প্রয়োজন।

এন্ডোসকোপের মাধ্যমে নেত্রনালি, চোখ ও চোখের স্নায়ু, মস্তিস্কের হাড় ও পিটুইটারি গ্রন্থিতে পৌঁছানো সম্ভব। বর্তমানে বাংলাদেশে এ অপারেশন সফলভাবে হচ্ছে।।

৬ মাস পর্যন্ত ঘরেই সংরক্ষণ করুন পাকা আম

বাজারের হাত বাড়ালে পাওয়া যাচ্ছে পাকা আম। আমের মৌসুমে দাম কম হওয়ায় বেশি করে আম কিনলেও অনেক সময় পচে যায়। তবে আপনি জেনে খুশি হবেন যে চাইলে ৬ মাস পর্যন্ত ঘরেই সংরক্ষণ করতে পারবেন আম। বাজারে যেসব ম্যাঙ্গো জুস মেলে, তাতে কি আর মন ভরে। তাই আমের মৌসুমে বেশি করে আম কিনুন। আর ৬ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে পারবেন সুস্বাদু আম !আসুন জেনে নেই ৬ মাস পর্যন্ত কীভাবে ঘরেই সংরক্ষণ করবেন আম।

ডীপ ফ্রিজ প্রথমে পাকা আম নিয়ে ভালো করে পরিষ্কার জলেতে ধুয়ে নিতে হবে। এরপর লম্বাভাবে টুকরো করে কাটতে হবে। এই আমের টুকরোগুলো প্লাস্টিক বাটি বা পলিব্যাগে ভরে ডীপ ফ্রিজে সংরক্ষণ করা যাবে।

সংরক্ষিত আমের এই পাল্প জুস বা মিল্কশেক তৈরি করে ছোটবড়সবাই খেতে পারবেন। আমের ভরা মৌসুমে আমরা সকলেই যদি কিছুপরিমাণ আমের পাল্প করে সংরক্ষণ করতেপারি তবে তা দেশের আম চাষিদের জন্য যেমন কল্যাণকর হবে তেমনি তা আমাদের ফলের পুষ্টি চাহিদা পূরণে অনেকদিন সহায়ক হবে। ফুড গ্রেড প্লাস্টিক বক্সযেনতেন প্লাস্টিকের বাটিতে সংরক্ষণ করতে যাবেন না যেন। তাতে করে উপকার তো পাবেনইনা, বরং অপকারই বেশি হবে। এক্ষেত্রে ফুড গ্রেড প্লাস্টিক বক্স ব্যবহার করবেন।

খলনায়ক হয়ে বহুদিন পর বড় পর্দায় ফিরছেন সৌমিত্র

ডিটেক্টিভ থ্রিলার চলচ্চিত্র এখন টালিগঞ্জের চলে পরিণত হয়েছে। পরিচালক প্রতিম ডি গুপ্ত সম্প্রতি তাঁর আসন্ন "শান্তিলাল ও প্রজাপতি রহস্য" ফিল্মে গোয়েন্দা শান্তিলাল চরিত্রে ঋত্বিক চক্রবর্তীর নাম ঘোষণা করেছেন। পরিচালক মৈনাক ভৌমিক "গোয়েন্দা জুনিয়র" ফিল্মের জন্য তরুণ অভিনেতা ঋতব্রত মুখার্জিকে কাস্ট করেছেন।সর্বশেষ, রাহুল এবং তুহিন সিনহা তাদের নির্মিতব্য "এবার শল্যজিত" ফিল্মে একেবারে আনকোরা এক গোয়েন্দাকে আনছেন। এই ফিল্মটির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল একসময়ের ফেলুদা অভিনেতা সৌমিত্র চ্যাটার্জি এতে খল ভূমিকায় অভিনয় করবেন। সৌমিত্র যে এই প্রথম ভিলেন হচ্ছেন, তা কিন্তু নয়। তিনি এর আগে "প্রতিশোধ", "কাকাবাবু হেরে গেলেন" এবং "আগুন" ফিল্ম গুলোতে মন্দ মানুষের ভূমিকা করেছেন। এই থ্রিলার ফিল্মটি হবে ফেলুদা, ব্যোমকেশ এবং কাকাবাবু নিয়ে নির্মিত ফিল্মের মত। সকালে ব্যায়াম করতে গিয়ে সৌম্য ও শল্যজিতের পরিচয় হয়। সৌম্য"র রহস্যজনক মৃত্যু হলে শল্যজিত গোয়েন্দা রূপে আত্মপ্রকাশ করে। সৌমিত্র ছাড়াও ফিল্মটিতে মাধবী মুখার্জি, সুব্রত ব্যানার্জি, সঞ্জয় সিনহা এবং অন্যরা অভিনয় করবেন। চলচ্চিত্রটির চিত্রায়ন হবে সিকিম এবং কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন অংশে।

পছন্দ নতুন কেউ,

ওজন কমাবে কলার খোসা

কলা খেয়ে খোসাটা ফেলেই দিন সবাই। মজার ব্যাপার হলো কলার খোসার খাওয়া যায় এটা আমরা অনেকেই জানি না। কলার খোসার রয়েছে অনেক উপকারিতা। যা জানলে আর কখনোই খোসা ফেলে ফেলে দিতে চাইবেন না!

কলার খোসা কেন খাবেন?

কলার খোসায় রয়েছে অ্যান্টি ফাঙ্গাল উপাদান, অ্যান্টি বায়োটিক প্রপাটিজ, ফাইবার এবং একাধিক পুষ্টিকর উপাদান যা কলার খোসা কেন খাবেন?

কলার খোসায় রয়েছে অ্যান্টি ফাঙ্গাল উপাদান, অ্যান্টি বায়োটিক প্রপাটিজ, ফাইবার এবং একাধিক পুষ্টিকর উপাদান যা শরীরের গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সেইসঙ্গে নানাবিধ সংক্রমণ এবং পেটের রোগকেও দুরে রাখে।

ব্রুণের প্রকোপ

নিয়মিত কলার খোসা খাওয়ার পাশাপাশি যদি কম করে পাঁচ মিনিট খোসাটা সারা মুখে ঘষা যায়, তাহলে একদিকে যেমন ব্রুণের প্রকোপ কমতে শুরু করবে। এছাড়া ত্বকের সৌন্দর্যও বৃদ্দি পাবে চোখে পরার মতো।

দাঁতের হলুদ ভাব

নিয়মিত কলার খোসা খাওয়া শুরু করলে দাঁতের হলুদভাব কেটে যেতে সময় লাগে না। সেইসঙ্গে মুখ গহ্বরে এমন কিছু উপাদানের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে যে মুখগহ্বর সম্পর্কিত কোনো রোগই মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে না।

অবসাদের প্রকোপ

কলার খোসায় রয়েছে প্রচুর মাত্রায় সেরোটিনিন, যা নিমেষে মন ভালো করে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সম্প্রতি তাইওয়ান ইউনিভার্সিটির তত্তাবধানে হওয়া একটা গবেষণা অনুসারে টানা তিন দিনে যদি ২ টি করে কলার খোসা খেলে শরীরে সেরোটনিনের মাত্রা প্রায় ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ফলে অবসাদের প্রকোপ কমতে শুরু করে। অ্যানিমিয়ার শরীরে যাতে লোহিত রক্ত কণিকার সংখ্যা হ্রাস না পায়, সেদিকে খেয়াল রাখে কলার খোসা। ফলে অ্যানিমিয়ার মতো রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা কমে।

ওজন কমায়

ফাইবার শুধু কোলেস্টেরল কমায় না। সেই সঙ্গে ওজন হ্রাসেও সাহায্য করে। আসলে ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ার পরে পেট অনেকক্ষণ পর্যন্ত ভর্তি থাকে। ফলে বেশি মাত্রায় খাওয়ার প্রবণতা হ্রাস পায়। সেই সঙ্গে শরীরে ভালো ব্যাকটেরিয়ার মাত্রা বৃদ্ধি পায়, যারা হজম ক্ষমতার উন্নতি ঘটায়। এইভাবে কলার খোসা ওজন কমাতে নানাভাবে সাহায্য করে থাকে।

অনিদ্রা

ট্রাইপটোফেন নামে এক ধরনের রাসায়নিক থাকে কলার খোসায়, যা ঘুম আসতে সাহায্য করে। তাই তো যারা অনিদ্রার শিকার, তারা আজ থেকেই কলার খোসা খোয়া খাওয়া শুরু করুন। দেখবেন উপকার পাবেন।

ছানি প্রতিরোধ

কলার খোসায় রয়েছে লুটিন নামে একটি উপাদান , যা দৃষ্টি শক্তির উন্নতি ঘটানোর পাশাপাশি ছানি প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

যেকোনো ধরনের যন্ত্রণা কমাতে

যেকোনো ধরনের যন্ত্রণা কমাতে কলার খোসার বিকল্প হয় না বললেই চলে। আসলে এই প্রকৃতিক উপাদানটির অন্দরে উপস্থিত অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি উপাদান, শরীরের প্রবেশ করার পর যন্ত্রণাকমে যেতে সময় লাগে না। যন্ত্রণার জায়গায় কম করে ৩০ মিনিট কলার খোসা ঘষলেও কিন্তু সমান উপকার পাওয়া যায়।

ছারপোকা তাড়ানোর ঘরোয়া উপায়

ছারপোকা, রক্তচোষা এই পতঙ্গটি সত্যিই খুব বিরক্তিকর। ঘরে এটির আক্রমণ ঘটলে অশান্তির শেষ থাকে না। কারণ ছারপোকা রক্ত খেয়ে আপনার রাতের ঘুমকে হারাম করে।

ছারপোকা উষ্ণ রক্তবিশিষ্ট অন্যান্য পোষকের রক্ত খেয়ে বেঁচে থাকে। পোকাটি বিছানা, মশারি, বালিশের এক প্রান্তে বাসা বাঁধলেও ট্রেন কিংবা বাসের আসনেও এদের দেখা মেলে। বিছানার পোকা হলেও এর অন্যতম পছন্দের আবাসস্থল হচ্ছে -ম্যাট্রেস, সোফা এবং অন্যান্য আসবাবপত্র। পুরোপুরি নিশাচার না হলেও ছারপোকা সাধারণত রাতেই অধিক সক্রিয় থাকে এবং মানুষের অগোচরে রক্ত চুষে নেয়। মশার মতো ছোট্ট কামড় বসিয়ে এরা স্থান ত্যাগ করে। তাই বলে যে দিনের বেলায় কামড়াবে না এমন না।তবে চলুন জেনে নেওয়া যাক জ্বালাতনকারী অস্বস্তিকর এই পোকাটিকে কীভাবে সহজেই ঘর থেকে তাড়ানো যায়।ন্যাপথলিন ঘরের ছারপোকা তাড়াতে ন্যাপথলিন খুবই কার্যকরী। পোকাটি তাড়াতে অন্তত মাসে দু'বার ন্যাপথলি গুঁড়ো করে বিছানাসহ উপদ্রবপ্রবণ স্থানে ছিটিয়ে দিয়ে রাখুন। দেখবেন ঘরে ছারপোকা হবে না।কেরোসিনের প্রলেপ ছারপোকা তাড়াতে মাঝে মাঝে আসবাবপত্রে কেরোসিনের প্রলেপ দিন। এতে ছারপোকা সহজেই পালাবে। ঘর পরিষ্কার করুনসপ্তাহে একবার হলেও সারা ঘর ভালো করে পরিষ্কার করুন। ছারপোকা মোটামুটি ১১৩ ডিগ্রি তাপমাত্রাতে মারা যায়। ঘরে ছারপোকার আধিক্য বেশি হলে বিছানার চাদর , বালিশের কভার , কার্থাও ঘরের ছারপোকা আক্রান্ত জায়গাগুলোর কাপড় বেশি তাপে সিদ্ধ করে ধুয়ে ফেলুন। ছারপোকা এতে মারা যাবে। স্প্রে করুনঘরের যে স্থানে ছারপোকার বাস সেখানে ল্যাভেন্ডার অয়েল স্প্রে করুন। দুই থেকে তিন দিন এভাব স্প্রে করার ফলে ছারপোকা আপনার ঘর ছেড়ে পালাবে।আসবাবপত্র ও লেপ তোশক আসবাবপত্র ও লেপ তোশক পরিষ্কার রাখার সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত রোদে দিন। এতে করে ছারপোকার আক্রমণ কমে যাওয়ারসঙ্গে সঙ্গে ই ছারপোকা থাকলে সেগুলো মারা যাবে। অ্যালকোহলআপনার ঘরের ছারপোকা তাড়াতে অ্যালকোহল ব্যবহার করতে পারেন। ছারপোকাপ্রবণ জায়গায় সামান্য অ্যালকোহল স্প্রে করে দিন দেখবেন ছারপোকা মরে যাবে। বিছানা দেয়াল থেকে দূরে ছারপোকার দেয়াল থেকে দূরে ছারপোকার হাত থেকে রেহাই পেতে আপনার বিছানা দেয়াল থেকে দূরে স্তাপন করুন। শোয়ার আগে ও পরে বিছানা ভালো করে ঝেড়ে ফেলুন সঙ্গে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকুন।

সঙ্গীর নাক ডাকার সমস্যা ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে! জেনে নিন সমাধানের রাস্তা

নাক ডাকা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত বিব্রতকর একটি সমস্যা। ঠাণ্ডা লেগে নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, শোওয়ার সমস্যাসহ নানান কারণে মানুষ ঘুমের মধ্যে নাক ডাকে। ঘরোয়া কিছু উপায়ে নাক ডাকার সমস্যার সমাধান করতে পারেন। তবে নাক ডাকা না কমলে ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন অবশ্যই। কারণ অনেক সময় বড় ধরনের শারীরিক সমস্যার কারণেও মানুষ নাক ডাকতে পারে।কাত হয়ে শোওয়ার অভ্যাস করুন। কারণ চিত হয়ে শোওয়ার কারণে পেছনের অংশে চাপ পড়ে শ্বাসনালীর পেশি সংকুচিত হয়ে যায়। একটি বড় কোলবালিশ ব্যবহার করতে পারেন ঘুমানোর সময়।এতে পাশ ফিরে শুতে সুবিধা হবে।বেশি নিচু বালিশে ঘুমাবেন না। এক গবেষণায় দেখা গেছে, বিছানা থেকে ৪ ইঞ্চি উপরে মাথা রাখলে শ্বাস নিতে সুবিধা হয়।ফলে নাক ডাকার সমস্যা দূর হয়।ঘুমানোর আগে কয়েক ফোঁটা মেন্থল তেল নাকের আশেপাশে ম্যাসাজ করে নিন। নাক ডাকার সমস্যা থেকে রেহাই মিলবে।নাক ডাকার সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে পারে ঘরে তৈরি একটি স্প্রে। আধা চা চামচ মোটা দানার লবণের সঙ্গে ১ কাপ জল মিশিয়ে স্প্রে বোতলে ভরে নিন। প্রতি রাতে ঘুমানোর আগে ২-৩ বার নাকের ফুটায় স্প্রে করুন। তবে ৪ অথবা ৫ রাতের বেশি একটানা এটি ব্যবহার করবেন না।অনেক সময় অ্যালার্জির কারণেও নাক ডাকার সমস্যা হতে পারে। ধুলাবালিজনিত অ্যালার্জি থেকে দূরে থাকতে নিয়মিত বিছানার চাদর ও বালিশের কভার বদলানোর অভ্যাস করুন।অতিরিক্ত ওজনের কারণে নাক ডাকার সমস্যা হতে পারে। নিয়মিত ব্যায়াম ও খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করে কমিয়ে ফেলুন বাড়তি মেদ।এক গবেষণায় দেখা গেছে, ধূমপায়ীদের মধ্যে নাক ডাকার প্রবণতা বেশি দেখা যায়। তাই ধূমপানসহ সবধরনের নেশাজাতীয় দ্রব্য ত্যাগ করুন।

জয়েন্টের ব্যথা বাড়িয়ে দেয় এই ৩ টি খাবার

জয়েন্টে ব্যথা বেশ প্রচলিত একটি সমস্যা। আর্থাইটিস ও গাউট জয়েন্টে ব্যথা হওয়ার অন্যতম দুটি কারণ। এ ছাড়া মাসেল স্ট্রেইনস, লিউকেমিয়া, বুরসাইটিস ইত্যাদি সমস্যার কারণে জয়েন্টে ব্যথা হতে পারে।কিছু খাবার রয়েছে, যেগুলো ব্যথাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। তাই জয়েন্টের ব্যথা হলে এ খাবারগুলো এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। জয়েন্টের ব্যথা বাড়িয়ে তোলে এমন কিছু খাবারের নাম জানিয়েছে স্বাস্থ্যবিষয়ক ওয়েবসাইট টপ টেন হোম রেমেডি।১. প্রক্রিয়াজাত মাংস ও লাল মাংসপ্রক্রিয়াজাত মাংস ও লাল মাংসের মধ্যে রয়েছে পিউরিন নামের প্রোটিন। এটি গাউটের লক্ষণকে বাড়িয়ে তোলে।এ ছাড়া প্রক্রিয়াজাত খাবারে এমন কিছু বিষাক্ত পদার্থ রয়েছে, যেগুলো প্রদাহ বাড়িয়ে তোলে।

শুক্রবার আয়োজিত স্টেট ল্যাবেল এক্সিবিউশন ও প্রোজাক্ট কম্পিটিউশন এর অনুষ্ঠান মঞ্চে অতিথিবৃন্দরা। ছবি- নিজস্ব।

কংগ্রেস ভবনে আড্ডা দিয়ে দলকে ক্ষমতায় আনা যাবে না, জানালেন নতুন অস্থায়ী সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর ঃ ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পদে নিযুক্ত হলেন আইনজীবী পীযূষ কান্তি বিশ্বাস। এআইসিসি দীর্ঘ টানাপোড়নের পর অবশেষে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির নাম চূড়ান্ত করল। প্রদেশ সভাপতির পদ থেকে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন পদত্যাগ ও দলত্যাগের পর পদটি শূন্য হয়ে পড়ে। সভাপতির পদে দাবিদার ছিলেন অনেকেই। এআইসিসি সার্বিক দিক বিবেচনা করে সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি এবং সবকটি গোষ্ঠীর মধ্যে সমতা বজায় রাখার লক্ষ্যে আইনজীবী পীযূষ কান্তি বিশ্বাসকে প্রদেশ সভাপতি পদে নিযুক্ত করেছে। দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর প্রদেশ সভাপতি পীযূষ কান্তি বিশ্বাস বুধবার আগরতলা কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, দলীয় শৃঙ্খলায় তিনি প্রাধান্য দেবেনে। শৃঙ্খলা ছাড়া কোনও দল চলতে পারে না, দল শক্তিশালী হয় না। তিনি বলেন, ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন দরকার। কংগ্রেস সঠিক দায়িত্ব পালন করলে জনগণের সমর্থন মিলবে।
কংগ্রেস দল এই রাজ্যে ভাল অবস্থায় যাবে। মানুষ বিজেপিকে আর চাইছে না বলেও তিনি মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, কংগ্রেস দলের রাজ্যে ক্ষমতায় আসা কঠিন কাজ নয়। তবে, কংগ্রেস ভবনে আড্ডা দিয়ে দলকে ক্ষমতায় আনা যাবে না। নবনিযুক্ত প্রদেশ সভাপতি বলেন, প্রাক্তন প্রদেশ সভাপতি গোপাল চন্দ্র রায়, বীরজিৎ সিনহা সহ অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে কথা বলে তিনি ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবেন। তিনি বলেন একা কিছুই করা সম্ভব নয়।
যা করব, দলের স্বার্থেই করব। রাজ্যে কংগ্রেসই একমাত্র বিকল্প শক্তি বলে তিনি উল্লেখ করেন। তবে দলকে জনগণের আস্থা অর্জন করতে হবে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি আরও বলেন, জেলা, ব্লক এবং বুথ লেভেল পর্যন্ত সংগঠনকে শক্তিশালী করতে হবে। এজন্য তিনি জেলা সভাপতি, ব্লক সভাপতি এবং বুথ লেভেলের নেতাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলবেন। শুধু নেতৃত্ব আঁকড়ে ধরে রাখলেই চলবে না। যারা কাজ করবেন, তারাই নেতৃত্বে থাকবেন বলেও তিনি উল্লেখ করেন।
নবনির্বাচিত প্রদেশ সভাপতি পীযূষ কান্তি বিশ্বাসকে পূর্ণাঙ্গ পিসিসি গঠন করার জন্য নাম প্রস্তাব করতে এবং সাংগঠনিক কাজকর্ম নিয়ে রুট ম্যাপ তৈরি করতে এআইসিসি থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রচুর নেশার টেবলেট সহ আগরতায় ধৃত যুবতী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর ।। নেশা কারবারীরা নতুন নতুন কৌশলে নেশাজাতীয় ট্যাবলেট, ইনজেকশন সহ অন্যান্য নেশা সামগ্রী বিক্রির চেষ্টা চালাচ্ছে। রাজধানী আগরতলা শহরে স্ট্রীট গার্লদেরকেও একাজে যুক্ত করেছে নেশাকারবারীরা। বুধবার আইজিএম চৌমুহনিতে প্রচুর নেশা জাতীয় ট্যাবলেট সহ এক স্ট্রীটগার্লকে আটক করা হয়। মহিলার কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে জয়পুরের সায়ন মিঞা এই নেশা বাণিজ্যের মূল কান্ডারী। এই চক্রে আবুল মিঞা এবং ভট্টপুকুরের রাজু সহ আরও বেশ কয়েকজন জড়িত রয়েছে। খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেছে, জয়পুরের সায়ন মিঞার বাড়িতে নেশা সামগ্রীর ঠেক গড়ে উঠেছে। এখান থেকে এসব নেশা সামগ্রী রাজধানী আগরতলা শহর ও শহরতলীতে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এসব নেশা সামগ্রীর কবলে পড়ে যুব সমাজ হাবুডুবু খাচ্ছে। সর্বনাশা নেশায় অনেকের জীবন বিপন্ন হয়ে গেছে। স্কুল কলেজ পড়ুয়া থেকে শুরু করে ভদ্রবেশীরাও এসব নেশায় আবচ্ছন্ন হচ্ছে। পশ্চিম থানার পুলিশ মহিলাকে আটক করেছে। নেশা কারবারের মূল পান্ডাদের আটক করতে পুলিশ তৎপরতা শুরু করেছে। রাজধানী আগরতলা শহরে পুলিশের জ্ঞাতসারেই এসব নেশা কারবার চলেছে। পুলিশ কঠোর মনোভাব গ্রহণ করলে যুব সমাজকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা খুব বেশী কঠিন কাজ নয় বলে বিভিন্ন মহল থেকে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে।

বিশালগড়ে পথ দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৮ ডিসেম্বর।। বিশালগড় থানাধীন বক্সনগর দুর্গানগর সড়কে বুধবার সকালে পথদুর্ঘটনায় তিনজন গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। জানা যায় একটি বালি বোঝাই গাড়ি দুর্গানগর বাজার সংলগ্ন এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের একটি বাড়ির দেওয়ালে ধাক্কা লাগে। তাতে গাড়িটি উল্টে যায়। বাড়ির দেওয়ালটিও ভেঙে যায়। স্থানীয় লোকজনরা দুর্ঘটনার সাথে সাথেই ছুটে এসে গাড়ির ভিরত থেকে চালক এবং অপর দুই শ্রমিককে কোনক্রমে উদ্ধার করেন। খবর পাঠানো হয় বিশালগড় দমকল বাহিনীকে। দমকল বাহিনীর জওয়ানরা এসে আহতদের বিশালগড় মহকুমা
ছয়ের পাতায়

সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন প্রত্যাহারের আবেদন, রাষ্ট্রপতির দ্বারস্থ বিএসপি

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): কিছুদিন আগেই সংসদের উভয়কক্ষে পাশ হয়েছে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (সিএবি)ঊ রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের সম্মতি মেলার পর সেই বিলই এখন সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ)ঊ এবার সেই আইন প্রত্যাহারের জন্যই রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করে আর্জি জানাল বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি)ঊ বুধবার সকালে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের সঙ্গে দেখা করে বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি)-র সংসদীয় প্রতিনিধি দলঊ নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন প্রত্যাহারের আর্জি জানানোর পাশাপাশি দেশজুড়ে নিরীহ পড়ুয়াদের উপর পুলিশি নৃশংসতার প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতির কাছে বিচার বিভাগীয় তদন্তেরও দাবি জানিয়েছে বিএসপি।
রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করার পর বিএসপি-র সংসদীয় প্রতিনিধি দলের সদস্য তথা সাংসদ সতীশ চন্দ্র মিশ্র জানিয়েছেন, 'আমাদের সাংসদরা লোকসভা এবং রাজ্যসভায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধিতা করেছেন, এই বিল অসাংবিধানিক, অবৈধ এবং ধর্ম ভিত্তিকঊ রাষ্ট্রপতিকে আমরা জানিয়েছি সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন ভুল এবং প্রস্তাবনার ১৪ ও ২১ অনুচ্ছেদের পরিপন্থীঊ এই আইন প্রত্যাহারের স্বার্থে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে আমরা অনুরোধ জানিয়েছি।
বিএসপি সাংসদ সতীশ চন্দ্র মিশ্র আরও জানিয়েছেন, 'নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রতিবাদের সময় জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় এবং নওয়াদা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা আক্রান্ত হয়েছেন, লাঠিচার্জ করেছে পুলিশঊ এ বিষয়টি তদন্ত হওয়া উচিতঊ' সতীশ চন্দ্র মিশ্রর কথায়, 'গোটা দেশে নিরীহ পড়ুয়াদের প্রতি পুলিশি বর্বরতা-তদন্তের স্বার্থে বিচার বিভাগীয় তদন্তের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে আমরা অনুরোধ জানিয়েছি।

নাগপুরের মেয়রের গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি-বৃষ্টি, প্রাণে বাঁচলেন সন্দীপ জোশী

নাগপুর, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): ''রাখে হরি মারে কে'', আবারও এ কথা সত্য প্রমাণিত হল। অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন নাগপুরের মেয়র সন্দীপ জোশী। মঙ্গলবার মধ্যরাতে গাড়িতে যাওয়ার সময় নাগপুরের মেয়র সন্দীপ জোশীর গাড়ি লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালায় দু''জন বন্দুকবাজ। গাড়ি লক্ষ্য করে তিন-রাউন্ড গুলি চালায় আততায়ীর। গুলি লক্ষভ্রষ্ট হওয়ায় প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন সন্দীপ বাবু। হামলার পরই আততায়ীর পালিয়ে যায়। মধ্যরাতে এই হামলার পর থেকেই রীতিমতো আতঙ্কে রয়েছেন নাগপুরের মেয়র সন্দীপ জোশী ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা। পদস্থ এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, বিশেষ কাজের জন্য পরিবারের সদস্যদের গিয়েছিলেন মেয়র। বাড়ি ফেরার সময়, মঙ্গলবার মধ্যরাতে ওয়ার্ধা রোডে এম্প্রেস পেলেসের কাছে নাগপুরের মেয়র সন্দীপ জোশীর গাড়ি লক্ষ্য করে তিন-রাউন্ড গুলি চালায় দু''জন দুষ্কৃতী। মোটর বাইকে মেয়রের গাড়ি ধাওয়া করে আততায়ীর গুলি চালায়। গুলি চালানোর পরই বন্দুকবাজরা পালিয়ে যায়। কী কারণে এই হামলা, তাছাড়া দুষ্কৃতীদের খোঁজে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।
পুলিশ সূত্রের খবর, গত ৪ ডিসেম্বর হুমকি-চিঠি পেয়েছিলেন জোশী। ওই চিঠিতে তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়েছিল। সদর থানায় অভিযোগও দায়ের করেছিলেন নাগপুরের মেয়র। এমতাবস্থায় সন্দীপ বাবুর গাড়ি লক্ষ্য করে প্রাণঘাতী হামলা চালাল দুষ্কৃতীরা। নাগপুরের মেয়র সন্দীপ জানিয়েছেন, ''পরিবারের সঙ্গে বেরিয়েছিলেন। বাড়ি ফেরার সময় দু''জন দুষ্কৃতী আমার গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালায়। তিন-রাউন্ড গুলি চালায় আততায়ীরা। এর আগেও আমাকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল।'' এই ঘটনার পরই সন্দীপকে সুরক্ষা প্রদান করেছে নাগপুর পুলিশ।

সিএএ-র জন্য ভারতের ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত হয়েছে, দাবি অখিলেশের

লখনউ, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন(সিএএ) নিয়ে ফের বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো তথা উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব। বিজেপির জেদ দেশের ভবিষ্যতের জন্য দুর্ভাগ্য নিয়ে আসবে বলে দাবি করেছেন তিনি।
বুধবার নিজের ট্যুইটবার্তায় লিখেছেন, সিএএ-এর জন্য দেশের ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত হয়েছে। একাধিক খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে।
বহু আন্তর্জাতিক বিমানসংস্থা নিজেদের কয়েকটি বিমান বাতিলও করে দিয়েছে। বিজেপির জেদ দেশের ভবিষ্যতের জন্য দুর্ভাগ্য বয়ে আনবে।
উল্লেখ করা যেতে পারে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে সমাজবাদী পার্টির মতো সরব হয়েছে ডিএমকে, তৃণমূল কংগ্রেসের মতো আঞ্চলিক দলগুলি। তেমনই রয়েছে কংগ্রেসের মতো সর্বভারতীয় দলগুলিও। প্রসঙ্গত, লোকসভা এবং রাজ্যসভায় ধনি ভোট পাশ হয়ে বিল থেকে আইনে পরিণত হয় নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন। বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, পাকিস্তান থেকে ধর্মীয় নিপীড়নের কারণে ভারতে আসা অমুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে

বুধবার এআইএসএফ নাগরিকত্ব বিলের বিরুদ্ধে আগরতলায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। ছবি- নিজস্ব।

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন : প্রকৃত সত্য আড়ালেই, ক্ষোভ বাড়ছে জনমানসে

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): ছিল বিল, সংসদের উভয়কক্ষে (লোকসভা ও রাজ্যসভা) পাশ হওয়ার পর এবং রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের সম্মতির পর পরিণত হয়েছে আইনে। হ্যাঁ, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলই এখন আইনে পরিণত হয়েছে। স্বপ্ন স্বার্থক হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-সহ অনেক বিজেপি নেতারই। অ-মুসলিম (হিন্দু, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ, পার্সি ও খ্রিস্টান) সম্প্রদায়ের শরণার্থীদের ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়ার ক্ষেত্রে আর কোনও প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের আগে পর্যন্ত পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান থেকে ধর্মীয় অত্যাচারের শিকার হওয়া ছ'টি অ-মুসলিম (হিন্দু, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ, পার্সি ও খ্রিস্টান) শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দেবে ভারত সরকারঊ
নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল আইনে পরিণত হওয়াকে স্বাগত জানিয়েছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)-সহ দেশের সমস্ত হিন্দুত্ববাদী সংগঠন। এমনকি তসলিমা নাসরিনও নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের পক্ষে সওয়াল করে জানিয়েছেন, ''এত আতঙ্কিত হওয়ার কি আছে? ভারতীয় মুসলিমদের অন্য কোথাও পাঠাবে না ভারত সরকার''। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও বহুবার জানিয়েছেন, ভারতীয় মুসলিমদের ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। শুধুমাত্র শাসক শিবির ছাড়া দেশের প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দলই নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিপক্ষে! কেউ কেউ আবার বলেছেন ''সংবিধান বিরোধী'' এই আইন।
ফলে প্রকৃত সত্য ছাই চাপা অবস্থাতেই রয়ে গিয়েছে। প্রকৃত সত্য জানতে না পারায় ক্ষোভে ফুঁসছেন সাধারণ মানুষজন। পরিস্থিতি সবচেয়ে খারাপ উত্তর-পূর্বের রাজ্য অসম, ত্রিপুরায়। গর্জে উঠেছে বাংলাও। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন-এ পরিষ্কার বলা হয়েছে, ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের আগে পর্যন্ত পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান থেকে ধর্মীয় অত্যাচারের শিকার হওয়া ছ'টি অ-মুসলিম (হিন্দু, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ, পার্সি ও খ্রিস্টান) শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। তাহলে কেন এত বিক্ষোভ-প্রতিবাদ? আসলে প্রকৃত সত্যই মানুষ জানতে চাইছেন না অথবা মূল সত্য আড়ালেই চলে গিয়েছে! শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বার্থেই কী শাসক বিরোধী প্রচার? উঠছে প্রশ্ন। নাগরিকত্ব সংশোধনী
ছয়ের পাতায়

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মিছিল পৌঁছল কলকাতায়

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মিছিল পৌঁছাল কলকাতায়। ৫৫ মিনিট পর ১০ কিলোমিটার রাস্তা পেরিয়ে মিছিল পৌঁছাল ডালহৌসি এলাকায়। বুধবার হাওড়া ময়দান থেকে মিছিল আগে বক্তৃতা করলেন না তৃণমূলনেত্রী। তার বদলে মিছিল শুরু হয় লোকগান দিয়ে। পশ্চিমবঙ্গে নয়া নাগরিকত্ব আইন কার্যকর করতে দেব না, এই স্লোগান নিয়ে তৃতীয় দিন পথে নামেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন হাওড়া ময়দান শুরু হয়ে ব্রেবোর্ন রোড, টি-বোর্ড হয়ে মিছিল যাচ্ছে ধর্মতলার ডোরিনা ক্রসিংয়ে। একাধিক বাউল এদিন হাজির ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মঞ্চে। তাঁদের সঙ্গে গলা মেলালেন রাজ্যের তথ্য-সংস্কৃতি দফতরের প্রতিমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। গানের সুরে সুর মিলিয়ে সবাই গাইলেন, 'আমরা সব্বাই নাগরিক, এনআরসি হবে না / বিজেপি ওয়াপাস লো ওয়াপাস লো ক্যাব হবে না।' মিছিলে আছেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ রায়, অরূপ বিশ্বাস, রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, লক্ষ্মী রতন শুক্লা ছাড়াও সাংসদ, বিধায়ক, পুরসভার প্রাক্তন কাউন্সিলর, জেলা পরিষদের সভাধিপতি, সহ সভাধিপতি সহ হাওড়া জেলার প্রথম সারির সব নেতৃবৃন্দ। এদিন হাওড়া ময়দানের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপক। অনুষ্ঠানের শুরুতেই গত দু'দিনের মতোই শপথবাক্য পাঠ করান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি করে বাক্য বলতে থাকেন। তাঁর সঙ্গে সমবেত জনতা সেই বাক্য উচ্চারণ করে। শপথের মূল কথা, সর্বধর্মসমন্বয় আমাদের আদর্শ। কাউকে বাংলা ছাড়তে হবে না। কাউকে দেশ ছাড়তে হবে না। দুপুর ১টা ১০ মিনিট নাগাদ হাওড়া ময়দান থেকে শুরু হয় মিছিল। আটোসাঁটো নিরাপত্তার মধ্যে দুপুর ১টা ১৫মিনিট নাগাদ হাওড়া ব্রিজের কাছে পৌঁছয় মিছিল। বেলা দুটো নাগাদ অফিস পাড়া ডালহৌসি পের হয় মিছিল।
নাগরিকত্ব বিল সংসদে পাশ
ছয়ের পাতায়

বুধবার আগরতলায় শারদামনির জন্ম দিবস পালিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

এনআরসি ও সিএএ'র প্রতিবাদে কৈলাসহরে আন্দোলন করবে কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৮ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি পদে আইনজীবী পীযূষ কান্তি বিশ্বাসকে নিযুক্ত করা হয়েছে। সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক বেণুগোপাল রাও এই সিদ্ধান্তের কথা জানান। পীযূষ কান্তি বিশ্বাসকে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি পদে নিযুক্ত করায় কৈলাসহর জেলা কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে স্বাগত জানানো হয়েছে।
কৈলাসহর জেলা কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে বুধবার দুপুরে জেলা কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত সাংবাদি সম্মেলনে জেলা কংগ্রেস সম্পাদক মোহম্মদ বদরুজ্জমান সন্তোষ ব্যক্ত করেছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে জেলা কংগ্রেস নেতা রুদ্রেন্দু ভট্টাচার্য, জেলা এনএসইউআই সভাপতি জুবের আহমেদ খান, এনএসইউআই রাজ্য কমিটির সম্পাদক শানু চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সাংবাদিক সম্মেলনে জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোহম্মদ বদরুজ্জমান এনআরসি এবং নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ইতিমধ্যেই কংগ্রেস দল এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে শামিল হয়েছে। তিনি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন।
এনআরসি এবং নাগরীকত্ব সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে কৈলাসহরের বিভিন্ন জায়গায় পথসভা, বাজার সভা , বিক্ষোভ সভা এবং জনসভা সংগঠিত করা হবে বলে জানান তিনি। কেন্দ্রীয় সরকার যতদিন পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে না নেবে ততদিন পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত থাকবে বলেও হুশিয়ারি দিয়েছেন কৈলাসহর জেলা কংগ্রেস সভাপতি। এনআরসি এবং নাগরীকত্ব সংশোধনী আইনের কারণে রাজ্যের এডিসি এলাকায় অশান্তির পরিবেশ কায়েম হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। কাঞ্চনপুরের দশদা, আনন্দবাজার, ধলাইয়ের নেপাল টিলা প্রভৃতি এলাকায় অশান্তির জেরে গৃহহারা অউপজাতিরা এখনও ঘরে ফিরতে পারেনি বলে উল্লেখ করেন তিনি। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার জন্য তিনি বিজেপি সরকারকে দায়ী করেছেন। অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকার জনস্বার্থবিরোধী এনআরসি এবং নাগরীকত্ব সংশোধনী আইন প্রত্যাহার করে না নিলে আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলেও তিনি হুশিয়ারি দিয়েছেন।

শ্রমিকের স্বীকৃতি পেতে সোনাগাছিতে শ্রমদফতরের দু'দিনের কর্মসূচি

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর (হি. স.): তারাও পরিষেবা দেয়, তার বদলে পারিশ্রমিক পায়। তাই তাদেরও শ্রমিকের মর্যাদা দিতে হবে। এই লড়াই বহুদিন ধরে চলছে যৌনকর্মীদের সংগঠন দুর্বার মহিলা সমন্বয় সমিতির। এবার এই সমিতির পাশে দাঁড়াল পশ্চিমবঙ্গ শ্রম দফতর। তারা বুধবার দুর্বার এর সদর কার্যালয় শ্রমদফতর প্রতিনিধিরা এসে দু দিনের কর্মসূচির আয়োজন করেন। এই দুদিন তাদের জানানো হবে শ্রমিকদের কি কি অধিকার রয়েছে। কি কি সুবিধা তারা সামাজিক শ্রম দেওয়ার বিনিময়ে পেতে পারেন এই সবকিছু নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে আজ ও কালকের কর্মসূচিতে। এদিন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লেবার কমিশনার জাবেদ আক্তার জানান, আগে শ্রমিক আইন সম্বন্ধে যৌনকর্মীদের অবগত করতে হবে। যদি তারা শ্রমিক আইন এর না জানেন তবে তার সুবিধে নিয়ম তারা বুঝতে পারবেন না। তাই এই দুদিনের কর্মসূচিতে তাদের ৫০ জনপ্রতিনিধিকে শ্রম আইন বিষয়ক তথ্য জানানো হবে যাতে এই ৫০ জন প্রতিনিধি তাদের কাজের জায়গায় ফিরে গিয়ে বাকি কর্মীদের এই আইন সম্পর্কে অবগত করতে পারেন। জাবেদ আখতার আরও জানান, 'বহু জায়গাতেই মহিলা কর্মীদের যৌন হেনস্তার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। বেশ কিছু ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময় এর থেকেও অনেক বেশি খাটিয়ে নেওয়া হয় বিনা পারিশ্রমিকে এর ফলে শ্রম আইনে কি কি নিয়ম রয়েছে সে সম্পর্কে ভালভাবে অবগত না

বিশ্রামগঞ্জ স্কুলে এনএসএসের বিশেষ শিবিরের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৮ ডিসেম্বর।। বিশ্রামগঞ্জ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে এনএসএস এর উদ্যোগে সাতদিন ব্যাপী এক বিশেষ কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। উক্ত কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে, রক্তদান শিবির, কৃতি সংবর্ধনা, বৃক্ষ রোপন সহ অন্যান্য কর্মসূচী।

বুধবার প্রদীপ প্রজ্জলনের মাধ্যমে এনএসএস এর সাতদিন ব্যাপী বিশেষ শিবিরের শুভসূচনা করেন বিশিষ্ট সমাজসেবি সুধাংশু দাস বৈষ্ণব ও সিপাহীজলা শিক্ষা আধিকারীক হাবুল লোধ। এদিন ২০১৯ সালের মাধ্যমিকের ছাত্র দিনেশ দেববর্মাকে বিশেষ পুরুস্কার প্রদান করা হয়। এদিনের রক্তদান শিবিরে মোট ত্রিশজন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

জারি

● প্রথম পাতার পর

এবং কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প এসইজেডে স্থাপন করা হবে।

সাব্রুমে এসইজেড স্থাপনের ফলে চট্টগ্রাম বন্দরের সান্নিধ্য এবং দক্ষিণ ত্রিপুরার ফেনী নদী পারের সেতু নির্মাণের কথা বিবেচনা করে বেসরকারী বিনিয়োগদের আকৃষ্ট করার নতুন পথ উন্মুক্ত হবে।

এটি স্থাপনের পরে প্রথম পাঁচ বছরের জন্য আয়কর আইনের ধারা ১০ এএ এর অধীনে এসইজেড ইউনিটগুলির রপ্তানি আয়ের উপর ১০০ শতাংশ আয়কর ছাড় দেওয়া হবে। এছাড়াও পরবর্তী ৫ বছরের জন্য ৫০ শতাংশ ছাড় এবং ৫০ শতাংশ আরও ৫ বছরের জন্য রপ্তানি সুবিধা দেওয়া হবে।

চিনের

● প্রথম পাতার পর

বছরের আগস্ট মাসে আগেও তাই'ই হয়েছিল। মঙ্গলবার রাতে প্রস্তাবটি পেশ করা মাত্র ফ্রান্সের প্রতিনিধি বিরক্তির সুরে জানান, কাশ্মীর ভারত-পাকিস্তানের দ্বিপাক্ষিক বিষয়। ৩৭০ ধারা বিলোপ ভারতের অভ্যান্তরীণ বিষয়। এটা নিয়ে পরিষদে কোনওমতেই আলোচনা এখানে হবে না। ফ্রান্সের বক্তব্যস একবাক্যে সমর্থন করেন রুশ, মার্কিন, ব্রিটেনের প্রতিনিধিরা। তাতে সায় দেন জার্মান ওপোল্যাসন্ডের প্রতিনিধি। ফলে খারিজ হয়ে যায় চিনের প্রস্তাব। সূত্রের খবর, নিউ ইয়র্কে প্রস্তাব খারিজ হওয়ার এই খবর শুনেই সুদূর ইউরোপ সফররত ইমরান হাড়ে চটে যান। ক্ষোভ উগরে দেন ভারতের বিরুদ্ধে। রাজনৈতিক মহলের মতে, সারা বছরের বিশ্বস্ত বন্ধু পাকিস্তানের মন রাখতেই চিন এই চেষ্টা চালাচ্ছে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

নতুন আইনের বিরোধিতায় সমর্থন করে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রশংসিত সানা

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর (হি. স.): নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরোধিতায় সমর্থন করে এবার সোশ্যাল মিডিয়ায় বহুল প্রশংসিত হলেন বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলির কন্যা সানা গাঙ্গুলি। সানার ইনস্টাগ্রামের এমনই একটি পোস্ট ছড়িয়ে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায় আর সেই পোস্টকে প্রশংসা ভরিয়ে দিয়েছেন নেটিজেনরা। বর্তমানে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে চারিদিকে। এই নয় আইনের সমর্থনে ও বিরোধিতায় রাজপথে মিছিল বের করছে শাসক-বিরোধী দুই দলই। অন্যদিকে প্রত্যক্ষভাবে মিছিলে সমর্থনে বা বিরোধিতায় না থাকলেও সোশ্যাল মিডিয়ায় আইনের দোষ-গুণ ভালো-মন্দ নিয়ে সরব হয়েছেন প্রায় প্রত্যেকেই। এই আবহাওয়াতে সানার এহেন পোস্ট স্বভাবতই প্রশংসা করেছে সকলের। নিজের ইন্সটাগ্রাম স্টোরিতে লেখক খুশবন্ত সিংয়ের 'দ্য এন্ড অফ ইন্ডিয়া' বইয়ের একটি অংশ শেয়ার করে মোদী সরকারের নয়া আইনের বিরোধিতাকেই ইঙ্গিত করেছে সে। খুশবন্ত সিংয়ের লেখাকে উদ্ধৃত করে সানা লিখেছে, 'আজ যাঁরা ভাবছেন, আমরা তো এদেশের হিন্দু আমাদের আবার কী বিপদ তাঁদেরও বিপদ আসবে। যা সব সমস্যা তাতো মুসলিমদের।

১১ তালিবান জঙ্গি

আটের পাতার পর

ও পুলিশের যৌথ অভিযানে সিকিউরিটি চেকপয়েন্টে খতম হয়েছে কমপক্ষে ১১ জন তালিবান সন্ত্রাসবাদী।

পুলিশ প্রধান জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ কাবুল-কান্দাহার হাইওয়ের শাহবাজ এলাকায় চেকপয়েন্টে হামলা চালায় তালিবান সন্ত্রাসীরাউ সেনাবাহিনী-পুলিশের প্রত্যাঘাতে খতম হয়েছে ১১ জন তালিবান সন্ত্রাসবাদীউ পরে বাকি তালিবান জঙ্গিরা পালিয়ে যায়। তবে, দুঃসংবাদ হল-তালিবান হামলায় মৃত্যু হয়েছে একজন আফগান সৈনিকের, আহত হয়েছেন হাইওয়ের পুলিশ কমান্ডার মীরওয়াইস আকরামি এবং একজন পুলিশ কর্মী জখম হয়েছেনউ এখনও পর্যন্ত হামলার দায় স্বীকার করেনি তালিবান।

মমতা

আটের পাতার পর

নেভানো কাজ। হাতজোড় করে অনুরোধ করছি, শান্তি বজায় রাখুন'। মঙ্গলবার এক টিভি সাক্ষাৎকারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, 'আধার কার্ড নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়, ওটা ভিন্ন উদ্দেশ্যে বানানো হয়েছে'। এনআরসি আর সিএএ বিক্ষোভে যখন উত্তাল দেশ, সেই আবহে শাহের এহেন মন্তব্য ঘিরে নতুন করে বিতর্ক মাথাচাড়া দিয়েছে। মোদী সেনাপতির সেই মন্তব্যকেই হাতিয়ার করে এবার গলা হাঁকালেন তৃণমূল সুপ্রিমো। বুধবার হাওড়া ময়দানে মিছিল শুরুর আগে শপথগ্রহণের মাধ্যমে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন এবং এনআরসি'র বিরুদ্ধে সুর বেঁধে দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, 'আমরা সবাই নাগরিক'। এদিন মিছিল শুরু হয় লোকগান দিয়ে। টানা তিন দিন রাস্তায় নেমে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করলেন মুখ্যমন্ত্রী। বাউল সম্প্রদায়ের অনেকেই এদিন হাজির ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মঞ্চে। গানের কথায় বলা হল, 'আমরা সবাই নাগরিক, এনআরসি হবে না'।

সেই সুর ধরেই মিছিল হাওড়া ময়দান, বঙ্কিম সেতু, গুলমোহর, হাওড়া ব্রিজ, ব্র্যাবোন রোড হয়ে টি বোর্ডের সামনে দিয়ে লালবাজার, বেন্টিক স্ট্রিট, ধর্মতলা ধরে ডোরিনা ক্রশিংয়ে আসে। এখানেই মিছিল শেষ হয়। তখন রাস্তার পাশে জমায়েত হয়েছেন অগনিত মানুষ। যেখানে দাঁড়িয়ে তৃণমূল নেত্রী বলেন, 'গণতান্ত্রিক আন্দোলন বুলেট, আগুন জ্বালিয়ে হয় না। গণতান্ত্রিক আন্দোলন রাস্তায় দাঁড়িয়ে হয়। হিংসা চাই না বলেই রাস্তায় নেমেছি। এই আইনের বিরুদ্ধে সবাই প্রতিবাদ করুন, গান করুণ, ছবি আঁকুন। কিন্তু অবরোধ নয়'।

বলেন, 'বিজেপি ওয়াপাস লো ওয়াপাস লো। ক্যাব—এনআরসি নেহি চ্যালেগা'।' দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে কড়া বার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আগুন নেভানো কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাজ। তাঁকে অনুরোধ, আগুন জ্বালাবেন না। আগুন নেভান। নিজের দলকে সামলান, নিয়ন্ত্রণ করুন। আপনি দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। শপথ নিয়েছেন। এটা আপনাকেই দেখতে হবে। কেন একাধিক রাজ্য জ্বলছে ?' তিনি জানান, 'আগামী ২৩ ডিসেম্বরও বড় সমাবেশ হবে। কারণ নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন অসাংবিধানিক, অনৈতিক'।

নামবে ছাত্রছাত্রীরা

তিনের পাতার পর

যেখানে শহরের সমস্ত পড়ুয়া শিক্ষক, কর্মচারী, বুদ্ধিজীবিদের, অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। ১৯ ডিসেম্বর সারা রাজ্যে গণ কনভেনশনের ডাক দিয়েছে বামফ্রন্ট, শিক্ষা জগতের সমস্ত অংশকে এদিন শামিল হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। শিক্ষকরা পাশে থাকলে লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়। কোনো রকম বিভেদ রাখতে চাই না এই আন্দোলনে। তাই ১৯ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমস্ত স্তরের মানুষকে নিয়ে মিছিল করে দুপুর দুটো নাগাদ মৌলালি রামলীলা ময়দানে আমরা যোগ দিতে যাচ্ছি।'

সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদে রাস্তায় নামছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারাও। বিশ্ববিদ্যালয়ের এসএফআই ছাত্র সংগঠনের সদস্য দেবরাজ দেবনাথ বলেন, 'ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের ডাকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ১৯ ডিসেম্বর শামিল হবে মৌলালির রামলীলা ময়দানে।' আবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা ২০ ডিসেম্বর কলেজস্ট্রিট থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মিছিল করবে। সেখানেও অংশগ্রহণ করবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা।

জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সমর্থনে দাঁড়াচ্ছে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের পড়ুয়ারাও। রবিবার রাতে উপাচার্যের অনুমতি ছাড়া জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কী করে স্রেফ গায়ের জোরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে পড়ল পুলিশ ? এটা নিয়ে তদন্ত হতেই হবে বলে দাবি জানিয়েছেন মেডিক্যাল কলেজের পড়ুয়ারা। ইতিমধ্যে সোমবার থেকে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ক্যাম্পাসে পোস্টারিং ও দেওয়াল লিখন শুরু হয়েছে। আগামী ১৯ ডিসেম্বর এনআরসির প্রতিবাদ মিছিলে যোগদান করবে জুনিয়র ডাক্তাদের একাংশ। অন্যদিকে কল্যানী মেডিক্যাল কলেজের পড়ুয়ারাও ২০ ডিসেম্বর কল্যানী শহরে প্রতিবাদ জানাবে।

সমালোচনা তৃণমূলের

তিনের পাতার পর

চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, "রাজ্যপাল নিজের গণ্ডী অতিক্রম করছেন। রাজ্যপাল কীভাবে বুঝছেন এই আইন নাগরিকদের বিরুদ্ধে নয়? এই নাগরিকত্ব আইন অসাংবিধানিক, মানার কোনও প্রশ্নই নেই।"

আবহাওয়া

তিনের পাতার পর

১২.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বারাকপুরে ১৪ .৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বর্ধমানে তাপমাত্রা ১৩.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। দীঘায় তাপমাত্রার পারদ নেমেছে ১৬ ডিগ্রিতে। বীরভূমের শ্রীনিকেতনের আজ তাপমাত্রা ছিল ৯ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শীত বেড়েছে বিহার, উত্তরপ্রদেশ সহ উত্তর-পশ্চিমের অন্য রাজ্যগুলোতেও। শীতল দিন শুরু হয়ে গেছে, শৈত্যপ্রবাহও হতে পারে আর কয়েক দিনে। কারণ পশ্চিমী ঝঞ্ঝার আগল সরতেই উত্তুরে হাওয়া প্রবেশ করেছে ওই রাজ্যগুলোতেও।

বৃহস্পতিবার কলকাতার আকাশ থাকবে প্রধানত পরিস্কার। সকালের দিকে কুয়াশা থাকবে। বুধবার অবশ্য কলকাতার আকাশ ছিল আংশিক মেঘলা। আবহাওয়াবিদরা জানান, এদিন রাজ্যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৫ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিকের থেকে ১ ডিগ্রি কম । সর্বনিম্ন,১৫ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিক। বাতাসে অপেক্ষিক আর্দতার পরিমান ছিল সর্বোচ্চ ৯৪ শতাংশ। সর্বনিম্ন,৬১ শতাংশ। গত চব্বিশ ঘন্টায় কলকাতা ও পাশ্ববর্তী অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয় নি।

জয়পুর বোমা বিস্ফোরণ মামলা দোষীসাব্যস্ত ৪ জন অভিযুক্ত, বেকসুর এক

জয়পুর, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): রাজস্থানের রাজধানী জয়পুরে ধারাবাহিক বোমা বিস্ফোরণ (২০০৮) মামলায় দোষীসাব্যস্ত হল ৪ জন অভিযুক্তউ তবে, বেকসুর খালাস করা হয়েছে একজন অভিযুক্তকেউ বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন-সহ বিভিন্ন ধারায় ৪ জন অভিযুক্তকে বুধবার দোষীসাব্যস্ত করেছে জয়পুরের বিশেষ আদালতউ ১১ বছর আগে ২০০৮ সালের ১৩ মে ধারাবাহিক বিস্ফোরণে কেঁপে উঠেছিল গোলাপি শহর জয়পুরউ বিস্ফোরণে প্রাণ হারিয়েছিলেন কমপক্ষে ৭১ জন, জখম ও আহতের সংখ্যা ছিল ১৮৩।

ধারাবাহিক বিস্ফোরণের তদন্তে নেমে শাহবাজ হোসেন (বিস্ফোরণ সম্পর্কে ই-মেল পাঠিয়েছিল), মহম্মদ সইফ, মহম্মদ সারভার আজমি (মানক চক এবং হনুমান মন্দিরে বোমা রেখেছিল সইফ ও সারওয়ার), সাইফুর রহমান এবং সলমনকে গ্রেফতার করা হয়েছিলউ দীর্ঘ ১১ বছর ধরে ১২৯৩ জন সাক্ষীর বয়ানের ভিত্তিতে ৰুধবার রায়দান করলেন জয়পুরের বিশেষ আদালতের বিচারপতি অশোক কুমার শর্মাউ বুধবার দোষীসাব্যস্ত করা হয়েছে-মহম্মদ সইফ, মহম্মদ সারভার আজমি, সাইফুর রহমান এবং সলমনকেউ বেকসুর খালাস করা হয়েছে শাহবাজ হোসেনকেউ স্পেশ্যাল পাবলিক প্রসিকিউটার শ্রীচন্দ জানিয়েছেন, 'সম্ভবত দু'-একদিনের মধ্যেই সাজা ঘোষণা করা হতে পারে।উল্লেখ্য, ২০০৮ সালের ১৩ মে ধারাবাহিক বিস্ফোরণে রক্তাক্ত হয়েছিল গোলাপি শহর জয়পুরউ মাত্র ১৫ মিনিটের ব্যবধানে জয়পুরের একাধিক জায়গায় বিস্ফোরণ হয়উ বিস্ফোরণে প্রাণ হারিয়েছিলেন কমপক্ষে ৭১ জন, জখম ও আহতের সংখ্যা ছিল ১৮৩।

পূর্ব দিল্লির সীলমপুরে হিংসা : দু'টি এফআইআর দায়ের পুলিশের, ধৃত ৮

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): পূর্ব দিল্লির সীলমপুরে হিংসার ঘটনায় পৃথক দু'টি এফআইআর দায়ের করল দিল্লি পুলিশউ দাঙ্গা, জনসাধারণের সম্পত্তি নষ্ট ও পাথর নিক্ষেপের দায়ে দায়ে ভারতীয় দণ্ডবিধির সংশ্লিষ্ট ধারায় দু'টি এফআইআর দায়ের করেছে দিল্লি পুলিশউ এছাড়াও সীলমপুর হিংসার ঘটনায় বুধবার সকাল পর্যন্ত ৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছেউ আরও বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করার জন্য তল্লাশি অভিযান চলছেউ সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ)-এর বিরুদ্ধে মঙ্গলবার বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে পূর্ব দিল্লিতেউ পূর্ব দিল্লির সীলমপুরে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের মিছিল আটকালে অশান্তি শুরু হয়উ হাজার হাজার মানুষ পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েনউ বাস ভাঙচুর করা হয়উ বেশ কিছু গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় উত্তেজিত জনতাউ পুলিশকে লক্ষ্য করে পাথর ছোড়া হয়উ মারধরও করা হয় পুলিশ কর্মীদেরউ

ওই হিংসার ঘটনাতেই পৃথক দু'টি এফআইআর দায়ের করল দিল্লি পুলিশউ দিল্লি পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দাঙ্গা, জনসাধারণের সম্পত্তি নষ্ট ও পাথর নিক্ষেপের অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির সংশ্লিষ্ট ধারায় পৃথক দু'টি এফআইআর দায়ের করা হয়েছেউ ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে ৬ জনকে, বাকিদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান চলছেউ

আজ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত মেটিয়াবুরুজে অভিষেক

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর (হি. স.) : নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) নিয়ে রাজ্যের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে ভুল বোঝাচ্ছে একাধিক সংখ্যালঘু সংগঠন। ইতিমধ্যে এই অভিযোগ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার সংখ্যালঘুদের বোঝাতে মাঠে নামছেন দলের নাম্বার টু তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন পাশ হওয়ার পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সংখ্যালঘু এলাকায় ধর্মের ভিত্তিতে প্ররোচনা দেওয়া হচ্ছে বিশেষ কিছু সংগঠনের পক্ষ থেকে। মুখ্যমন্ত্রীর এই হুঁশিয়ারির পর এরকম পরিস্থিতিতে সংখ্যালঘুরা যাতে উসকানিতে পা না দেন সেই লক্ষ্যেই এদিন বার্তা দেবেন অভিষেক। যদিও ইতিমধ্যেই এই ধরনের উসকানি দেওয়ার কারণে 'মিম'-এর রাজ্য সম্পাদককে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৩৫৪ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বুধবার বিকেলে সিএএ নিয়ে মেটিয়াবুরুজে এক সভা করবেন অভিষেক। যার মূল উদ্দেশ্য এই আইনের সঠিক ব্যাখ্যা সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া। উল্লেখ্য, মেটিয়াবুরুজ অভিষেকের কেন্দ্র ডায়মন্ডহারবারের অন্তর্গত। এই এলাকার প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষই এই সম্প্রদায়ভুক্ত। সেই কারণেই এই বিশেষ সভার আয়োজন করা হয়েছে।

সোমবার ও মঙ্গলবারের পর আজও এই আইন নিয়ে রাস্তায় নামছেন খোদ তৃণমূল নেত্রী। আগের দুটি মিছিলেই সঙ্গে ছিলেন অভিষেক। বুধবারও হাওড়া ময়দান থেকে আরও একটি পদযাত্রা আছে। সেই পদযাত্রার পরেই সন্ধ্যার দিকে মেটিয়ুরুজে সভার আয়োজন করা হয়েছে বলেই তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে।

মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২০

আটের পাতার পর

বুধবার সোহানের মৃত্যু হয়েছে।

গত ১১ ডিসেম্বর কেরানীগঞ্জের চুনকুটিয়া এলাকায় অবস্থিত 'প্রাইম পেট অ্যান্ড প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড'-র কারখানায় ভয়াবহ আগুন লেগেছিল। আগুনে দগ্ধ হয়েছিলেন কমপক্ষে ৩৫ জন শ্রমিক। তাঁদের মধ্যেই ২০ জন শ্রমিকের অকাল-মৃত্যু হল। বুধবার সকালে শেখ হাসিনা বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের চিকিৎসক ডা. সামন্ত লাল সেন জানিয়েছেন, সোহানের শরীরের ৫০ ভাগই পুড়ে গিয়েছিল।

পৌঁছল কলকাতায়

পাচের পাতার পর

হওয়ার পরেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতা এবং হাওড়া জুড়ে তিনদিন মহামিছিল করবে তৃণমূল। আগামীকাল বৃহস্পতিবারও জনসভা রয়েছে তৃণমূলনেত্রীর। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ডাকে রানি রাসমণি রোডের সমাবেশে বক্তৃতা করবেন তিনি। শুক্রবার তিনটেয় পার্ক সার্কাসে নয়া নাগরিক আইন বিরোধি সভাও করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

আহত তিন

পাচের পাতার পর

হাসপাতালে নিয়ে যায় বর্তমানে তারা সেখানে চিকিৎসাধীন। চালকের অসাবধানতার কারণেই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন।

জনমানসে

পাচের পাতার পর

আইনকে "সংবিধান-বিরোধী" আখ্যা দেওয়া হচ্ছে, মুসলিমরা নন শুধুমাত্র অ-মুসলিমরা ভারতীয় নাগরিকত্ব পাবেন এজন্যই কি এই প্রতিবাদ? প্রশ্ন উঠছে একাধিক, পাকিস্তান, বাংলাদেশ অথবা আফগানিস্তান থেকে মুসলিমরা কেনই বা ভারতে আসবেন? ওই সমস্ত দেশে মুসলিমরা তো নিপীড়ত নন, অত্যাচারিতও হচ্ছেন না, কি স্বার্থে তাঁরা ভারতে আসবেন? আসলে নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন হিন্দু ও অ-মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজন। তাঁরাই কার্যত বাধ্য হয়ে ভারতে আসছেন। ফলে ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়া তাঁদের অধিকার। এই অধিকার থেকে নিপীড়িত অ-মুসলিমদের বঞ্চিত করার জন্যই কি এত প্রতিবাদ-বিক্ষোভ? প্রকৃত সত্য উন্মোচিত হোক।

ভারত ও চিন সমবয়স্ক দুই ভাই : কনসাল জেনারেল

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : ভারত ও চিনকে প্রায় সমবয়স্ক দুই ভাই বলে চিহ্নিত করলেন কলকাতায় চিনের কনসাল জেনারেল ঝা লিউ। গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের ৭০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বুধবার এক অনুষ্ঠানে তিনি এই মন্তব্য করেন। ঝা লিউ বলেন, "আমি আপনাদের সামনে এই সমাবেশ করছি যৌথভাবে দুটি রাষ্ট্রের তরফে। আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক দ্রুত উন্নত হয়েছে। পূর্ব ভারতের, বিশেষত কলকাতার সঙ্গে ইউয়ান প্রদেশের বা কুনমিংয়ের সম্পর্ক 'সাব ন্যাশনালইজম'-এর উন্নয়নের সহায়ক হয়েছে। ঝা লিউ বলেন, পশ্চিমী কিছু নেতা বা রাজনীতিক সম্প্রতি চিনের নামে নেতিবাচক কথা বলেচেন। চিনের অবস্থা নাকি খুব খারাপ। এ রকমই নানা সমালোচনা। না, এগুলো সব অপপ্রচার। চিনের মানুষ খুব খুশি। শান্তিতে আছে। আমি সাড়ে ছ'বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ছিলাম। ওরা কখন যে কী বলছে, আমি বিভ্রান্ত হয়ে যেতাম! সীমান্তে, বিশেষত পশ্চিম দিকে চিন সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়ছে। ভারত-চিনের সম্পর্ক প্রাচীন কাল থেকেই। দুটি দেশই মহান। এ দিন চিনা দূতাবাসের সান্ধ্য সমাবেশে মঞ্চের সুবিশাল নেপথ্য-পর্দায় দেখানো হয় তাঁদের উন্নয়ন, প্রকৃতি, পরিবেশের নানা খন্ডচিত্র। পরিবেশিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

পশ্চিমবঙ্গে

● প্রথম পাতার পর

টোটো-তে গিয়ে ধাক্কা মেরেই উল্টে যায়। সাথে টোটো গাড়িটিও উল্টে যায়। তিনি জানান, সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থামিয়ে ছুটে গিয়ে দেখি তাঁর স্ত্রী ইটের স্তুপের উপর পরে রয়েছে এবং মাথা ফেটে রক্ত বের হচ্ছে। তাঁদের পাঁচ বছরের শিশু কন্যাটি ছিটকে বালির স্তুপে পড়েছিল, তাই প্রাণে বেঁচে গেছে। তিনি আরও জানান, টোটো গাড়ির ভেতরেই চাপা পরে মাম্পি দাসের মৃত্যু হয় এবং তাঁর স্ত্রী যন্ত্রনায় ছটপট করতে করতে ঘটনাস্থলেই মারা যান।

প্রতাপবাবু বলেন, সাহায্যের জন্য চিৎকার করলেও কেউ এগিয়ে আসেননি। অনেকটা সময় কেটে যাওয়ার পর সাথের মানুষদের সহায়তায় আহতদের কোচবিহার হাসপাতালে নিয়ে যাই। সেখানে যাওয়ার পর চিকিৎসকরা তাঁর স্ত্রী ও সম্পা দাসকে মৃত বলে ঘোষণা দেন। এদিকে, সোমা বণিকের পায়ে মারাত্মক আঘাত লেগেছে। তাদের কোচবিহার হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। প্রতাপবাবু জানান, ঘটনার পর ঘাতক গাড়িটির চালক পালিয়ে যান।

এদিকে, মৃতদেহ আগরতলায় আনার জন্য ত্রিপুরা সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর সমস্ত বন্দোবস্ত করেছে। কলকাতাস্থিত ত্রিপুরা ভবনের এডিশনাল রেসিডেন্ট কমিশনের দশরথ দেববর্মা সমস্ত বন্দোবস্ত করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সে মোতাবেক বিলোনিয়া পর্যন্ত মৃতদেহ পৌছানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন দশরথ দেববর্মা।

উদ্যোগ

● প্রথম পাতার পর

নির্মাণের প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। জিবি গোলচক্কর থেকে রামঠাকুর সংঘ পর্যন্ত চার কিলোমিটার এবং বড়জলা কালীবাড়ি থেকে দূর্গাচৌমুহনী পর্যন্ত চার কিলোমিটার দৈর্ঘ্য রাস্তা ফুটপাত এবং ডাবল লেন করার কাজ চলছে।

এই স্মার্টসিটি প্রকল্পে সবচেয়ে বড় প্রকল্প হল মাস্টার সিস্টেম ইনটিগ্রেটর। এই প্রকল্পে শহর আধুনিকীকরণে বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। মূলত, শহরে সমস্ত পরিষেবা নজরদারির জন্যই এই প্রকল্পটি ব্যবহৃত হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে এই প্রকল্পের উদ্বোধনে আসার জন্য ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে আগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর সফরসূচি স্থির হতেই ওই প্রকল্প উদ্বোধনের দিনক্ষণ চূড়ান্ত হবে। কারণ, ১৩৪ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ওই প্রকল্পের অধিকাংশ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

ফোরামের সদস্যের বক্তব্য অনুযায়ী, এই প্রকল্পের অধীন আগরতলা শহরে ৪৬৪ সিসি ক্যামেরা বসবে। তাছাড়া ট্রাফিকের লালবাতি উলঙ্ঘন চিহ্নিত করতে ৮১টি ক্যামেরা বসানো হবে। এদিকে, যানবাহনের নম্বর প্লেট অটোমেটিক শনাক্তকরণে ৪৩টি মেশিন বসানো হবে। তাছাড়া, ইন্টিগ্রেটেড ট্রাফিক সিস্টেম বসছে ২২টি। ওই প্রকল্পের অধীন পরিবেশ দূষণ মাপার জন্য ৬টি স্থানে স্মার্ট পুল সেন্সর বসানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তার মধ্যে ৩টি স্থানে ইতিমধ্যে ওই যন্ত্র বসানো হয়েছে। এদিকে, আগরতলা শহরে ৪৮টি বাসস্টপ নির্মাণ করা হবে। তাতে, যাত্রীদের সমস্ত তথ্য সরবরাহ সহ ইমার্জেন্সি কল বক্স বসানো থাকবে। ওই কলবক্স পরিচালনায় নির্দিষ্ট কলসেন্টারও দিবারাত্রি কাজ করবে।

বহাল

● প্রথম পাতার পর

বদ্রীনাথ সিং এখনও খুশি নন। বদ্রীনাথ সিং জানিয়েছেন, 'আমরা এখনও পুরোপুরি সন্তুষ্ট নই। পাটিয়ালা হাউস কোর্ট মৃত্যুর পরোয়ানা জারি না করা পর্যন্ত আমরা সন্তুষ্ট হব না।' ২০১২ সালের ১৬ ডিসেম্বর রাতে গণধর্ষণের পর চলন্ত বাস থেকে দিল্লির রাস্তায় ছুড়ে ফেলা হয়েছিল নির্ভয়াকে। সেই ঘটনার পর কেটে গিয়েছে সাত বছর। দোষীদের দ্রুত মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন নির্ভয়ার বাবা-মা।

বুধবার সকালে বিচারপতি অশোক ভূষণ, এ এস বোপান্না এবং আর ভানুমতীর বেঞ্চে নির্ভয়া মামলার শুনানি শুরু হলে অক্ষয়ের আইনজীবী এ পি সিং ফাঁসির তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, 'এ দেশ থেকে ফাঁসি তুলে নেওয়া উচিত। কারণ এতে অপরাধীকে মেরে ফেলা হলেও, অপরাধ শেষ করা যায় না। মৃত্যুদণ্ড মানবাধিকার এবং ভারতীয় সংস্কৃতির পরিপন্থী। গান্ধীজীও বিরুদ্ধে ছিলেন।' দীর্ঘ সাত বছর ধরে চলে আসা তদন্ত প্রক্রিয়া নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। এ পি সিং বলেন, 'মৃত্যুর আগে নিজের প্রথম বয়ানে অভিযুক্তদের কারও নাম বলতে পারেননি নির্যাতিতা। অক্ষয়ের নাম পর্যন্ত মুখে আনেননি।' এ পি সিং দাবি করেন, জাল রিপোর্ট তৈরি করে তার মক্কেলকে ফাঁসানো হয়েছে। সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানান, 'মানবতা বিরোধী এই অপরাধের কোনও ক্ষমা হয় না।' সওয়াল-জবাবের দু'পক্ষের আইনজীবীকে ২০ মিনিট করে সময় দেওয়া হয়েছিল। এরপর দুপুর একটায় রায় ঘোষণা করে সর্বোচ্চ আদালত সর্বোচ্চ আদালত জানিয়ে দিয়েছে, আগের রায় ঠিকই ছিল। এ নিয়ে নতুন করে ভাবনা-চিন্তার কিছু নেই। অর্থাতদোষী অক্ষয়ের ফাঁসির সাজাই বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট।

সিরিজ জিততে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে করতে হবে ৩৮৮ রান

বিশাখাপত্তনমে সিরিজের দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচে পাঁচ উইকেটে ৩৮৭ তুলল ভারত। দুর্দান্ত সেঞ্চুরি করলেন দুই ওপেনার রোহিত শর্মা ও লোকেশ রাহুল। ফলে সিরিজ জিততে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে করতে হবে ৩৮৮ রান।রোহিতের ওয়ানডে কেরিয়ারের ২৮তম সেঞ্চুরি এসেছিল ১০৭ বলে, ১১টি চার ও দুটো ছয়ের সাহায্যে। রাহুলের কেরিয়ারের তৃতীয় ওয়ানডে শতরান এসেছিল ১০২ বলে, আটটি চার ও তিনটি ছয়ের সাহায্যে। তার পরই আউট হয়েছিলেন তিনি। ১০৪ বলে ১০২ রানে থেমেছিলেন রাহুল। প্রথম উইকেটের জুটিতে রোহিত-রাহুল যোগ করেছিলেন ২২৭ রান। রাহুলের পরে আউট হয়েছিলেন বিরাট কোহালি (০)। রোহিত শেষ পর্যন্ত ফিরলেন ১৩৮ বলে ১৫৯ রানে। মারলেন ১৭টি চার ও পাঁচটি ছয়।রোহিত আউট হওয়ার পর ঝড় তুললেন শ্রেয়াস আইয়ার (৩২ বলে ৫৩) ও ঋষভ পন্থ (১৬ বলে ৩৯)। শ্রেয়সের ইনিংসে ছিল চারটি ছয় ও তিনটি চার। ঋষভও মারলেন চারটি ছয় ও তিনটি চার। দু'জনে চতুর্থ উইকেটে যোগ করলেন ৭৩ রান। শেষের দিকে ১০ বলে ১৬ রানে অপরাজিত থাকলেন কেদার যাদব।বুধবার টস জিতে ফিল্ডিং নিয়েছিল ওয়েস্ট ইনিজ। চিপকেও টস জিতে রান তাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ক্যারিবিয়ানরা। এদিনও ফের টস হেরে প্রথমে ব্যাটিংকরল ভারত। পরিসংখ্যান বলছে, এই মাঠে রান তাড়া করে জয় এসেছে পাঁচবার। তুলনায় প্রথমে ব্যাট করে জয় এসেছে কম, মাত্র দু'বার। তাই শুরু থেকেই নিরাপদ রানের খোঁজে মরিয়া দেখিয়েছিল টিম ইন্ডিয়াকে। এদিন প্রথম ১০ ওভারে উঠেছিল ৫৫ রান। ২০ ওভারে উঠেছিল ৯৮। ৩০ ওভারে উঠেছিল ১৭০। তুলনায় চেন্নাইয়ে প্রথম ১০ ওভারের মধ্যে দুই উইকেট পড়ে গিয়েছিল। রান উঠেছিল ৩৩। এই ম্যাচে দুই ওপেনার স্বস্তি দিয়েছেন দলকে।

ভিত গড়লেন বড় রানের।ভারতীয় দলে ঘটেছে একটিই পরিবর্তন। শিবম দুবের জায়গায় দলে এসেছেন পেসার শার্দুল ঠাকুর। বিরাট কোহালির মতে, জোরে বোলিংয়ে তীক্ষ্ণতা বাড়ানোর জন্য বাড়তি পেসারের প্রয়োজন ছিল দলে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলে ঘটেছে দুটো পরিবর্তন। এসেছেন ইভিন লুইস ও খারি পিয়ের এসেছেন। বাদ পড়েছেন সুনীল অ্যামব্রিস ও হেডেন ওয়ালশ জুনিয়ার। ওয়ানডে ফরম্যাটে অভিষেক হচ্ছে খারি পিয়েরের।চেন্নাইয়ে রবিবার আট উইকেটে জিতে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ১-০ এগিয়ে গিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। বুধবার তাই কিয়েরন পোলার্ডের দলের সামনে সিরিজ জয়ের হাতছানি। অন্যদিকে, সিরিজে সমতা ফেরাতে জিততেই হবে বিরাট কোহালির দলকে।চিপকে দেখা গিয়েছে ভারতীয় বোলিংয়ের দুর্বলতা। মাঝের ওভারগুলোয় উইকেট নিতে পারেননি বোলাররা। ফলে দ্বিতীয় উইকেটে দুশোরও বেশি রানের জুটি গড়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সেঞ্চুরি করেছিলেন শিমরন হেটমায়ার ও শেই হোপ। ভারতের বোলাররা তো হতাশ করেই ছিলেন, ফিল্ডিংয়েও দেখা গিয়েছিল সমস্যা। ক্যাচ পড়েছিল হেটমায়ারের। গলেছিল বল, হয়েছিল মিসফিল্ড। যা নিশ্চিত ভাবেই চিন্তায় রাখছে টিম ম্যানেজমেন্টকে।ভারতের প্রথম এগারোয় তাই বদলের কথা শোনা যাচ্ছে। শিবম দুবে ও কেদার যাদব মিলে পঞ্চম বোলারের দশ ওভার দুশ্চিন্তা বাড়িয়েছে চিপকে। বিশেষজ্ঞদের মতে, উইকেট নেওয়ার মতো বোলারের অভাব রয়েছে দলে। লেগস্পিনার যুজভেন্দ্র চহালকে নেওয়ার সম্ভাবনা তাই ছিল বলে মনে করছিল ক্রিকেটমহল। কিন্তু তা হল না। চহাল জায়গা পেলেন না প্রথম এগারোয়।এক ক্যালেন্ডার বছরে সাতটি সেঞ্চুরি করলেন ভারতের ওপেনার রোহিত শর্মা। বুধবার বিশাখাপত্তনমে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ১৫৯ রানের ইনিংস খেলেন তিনি।এই ইনিংস খেলার পথে ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও ডেভিড ওয়ার্নারকে ছুঁলেন ''হিটম্যান''।

২০০০ সালে সৌরভ সাত-সাতটি সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছিলেন এক ক্যালেন্ডার ইয়ারে।''যুবরাজ, গম্ভীর, আমি ২০১৫ বিশ্বকাপে খেলতেই পারতাম''২০১৬ সালে অস্ট্রেলিয়ান বাঁ হাতি ওপেনার ওয়ার্নারও সাতটি সেঞ্চুরি করেছিলেন। ওয়ানডেতে ২৮টি শতরানের মালিক রোহিত।চলতি বছরে দারুণ ছন্দে রয়েছেন মুম্বইকর। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ১৩৩ রানের ইনিংস খেলে বছর শুরু করেন রোহিত।বিশ্বকাপে পাঁচটি সেঞ্চুরি করে টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ছিলেন তিনি। তার পরে বিশাখাপত্তনমে এদিন ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করেন। এক ক্যালেন্ডার ইয়ারে সব চেয়ে বেশি সেঞ্চুরি করার নজির রয়েছে ''মাস্টার ব্লাস্টার'' সচিন তেন্ডুলকরের। এ দিন রোহিতের ১৫৯ রানের ইনিংসে সাজানো ছিল পাঁচটি ছক্কা ও ১৭টি চার।

পাঁচটি ছক্কা হাঁকানোর ফলে চলতি বছরে ''হিটম্যান''-এর মারা ছক্কার সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৭। এখনও পর্যন্ত এক বছরে তিনিই সবচেয়ে বেশি ছক্কা মেরেছেন। ছক্কা মারতে দক্ষ তিনি। ২০১৭ সালে ৬৫টি ছক্কা মেরেছিলেন রোহিত। ২০১৮ সালে মেরেছিলেন ৭৪টি ওভার বাউন্ডারি। চলতি বছরেও রোহিতের ছক্কা-বৃষ্টি অব্যাহত।

সমর্থকদের বার্তা বিরাটের

কলকাতা : আগামীকাল কলকাতায় আইপিএল ২০২০-এর নিলাম। তার আগে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের সমর্থকদের দলের পাশে থাকার অনুরোধ জানালেন অধিনায়ক বিরাট কোহলি। ট্যুইটারে এক ভিডিও বার্তায় তিনি বলেছেন, ''আরসিবি সমর্থকদের কাছ থেকে এত বছর ধরে অফুরন্ত ভালবাসা পেয়েছি। আপনারা সবাই জানেন, আগামী মরসুমের জন্য নিলাম হতে চলেছে। আমি চাই, আপনারা সবাই দলের পাশে থাকুন। শক্তিশালী দল গঠনের বিষয়ে আমাদের আলোচনা হয়েছে। আপনাদের সমর্থন দলের জন্য অমূল্য। সবাইকে ধন্যবাদ, ১৯ ডিসেম্বর কী হচ্ছে সেদিকে লক্ষ্য রাখুন।''গতবারের দলের ১৩ জন ক্রিকেটারকে ধরে রেখেছে আরসিবি। তাঁদের মধ্যে দুই বিদেশি ক্রিকেটার আছেন। নিলামে আরও ১২ জন ক্রিকেটারকে নিতে পারবে বিরাটের দল। তাঁদের হাতে রয়েছে ২৭.৯০ কোটি টাকা। ফলে ভাল দল গড়ার বিষয়ে আশাবাদী আরসিবি অধিনায়ক।

চরম সর্বনাশ শাকিবের, প্রশ্ন আশরাফুলের

তিনি ম্যাচ ফিক্সিংয়ে জড়িয়ে ক্রিকেট থেকে নির্বাসিত হয়েছিলেন। আর শাকিব ম্যাচ ফিক্সিংয়ের প্রস্তাবে সারা না দিয়েও শাস্তি পেলেন। এই অবস্থা ? একজন ক্রিকেটার ঠিক কি অনুভব করতে পারে, তাঁর থেকে ভাল সেটা আর কেউ জানেনা। তাই শাকিব আল হাসানের জন্য মন খারাপ বাংলাদেশের প্রাক্তন অধিনায়ক মহম্মদ আশরাফুলের। প্রাক্তন অধিনায়ক মনে করেন শাকিবের শাস্তি শুধু শাকিবের নয়, বরং গোটা সিস্টেমের ওপর ধাক্কা। একটি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ওয়েবসাইটে দেওয়া ইন্টারভিউতে এমনটাই বলছেন আশরাফুল।শাকিব বাংলাদেশে ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে দেখা করার পর থেকেই কার্যত সবার আড়ালে।

আবার চমক স্মিথের, দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটিং পরামর্শদাতার পদে কালিস

দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেটকে পথে ফেরাতে একের পর এক চম দেখা যাচ্ছে। সবার প্রথমে ক্রিকেট সাউথ আফ্রিকার ক্রিকেট ডিরেক্টর পদে এসেছেন প্রাক্তন অধিনায়ক গ্রেম স্মিথ। আর দেশের ক্রিকেটের দায়িত্ব নিয়ে একের পর এক চমক দেখাচ্ছেন স্মিথ। সবার প্রথমে নিজের সতীর্থ প্রাক্তন উইকেট কিপার ব্যাটসম্যান মার্ক বাউচারকে কোচের পদে নিয়ে এসেছেন স্মিথ। তবে এখানেই শেষ নয়, বাউচারের সহকারি নিয়োগের ক্ষেত্রেও একের পর এক চমক দিচ্ছেন স্মিথ। এবার ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটিং পরামর্শদাতার পদে এলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার জ্যাক কালিস। একই সঙ্গে বোলিং কোচের পদে বসতে চলেছেন আরেক প্রাক্তন চার্ল ল্যাঙ্গারভেল্ট।সাংবাদিক সম্মেলনে দলের হেড কোচ মার্ক বাউটচার জানিয়েছিলেন দলের উন্নিতর জন্য যা প্রয়োজন তা করতে তিনি পিছিয়ে যাবেন না। বরং নিজে উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে যাবেন। কোচ বাউচার ও ক্রিকেট ডিরেক্টর জুটি যেমন কথা বলছেন তেমনই করেও দেখাচ্ছেন। কালিসের দক্ষিণ আফ্রিকা দলের সঙ্গে যোগ দেওয়া সেটাই প্রমাণ হল। কালিস আইপিএলের কলকাতা নাইট রাইডার্স দলের হেড কোচের পদে ছিলেন। এবারই তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে কেকেআর। কালিস দক্ষিণ আফ্রিকা ও বিশ্ব ক্রিকেটের একজন সেরা অল রাউন্ডার ছিলেন। এবার নিজেরে দেশের হারিয়ে যাওয়া ক্রিকেট গৌরব ফিরিয়ে আনার লড়াই করবেন তিনি। সঙ্গে থাকছেন বাউচার ও ল্যাঙ্গারভেল্ট।কালিস দক্ষিণ আফ্রিকা দলের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর এবার অনেকেই বিশ্বাস করছেন এবি ডিভিলিয়ার্সের অবসর ভেঙে ফিরে আসাটা সময়ের অপেক্ষা। কারণ বাউচার বলেছিলেন টি-২০ বিশ্বকাপে দলের তিনি গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটারদের রাখতে চান। বলেছিলেন প্রয়োজন পরলে নিজেই কথা বলবেন এবির সঙ্গে। ২০১৯ বিশ্বকাপের সময়ই জাতীয় দলে ফিরতে চেয়েছিলেন এবি। কিন্তু তখন তাঁকে নেওয়া হয়নি। সেই নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি। এবার সেই বিতর্কে যেন জল ঢালতে চাইছেন গ্রেম স্মিথরা। দক্ষিণ আফ্রিকা দল এখন ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

১০টি রেকর্ড টিম ইন্ডিয়ার নামে

টি-২০ সিরিজের পর ভারত আর বাংলাদেশের মধ্যে টেস্ট সিরিজ শুরু হয়েছে। এই টেস্ট সিরিজের প্রথম ম্যাচ ইন্দোরে খেলা হয়েছে। ভারত এই ম্যাচ ইনিংস আর ১৩০ রানে জিতে নিয়েছেন। বাংলাদেশ টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করে ১৫০ রান করে। ময়ঙ্ক আগরওয়ালের ২৪৩ রানের সাহায্যে ভারত ৪৯৩/৬ রানের স্কোরে নিজেদের ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণা করে। বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা দ্বিতীয় ইনিংসে ২১৩ রানেই অলআউট হয়ে যায় আর ভারত এই ম্যাচ নিজেদের নামে করে ১-০ লীড নিয়ে ফেলে। এই ম্যাচে দুই দলের খেলোয়াড়রা বেশকিছু মজাদার এবং গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ড গড়েছে, আসুন সে ব্যাপারে আপনাদের জানানো যাক।১. এই বছর তিনটি টেস্ট সেঞ্চুরি করা ময়ঙ্ক বিশ্বের তৃতীয় খেলোয়াড় হয়েছেন। ময়ঙ্কের আগে অস্ট্রেলিয়ার স্টিভ স্মিথ আর রোহিত শর্মা তিনটি করে সেঞ্চুরি করেছেন।২. ময়ঙ্ক আগরওয়াল ওপেনার হিসেবে সবচেয়ে কম ইনিংসে তিনটি সেঞ্চুরি করা পঞ্চম খেলোয়াড় হয়েছেন। ময়ঙ্কের আগে রোহিত শর্মা (৪), সুনীল গাভাস্কার (৭) আর কেএল রাহুলের (৯) নাম রয়েছে।৩. ময়ঙ্ক আগরওয়াল ছক্কা মেরে নিজের ডবল সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন, টিম ইন্ডিয়ার হয়ে তিনি ছক্কা মেরে ডবল সেঞ্চুরি পূর্ণ করা রোহিত শর্মার পর মাত্র দ্বিতীয় খেলোয়াড় হয়েছেন।৪. ময়ঙ্ক আগরওয়ালের এই সেঞ্চুরি ভারতীয় ব্যাটসম্যানের লাগাতার চতুর্থ টেস্টে চতুর্থ ডবল সেঞ্চুরি। টেস্ট ইতিহাসে কোনো দল এমনটা প্রথমবার করল।

৫. ময়ঙ্ক আগরওয়াল ১২টি ইনিংসে দুটি ডবল সেঞ্চুরি করেছেন। সবচেয়ে কম ইনিংসে দুটি ডবল সেঞ্চুরির মামলায় তিনি বিশ্বে ২ নম্বরে চলে এসেছেন। বিনোদ কাম্বলি ৫টি ইনিংসে দুটি ডবল সেঞ্চুরি করেছিলেন।৬. ময়ঙ্ক আগরওয়াল একই মরশুমে দুটি ডবল সেঞ্চুরি করা শ্রেফ দ্বিতীয় ভারতীয় ওপেনার হয়েছেন। ময়ঙ্কের আগে ভিনু মাকর ১৯৫৫/৫৬য় এই কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন।৭. প্রথম ইনিংসে ২৫ রান করতেই অজিঙ্ক রাহানে নিজের টেস্ট কেরিয়ারে ৪০০০ রান পূর্ণ করে ফেলেছেন। টিম ইন্ডিয়ার হয়ে এই বিশেষ কৃতিত্ব হাসিল করা তিনি ১৬তম খেলোয়াড় হয়েছেন।৮. বিরাট কোহলি অধিনায়কত্বে ভারত ১০বার ইনিংসে ম্যাচ জিতেছে। তিনি মহেন্দ্র সিং ধোনিকে (৯) পেছনে ফেলে সবচেয়ে বেশি ইনিংসে জয় পাওয়া ভারতীয় অধিনায়ক হয়ে গিয়েছেন।৯. মোমিনুল হক (৩৭)কে আউট করার সঙ্গে রবিচন্দ্রন অশ্বিন ভারতীয় মাটিতে নিজের ২৫০ উইকেট পূর্ণ করলেন। ভারতে টেস্ট ক্রিকেটে ২৫০ উইকেট নেওয়া অশ্বিন তৃতীয় স্পিনার হলেন। অশ্বিনের আগে অনিল কুম্বলে (৩৫০) আর হরভজন সিং (২৬৫) এই রেকর্ড গড়েছেন।১০. রবিচন্দ্রন অশ্বিন (৪২) ঘরোয়া মাঠে সবচেয়ে দ্রুত ২৫০ টেস্ট উইকেট নেওয়া বোলার হলেন। শ্রীলঙ্কার তারকা মুথাইয়া মুরলীধরণও ৪২টি ম্যাচে এই কৃতিত্ব গড়েছিলেন।

আজ লা লিগায় এল ক্লাসিকো বার্সেলোনা বনাম রিয়াল মাদ্রিদ

লা লিগায় আজ মরশুমের প্রথম এল ক্লাসিকোয় মুখোমুখি হচ্ছে বার্সেলোনা ও রিয়াল মাদ্রিদ। বৃহস্পতিবার ভারতীয় সময় রাত সাড়ে ১২টায় শুরু হবে ম্যাচ। ক্যাম্প নোউ (ঙ্খথদ্বদ্ম গ্ধদ্রন্ড)-তে অনুষ্ঠিত হবে ইউরোপিয়ান ফুটবলের দুই দৈত রিয়াল মাদ্রিদ ও বার্সেলোনা। হাইভোল্টেজ মাচের উত্তাপ বাড়তে শুরু করে দিয়েছে ইতিমধ্যেই। সারা পৃথিবীর ফুটবল প্রেমীরা অপেক্ষা করে থাকেন এই মাচের জন। এল ক্লাসিকো -কে বিশ্ব ফুটবলের সবচেয়ে বড় টুর্নামেন্ট হিসাবে মানা হয়। এই টুর্নামেন্টে গ্রহের শীর্ষ ফুটবলারদের খেলতে দেখা যায়। জিনেদিন জিদানের সঙ্গে রোনাল্ডিনহোর টক্কর থেকে হালের লাওনেল মেসি-ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর দীর্ঘ এক দশকের লড়াই। এল ক্লাসিকো কখনই হতাশ করেনি ফুটবল প্রেমীদের। আজ রাতেই লড়াই হবে বার্সেলোনা ও রিয়াল মাদ্রিদের। আর এই ম্যাচ ঘিরে ফুটবল প্রেমীদের উন্মাদনা তুঙ্গে। এই প্রতিবেদনে আমরা দেখে নেব কারা কার এই ম্যাচে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন।র্সেলোনালাওনেল মেসি : ২০১৯ ষষ্ঠবারের জন্য বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ পুরস্কার ব্যালন ডি''ওর ফের উঠেছে লাওনেল মেসির হাতে। তাই এই মুহূর্তে তিনি ছন্দে রয়েছেন। নিজে গোল করছেন ও দলের বাকি খেলোয়াড়দের গোল করতে সাহায্য করছেন। মেসি এল ক্লাসিকোয় খেলতে পছন্দ করেন এবং রিয়াল মাদ্রিদকে কড়া চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেন। অ্যান্তোনিও গ্রিজমান : মরশুমের শুরুতে ছন্দে না থাকলেও ক্রমেই ছন্দে ফিরছেন অ্যান্তেনিও গ্রিজমান। প্রথম দিকে পিছিয়ে খেলতে শুরু করলেও ম্যাচ যত গড়াবে তিনি বলের গতি বাড়ানোর চেষ্টা করবেন। যাতে মেসি ও সুয়ারেজদের জন্য গোলে বল ঢোকানোর জায়গা করা যায়।ফ্রেঙ্কি দি জং নেদারল্যান্ডেসের এই প্রতিভাবান মিডফিল্ডারে দিকে নজর থাকবে সবার। বেশ দায়িত্ব নিয়ে তিনি খেলেন বলে মনে করেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। তাঁকে মাদ্রিদের ডিফেন্স ভেঙে গোলে বল ঢোকানের জন্য চ্যালেন করে দিতে হবে।রিয়াল মাদ্রিদসার্জিও রামোস স্প্যানিশ এই তারকা ফুটবলারের আজ অ্যাসিড টেস্ট। সব থেকে বেশি এল ক্লাসিকো খেলার রেকর্ডের মালিক হচ্ছেন তিনি। তাই রিয়াল মাদ্রিদের ক্যাপ্টেনের দিকে নদর থাকবে সবার।করিম বেনজেমা (জ্ঞথহৃদ্ব স্কত্রদ্রৈত্রদ্বখ): করিম বেনজেমা রিয়াল মাদ্রিদ স্কয়্যাডের আরও একজন অভিজ্ঞ। যিনি এই মুহূর্তে দারুন ফর্মে রয়েছেন।

টুর্নামেন্টে নিজের ১৬টি গোল করেছেন, ৭টি গোল করতে সহায়তা করেছেন।দুই হেভিওয়েট একে অপরের বিপক্ষে ২৭৫টি ম্যাচ খেলেছে। যেখানে বার্সেলোনা ১১৫টি, রিয়াল মাদ্রিদের ৯৯টি ম্যাচ জিতেছে। ৬১টি ম্যাচ ড্র করে শেষ হয়েছে।

টিটেকে মুখ বন্ধ রাখতে বললেন মেসি

তিন ম্যাচ নির্বাসন কাটিয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবলে প্রত্যাবর্তন। দেশের জার্সিতে স্বমহিমায় লিওনেল মেসি। অনেকদিন পর আর্জেন্টিনার হয়ে অনবদ্য ফুটবল খেললেন এলএম টেন। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাজিলের বিরুদ্ধে পেনাল্টিতে মেসির করা গোলেই আর্জেন্টিনা জয়ী ১—০ ব্যবধানে। হোক না প্রীতি ম্যাচ, কোপা আমেরিকায় হারের বদলা নিতে পেরে বেশ তৃপ্ত মেসি। দুই দেশের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, 'ব্রাজিলকে হারানোর তৃপ্তি সবসময়ই আলাদা। এই জয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ভাল খেললেই আমরা জিতেছি। কোচের চিন্তাভাবনা কাজে লেগেছে। এটা খুবই ইতিবাচক দিক।'আগামী বছরের মার্চ থেকেই শুরু হয়ে যাচ্ছে বিশ্বকাপের যোগ্যতা নির্ণায়ক পর্ব। আবার ২০২০---তেই হবে কোপা আমেরিকা। সেদিকে তাকিয়েই মেসি বলেছেন, 'আমরা তাকিয়ে আছি কোয়ালিফায়ারের দিকে। বিশেষ দেরি নেই। পাশাপাশি কোপা আমেরিকাও আছে। দল হিসেবে ভালই খেলছি। তবে আমাদের আরও উন্নতি করতে হবে।' রক্ষণে তরুণ প্লেয়ারদের ওপরে যেভাবে কোচ লিওনেল স্কালোনি ভরসা করেছেন, তারও প্রশংসা শোনা গিয়েছে সেদিকে তাকিয়েই মেসি বলেছেন, 'আমরা তাকিয়ে আছি কোয়ালিফায়ারের দিকে। বিশেষ দেরি নেই। পাশাপাশি কোপা আমেরিকাও আছে। দল হিসেবে ভালই খেলছি। তবে আমাদের আরও উন্নতি করতে হবে।' রক্ষণে তরুণ প্লেয়ারদের ওপরে যেভাবে কোচ লিওনেল স্কালোনি ভরসা করেছেন, তারও প্রশংসা শোনা গিয়েছে মেসির মুখে। শুক্রবার রাতে ম্যাচের মধ্যেই ব্রাজিল কোচ টিটের সঙ্গে বাগ্‌যুদ্ধ লেগে গিয়েছিল মেসির। প্রথমার্ধের খেলার সময়ে একবার টাচ লাইনের কাছে গিয়ে ঠেঁটের ওপর আঙুল দিয়ে টিটেকে মুখ বন্ধ রাখতে বলেন মেসি। যা নিয়ে বেশ ক্ষুব্ধ ব্রাজিল কোচ। টিটে মেসির বিরুদ্ধে রেফারির কাছে অভিযোগও জানান। টিটের কথায়, 'ওকে (মেসি) অবশ্যই হলুদ কার্ড দেখানো দরকার ছিল। সেই কারণেই আমি ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছি। ও আমাকে মুখ বন্ধ রাখতে বলেছিল। সঙ্গে সঙ্গে আমিও ওকে মুখ বন্ধ রাখতে বলেছি।' ম্যাচের ফল বলছে আর্জেন্টিনা জিতেছে ১ গোলে। যদিও অনেক বেশি গোলে ম্যাচ জিততে পারত তারা। সাত মিনিটের মাথায় পেনাল্টি পেয়েও তা কাজে লাগাতে পারেনি ব্রাজিল। গোল করতে ব্যর্থ গ্যাব্রিয়েল জেসাস। ১৩ মিনিটে পেনাল্টি পায় আর্জেন্টিনা। মেসির শট প্রথমে বাঁচিয়ে দেন ব্রাজিল গোলরক্ষক অ্যালিসন। কিন্তু ফিরতি বলে গোল করতে ভুল করেননি মেসি। সেই গোলই আর শোধ করতে পারেনি ব্রাজিল। বরং ব্যবধান বাড়ানোর অনেকগুলো সুযোগ এসেছিল আর্জেন্টিনার সামনে। বিরতির ঠিক আগে একের বিরুদ্ধে এক পজিশনে বল পেয়েও অ্যালিসনের গায়ে মারেন মেসি। বার্সিলোনার হয়ে শেষ ম্যাচে ফ্রিকিক থেকে দুটি গোল করেছিলেন আর্জেন্টিনীয় মহাতারকা। শুক্রবার দ্বিতীয়ার্ধে মেসির ফ্রিকিক তৎপরতার সঙ্গে বাঁচান অ্যালিসন। মূলত অ্যালিসনের জন্যই ম্যাচে বড় ব্যবধানে হার বাঁচিয়েছে ব্রাজিল। ম্যাচের পর মেসি বলেন, 'শুরু থেকেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম আমরা। কয়েকটা সুযোগ আমরা মিস করেছি। ওরাও সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে আমরা অনেক ভাল খেলেছি।' অন্যদিকে দলের প্লেয়ারদের পারফরমেন্সে আপ্লুত আর্জেন্টিনীয় কোচ। স্কালোনি বলেছেন, 'দেশের জার্সির জন্য ওরা জীবন দিতে পারে।' প্লেয়ারদের মানসিকতার তারিফ করেছেন তিনি। মেসির মতোই স্কালোনি বলেছেন, 'দ্বিতীয়ার্ধটা আমার ভাল লেগেছে। খুবই ভাল খেলেছে ছেলেরা।'

সেমিফাইনালে ভারতের হারের জন্য টিম ম্যানেজমেন্টকেই দায়ী করলেন যুবরাজ

নয়াদিল্লি : ২০১৯ সালের বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের কাছে হেরে ভারতীয় দলের বিদায় নেওয়ার জন্য টিম ম্যানেজমেন্টকেই দায়ী করলেন প্রাক্তন তারকা যুবরাজ সিংহ। তাঁর দাবি, টিম ম্যানেজমেন্টের একের পর এক ভুল সিদ্ধান্তের জন্যই ভারতীয় দল জিততে পারেনি।বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের কাছে ১৮ রানে হেরে যায় ভারতীয় দল। এ বিষয়ে ২০১১ বিশ্বকাপের নায়ক যুবরাজ বলেছেন, ''এই বিশ্বকাপে অম্বাতি রায়াডুকে বাদ দেওয়া হল। তারপর বিজয় শঙ্করকে নেওয়া হল, যার চোট ছিল। শেষে ঋষভ পন্থ দলে এল। ওদের বিরুদ্ধে আমার কিছুই বলার নেই। কিন্তু শঙ্কর ও পন্থ দু''জনেই মাত্র পাঁচটি করে একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছিল। এত কম অভিজ্ঞতা থাকা ক্রিকেটারদের কাছ থেকে কীভাবে বড় ম্যাচ জেতানোর প্রত্যাশা করা যায় ?''যুবরাজ আরও বলেছেন, ''থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক কী করছিল ? দীনেশ কার্তিক গোটা প্রতিযোগিতায় সুযোগ না পেয়ে শেষে সেমিফাইনালের দলে থাকল। মহেন্দ্র সিংহ ধোনির মতো ব্যাটসম্যান সাত নম্বরে নামল। সব গুলিয়ে গিয়েছিল। এরকম বড় ম্যাচে এটা করা যায় না। দলের চার নম্বর ব্যাটসম্যানের সর্বোচ্চ স্কোর ৪৮। তার মানে পরিকল্পনা ঠিক ছিল না। কারণ, টিম ম্যানেজমেন্ট ভেবেছিল রোহিত (শর্মা), বিরাট (কোহলি) ভাল ফর্মে আছে, ওরাই দলকে জিতিয়ে দেবে। কিন্তু এভাবে ম্যাচ জেতা যায় না। অস্ট্রেলিয়া ২০০৩, ২০০৭, ২০১৫ সালে সেট ব্যাটসম্যানদের নিয়ে বিশ্বকাপ জিতেছিল। তাই আমার মতে, ভারতীয় দলের পরিকল্পনা ভুল ছিল।''রায়াডুকে চার নম্বর ব্যাটসম্যান হিসেবে ধরেই বিশ্বকাপের পরিকল্পনা করার কথা জানিয়েছিলেন বিরাট। কিন্তু বিশ্বকাপের দলে রাখা হয়নি রায়াডুকে। তাঁকে স্ট্যান্ডবাই হিসেবে রাখা হলেও, শিখর ধবন ও শঙ্কর চোট পেয়ে ছিটকে যাওয়ার পরেও চূড়ান্ত দলে নেওয়া হয়নি। এ বিষয়ে যুবরাজ বলেছেন, ''রায়াডুর সঙ্গে যা হয়েছে তাতে আমার খুব খারাপ লেগেছে। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে ও আমাদের চার নম্বর ব্যাটসম্যান ছিল। নিউজিল্যান্ডে শেষ ম্যাচেও ও ৯০ রান করে ম্যাচের সেরা হয়েছিল। তারপর ভারতীয় দল অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলে বিশ্বকাপ খেলতে যায়। ২০০৩ বিশ্বকাপের আগে আমরা একই দল নিয়ে খেলেছিলাম। আমাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। আমি ও মহম্মদ কাইফ ৩৫-৪০টি ম্যাচ খেলে ফেলেছিলাম। আমাদের টপ অর্ডার ও মিডল অর্ডারের ব্যাটসম্যানরা বেশ অভিজ্ঞ ছিল।''

বিজ্ঞপ্তি

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ভারত সরকারের মহিলা ও শিশু উন্নয়নমন্ত্রক কর্তৃক অন্যান্য বছরের মতো আগামী ২০২০ সালেও নিউ দিল্লিতে ৮ইমার্চ জাতীয়স্তরে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের মূল অনুষ্ঠানে (ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক উভয় ক্যাটাগরী মিলিয়ে) সর্বাধিক ৪০(চল্লিশ)টি নারী শক্তি পুরস্কার-জাতীয় পুরস্কার প্রদান করা হবে। নিম্নলিখিত শর্তাবলী সাপেক্ষে মহিলা কল্যাণ ও ক্ষমতায়নে কাজ করে নজীর স্থাপন করেছেন এমন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান-উভয়ের কাছ থেকে উক্ত পুরস্কারের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। এই বিষয়ে বিশদ জানার জন্য এবং পূরণ করা আবেদন পত্র জমা দেবার জন্য আগরতলার উজান অভয়নগরস্থিত সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর অধিকর্তার কার্যালয়ে (মহিলা কল্যাণ শাখায়) এবং প্রতিটি জেলার সমাজ শিক্ষা পরিদর্শকের কার্যালয়ে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। আবেদনপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ আগামী ২৭ শে ডিসেম্বর ২০১৯।

আবেদনপত্র দাখিলের পূর্বশর্তাবলী :

১. পুরস্কার সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের জন্য উন্মুক্ত।
২. ব্যক্তিগত ক্যাটাগরীতে আবেদনের জন্য আবেদনকারীর বয়স ন্যূনতম ২৫বৎসর হতে হবে।(০১.১১.২০১৯) তারিখে বয়স ২৫ বছর হতে হবে
৩. প্রাতিষ্ঠানিক ক্যাটাগরীতে আবেদনের জন্য আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মক্ষেত্রে ন্যূনতম ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
৪. এই পুরস্কারে পূর্বে পুরস্কৃত হয়েছেন -এমন আবেদনকারীর আবেদন গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।
৫. নারীশক্তি পুরস্কার কেবলমাত্র সেসব ব্যক্তি / দল / বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানকেই প্রদান করা হবে যিনি/যারা মহিলা কল্যাণ ও ক্ষমতায়নে কাজ করে নজীর স্থাপন করেছেন।
৬. একটি পুরস্কার প্রদান করা হবে সেই রাজ্যকে যেখানে উল্লেখনীয়ভাবে লিঙ্গ বৈষম্য হ্রাস পাচ্ছে।
৭. মরণোত্তরকারীর পক্ষে এই পুরস্কারের জন্য আবেদন গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।

ICA/D-1432/2019-20

অধিকর্তা
সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর
ত্রিপুরা।

Notice Inviting Tender

Sealed tenders are invited from reputed decorators/firms for Decoration for 47th Science, Mathematics and Evnironment Exhibition, 2019-20 at Tulshibati Girls HS School. Interested decorators/firms can download the tender documents from the website of SCERT, Tripura i.e.www.scettripura.org or may collect from the office of the Director, SCERT, Tripura.
Tender shall be received from 18.12.2019 and the last date for submission of tender is 5 P.M of 24.12.2019. The Tender shall be opened at 12.30 PM on 26.12.2019 in the Chamber of H.O. & D.D.O, SCERT.

ICA/C-1939/2019-20

(D. Roy)
H.O. & D.D.O. SCERT

Notice Inviting Quotation

Sealed quotation in plain paper are hereby invited from interested lawful owners of a Maruti Omni Van (Petrol) with valid registration & Commercial license of the Transport Authority in Tripura for hiring vehicle (Maruti Omni Van) by the office of the undersigned for using of Official works.
The Quotation is sealed cover envelope super scribed "Hiring Vehicle" will be received in the tender Box of office of the CDPO, Dharmanagar NP ICDS Project, North Tripura, Upto 3.00 PM of 23rd December, 2019 and will be opened on the same day (23-12-2019) at 4.00 PM, If possible.
The rate should be quoted as follows :
1. Detention Charge per day.
2. Running charge per K.M.
3. Over time beyond 8 hours of duty per day
All the terms & condition will be available in the office of the undersigned on all working days during office hours.

ICA/C-1933/2019-20

(A. Hossain)
CDPO
Head of Office & DDO.
O/o the CDPO, DMN-N/P ICDS Project
Dharmanagar North Tripura.

জাগরণ 19 December, 2019, Thursday আগরতলা ১৯ ডিসেম্বর, ২০১৯ ইং, ■ ২ পৌষ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

বুধবার জয়েন্ট মুভমেন্ট এগেনস্ট সিএবি'র জনজাতি নেতারা মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। ছবি- নিজস্ব।

সিএএ আগে ভাল করে পড়ুক বিক্ষোভরত পড়ুয়ারা, পরামর্শ অমিতের

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : নাগরিকত্ব ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য নয়। দেওয়ার জন্য নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। বুধবার দেশবাসীকে ফের আশ্বস্ত করে এমনই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে উত্তাল দেশের বিভিন্ন অঞ্চল। এর বিরোধিতায় সরব দেশের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়। এমন পরিস্থিতিতে দেশবাসীকে আশ্বস্ত করে অমিত শাহ জানিয়েছেন, বিক্ষোভরত পড়ুয়াদের উচিত নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনকে ভাল ভাবে পড়া। আইনটির কোথাও ভারতের সংখ্যালঘুদের নাগরিকত্ব নিয়ে কোনও কথা বলা হয়নি। আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ থেকে ধর্মের কারণে নিগৃহীত হয়ে ভারতে আসা সংখ্যালঘু উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা আইনে বলা হয়েছে। বুধবার রাজধানী দিল্লির দ্বারকায় ভারত বন্দনা পার্কের উদ্বোধন করতে এসে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ জানিয়েছেন, সিএএ নিয়ে বিরোধীরা বিভ্রান্ত ছড়াচ্ছে। কংগ্রেস সহ বিরোধী দলগুলিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, বিরোধী দলগুলি যত খুশি বিরোধিতা করে করুক। উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেওয়ার ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ মোদী সরকার। নেহেরু-লিয়াকত চুক্তির প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে অমিত শাহ জানিয়েছেন, নেহরু-লিয়াকত চুক্তির আগে সঠিক ভাবে পালন করা হয়নি। কিন্তু নরেন্দ্র মোদী এই চুক্তি পালন করে কয়েক লক্ষ উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দিয়েছেন।

বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরে অমিত শাহ জানিয়েছেন, গোটা দেশবাসী প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা এবং আয়ুষ্মান ভারত থেকে উপকৃত হয়েছেন। আগামী বছর দিল্লি বিধানসভা নির্বাচন সেদিকে লক্ষ্য রেখে অমিত শাহ জানিয়েছেন, দিল্লির উন্নয়নের জন্য হাজার কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। নাম না করে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে কটাক্ষ করে তিনি জানিয়েছেন, নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে কোনও প্রকল্প ঘোষণা করলে, তা কোনওদিনই সঠিক ভাবে কার্যকর করা যায় না।

সময়ের কাজ সময়ে শেষ করতে হবে সাংসদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর।। সময়ের কাজ সময়ে শেষ করতে হবে। আজ ধলাই জেলাশাসকের কনফারেন্স হলে ধলাই জেলা উন্নয়ন সমন্বয় এবং পর্যবেক্ষন কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করে একথা বলেন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা। ভারত সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প সঠিকভাবে রূপায়িত করার লক্ষ্যে আয়োজিত এই সভায় জেলার বিভিন্ন কাজের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় জিলা পরিষদের সভাধিপতি রুবি ঘোষ, বিধায়ক আশীষ দাস, বিধায়ক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা, সালেমা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুজিত বিশ্বাস, সালেমা বি এ সি চেয়ারম্যান বিমল দেববর্মা, কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন প্রশান্ত সিনহা, জেলাশাসক বাক্ষিত কাউর, অতিরিক্ত জেলাশাসক গোবেকর ময়ুর রতিলাল, আমবাসার মহকুমা শাসক জে বি দোয়াতি, কমলপুরের মহকুমা শাসক সুশান্ত কুমার সরকার, জেলা পুলিশ আধিকারিক কিশোর দেববর্মা, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক চিতন দেববর্মা, আট ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প সহ ন্যাশনাল রুরাল ড্রিংকিং ওয়াটার প্রোগ্রাম, অটল জলধারা মিশন, স্বচ্ছ ভারত মিশন, দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামজ্যোতি যোজনা, ন্যাশনাল হেলথ মিশন আয়ুমান ভারত, সমগ্র শিক্ষা অভিযান, আই সি ডি এস, প্রধানমী কৃষি সিঞ্চাই যোজনা, দক্ষতা উন্নয়ন, মিড ডে মিল, পি এম কিষাণ, এম জি এন রেগা, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী আরবান মিশন, প্রভৃতি প্রকল্প নিয়ে বিস্তৃত পর্যালোচনা করা হয়। সভায় সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা ধলাই জেলার উন্নয়নে ও জনকল্যাণে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির সফল রূপায়ণে দপ্তরগুলোর সঠিক ভূমিকা পালনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বিদ্যৎ দপ্তরের প্রতিনিধি জানান, জেলায় যে সব এলাকায় বিদ্যৎ নেই সেখানে দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রাম জ্যোতি যোজনায় বিদ্যৎ পৌঁছে দেওয়া হবে। সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের শিশু উন্নয়ন প্রকল্প আধিকারিক জানান জেলাতে মোট ৪২৯৮৩ জন বিভিন্ন সামাজিক ভাতা পাচ্ছেন। এর মধ্যে রাজ্য সরকারের অন্তর্গত বিভিন্ন ভাতা পাচ্ছেন ২২৩০১ জন। কেন্দ্রীয় সরকারের অন্তর্গত ভাতা প্রাপকের সংখ্যা ২০৬৮২ জন। কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের আধিকারিক জানান এখন পর্যন্ত জেলায় ৩৩ হাজার ৭০৪ জন কৃষকের নাম প্রধানমী কিষাণ সম্মাননিধি যোজনায় নথীভূক্ত করা হয়েছে।

ধর্মনগরে জেলা হাসপাতালে ট্রমা কেয়ার সেন্টারের শিলান্যাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর।। ধর্মনগরে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয় প্রাঙ্গণে আজ ধর্মনগর জেলা হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার সেন্টারের শিলান্যাস করা হয়। ত্রিপুরা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধ সেন এই ট্রমা সেন্টারের শিলান্যাস করেন। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি ভবতোষ দাস। উদ্বোধকের ভাষণে উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধ সেন বলেন, এই ট্রমা কেয়ার সেন্টারটি চালু হলে ধর্মনগর সহ উত্তর জেলা এবং পার্শ্ববতী রাজ্য আসামের কাছাড়ের রোগীগণ দ্রত চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ পাবেন। এখানে যাবতীয় চিকিৎসার সুযোগ থাকবে। পূর্ত দপ্তরের পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রায় দেড় বছরের মধ্যে ট্রমা কেয়ার সেন্টারের কাজ সম্পন্ন হলে ধর্মনগরের জেলা হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবার নতুন অধ্যায় সৃষ্টি হবে। এজন্য উপাধ্যক্ষ মুখ্যমীকে অভিনন্দন জানান। তিনি রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মসূচিরও উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি ভবতোষ দাস বলেন, সরকারের উদ্যোগের ফলে রাজ্যের চিকিৎসা পরিষেবার মান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। উত্তর জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. জগদীশ নম: বলেন, ট্রমা সেন্টারে আই সি ইউ থাকবে। ধর্মনগর জেলা হাসপাতালেও ১টি আই সি ইউ চালুর জন্য প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে বলে তিনি জানান। জেলায় পঞ্চকর্ম আয়ুর্বেদিক বাঞ্চ করার উদ্যোগ রয়েছে বলেও তিনি জানান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পূর্ত দপ্তরের নির্বাহী বাস্তুকার ইন্দ্রজিৎ পাল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগর জেলা হাসপাতালের স্বাস্থ্য তত্ত্বাবধায়ক ডা. শীর্ষেন্দ চাকমা, পূর্ত দপ্তরের এস ডি ও সিদ্ধার্থ দেব প্রমুখ। ট্রমা কেয়ার সেন্টারটি নির্মাণে ব্যয় হবে ৩ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা।

সততার পরিচয় দিলেন শিবনগরের বাসিন্দা মানিক দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর।। সততা ও মানবিকতার পরিচয় দিলেন আগরতলা শিবনগরের বাসিন্দা মানিক দাস। বিশ্রামগঞ্জের আমির হোসেন নামে এক ব্যক্তির স্যান্ডিকেট ব্যাঙ্ক থেকে ৭০ হাজার টাকা মানিক বাবুর স্টেট ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে ঢুকে গিয়েছিল। গত শুক্রবার সন্ধ্যায় আচমকা ৭০ হাজার টাকা অ্যাকাউন্টে জমা পড়ার ম্যাসেজ পেয়ে রীতিমত হতবাক্ হয়ে যান মানিকবাবু। বিষয়টি নিয়ে ছেলের সঙ্গে পরামর্শও করেন তিনি । সিদ্ধান্ত নেন নির্ধারিত ব্যক্তির অ্যাকাউন্টে সেই টাকা তিনি ফেরত দেবেন।

সে অনুয়ায়ী বুধবার স্টেট ব্যাঙ্কের শাখায় টাকা ফেরত দেওয়ার লক্ষ্যে যাচ্ছিলেন তখনই বিশ্রামগঞ্জের আমির হোসেন নিজের পরিচয় দিয়ে ৭০ হাজার টাকা ভুলবসত মানিকবাবুর অ্যাকাউন্টে জমা পড়ে যাওয়ার কথা বলেন, তৎক্ষণাত তিনি টাকা ফেরত দেওয়ার আশ্বাস দেন। মানিক বাবু আমির হোসেনকে জিজ্ঞেস করেন তিনি কিভাবে তার নাম ঠিকানা পেলেন। তখনই আমির হোসেন জানান, ব্যাঙ্ক থেকেই নাকি যাবতীয় তথ্য তাকে সরবরাহ করা হয়েছে।

ব্যাঙ্কের এহেন কার্যকলাপে তীব্র অসন্তোষ ব্যক্ত করেন মানিক বাবু। তিনি বলেন এব্যাপরে ব্যাঙ্ক সরাসরি তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারত। এভাবে কোন ভোক্তার তথ্য অন্য কাউকে সরবরাহ করা কতখানি সঠিক সেই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। মানিকবাবু আরও বলেন, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট হ্যাক করার ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে তার পরও ব্যাঙ্ক থেকেই কারও তথ্য অন্য কাউকে সরবরাহ করা কোন ভাবেই সমুচিন হয়নি।

ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের উদ্যোগে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর ।। ত্রিপুরা ফায়ার সার্ভিস ৩২নং ফায়ার ম্যান ব্যাচের ১০ম বছর পূর্তি উপলক্ষে বাধারঘাট মাতৃপল্লীস্থিত ফায়ার সার্ভিস ট্রেনিং স্কুলে বুধবার এক মহতী রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের অধিকর্তা জয়দ্বীপ নায়েক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম অধিকর্তা কেরি মারাক।

রক্তদান অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

এ ধরনের সামাজিক কর্মসূচী ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে জানান দপ্তরের অধিকর্তা।

সিএএ ঃ কংগ্রেস ভবনের সামনে গণঅবস্থান যুব কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর ।। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন প্রত্যাহার করে নেবার দাবিতে যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বুধবার কংগ্রেস ভবনের সামনে গণঅবস্থান সংগঠিত করা হয়। গণঅবস্থানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে যুব নেতৃবৃন্দ বলেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলকে কেন্দ্র করে দেশে এক অশান্তির পরিবেশ কায়েম হয়েছে। জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে পুলিশী লাঠিচার্জ ও হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে যুব কংগ্রেস। বেশ কয়েকজন ছাত্রছাত্রী আহত হয়েছে। এ ধরনের ঘটনার প্রতিবাদে এই বলে জানান নেতৃবৃন্দ। বিজেপি রাজ্যতে বিভাজন করতে চাইছে বলেও অভিযোগ করা হয়।

রাঙ্খল পাড়ায় শান্তি সভা ঃ মন্ত্রিলাল কাইপেং-এর পরিবারকে পাঁচ লক্ষ টাকা প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর ।। তেলিয়ামুড়া মহকুমাস্থিত রাঙ্খল পাড়ার আসাম রাইফেল ক্যাম্পের মাঠে গতকাল এলাকার শান্তি সম্পীতি বজায় রাখার স্বার্থে শান্তি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিধানসভার মুখ্যসচেতক বিধায়ক কল্যাণী রায়, খোয়াই জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক রাজীব দত্ত, তেলিয়ামুড়া মহকুমার মহকুমা শাসক ভাস্কর ভট্টাচার্য, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ভি. জগদীশ্বর রেড্ডি প্রমুখ। সভায় বিধায়ক কল্যাণী রায় বলেন, সম্পতি রাজ্যের শান্তি সম্পীতি বিনষ্ট করতে চক্রান্তকারীরা জাতি-জনজাতিদের মধ্যে হিংসা ও বিভেদ ছড়াতে চেয়েছিল। কিন্তু সরকার ও প্রশাসনের তৎপরতায় তা দ্রত ঠেকানো সম্ভব হয়েছে। এ রাজ্যে জাতি-জনজাতিরা এক সাথে বসবাস করছেন। একে অপরের সুখ দু:খে সামিল হচ্ছেন। এই ঐক্য ও সৌভ্রাতত্ব বজায় রাখতে হবে। আগামীদিনে এলাকার শান্তি বজায় রাখতে তিনি উপস্থিত সকলের প্রতি আহ্বান জানান। সভায় রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সম্পতি প্রয়াত মৃত মীলাল কাইপেং এর পরিবারের হাতে ৫ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়।

মুখ্যমন্ত্রী সকাশে সংযুক্ত ফোরামের সদস্যরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর ।। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধীতায় বনধে হিংসার ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থ বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করে মুখ্যমন্ত্রী সাথে সাক্ষাত করলেন সংযুক্ত ফোরামের সদস্যরা। তাঁরা মুখ্যমন্ত্রী কাছে বিভিন্ন মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি বনধে দুষ্কৃতিদের আক্রমণে নিহত মন্ত্রিলাল কাইপেং'র পরিবারকে এককালীন ৫০ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা এবং পরিবারের এক জনকে সরকারী চাকরি দাবি জানানো হয়েছে। এদিন সংযুক্ত কমিটির কনভেনার অন্টনি দেববর্মা জানিয়েছেন, সারা রাজ্যে শান্তি স্থাপনে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

কাবুল-কান্দাহার হাইওয়েতে সন্ত্রাসী হামলা, প্রত্যঘাতে খতম ১১ তালিবান জঙ্গি

কাবুল, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): আফগানিস্তানে তালিবান নিকেশ অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেল আফগান সুরক্ষা বাহিনী। আফগানিস্তানের গজনি প্রদেশে আফগান সেনাবাহিনী এবং পুলিশের যৌথ অভিযানে খতম হয়েছে ১১ জন তালিবান সন্ত্রাসবাদীউ বুধবার প্রাদেশিক পুলিশ প্রধান মহম্মদ খালিদ ওয়ারদাক জানিয়েছেন, মঙ্গলবার রাতে গজনি প্রদেশে সেনাবাহিনী

ছয়ের পাতায় দেখুন

ভারতের সঙ্গে নদী সংক্রান্ত বৈঠক বাতিল করল বাংলাদেশ

ঢাকা, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : ভারতের সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদে উত্তাল দেশের বিভিন্ন প্রান্ত। রাজধানী দিল্লিতেও ক্ষোভের আগুন জ্বলছে। এরই মধ্যে নয়াদিল্লিতে সঙ্গে 'জয়েন্ট রিভার কমিশন' বাতিল করল ঢাকা। বুধবার থেকেই দিল্লিতে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে দু'দিনের বৈঠক শুরুর কথা ছিল। ওয়াকিবাহল মহলের মতে বৈঠক বাতিল করার মধ্যে দিয়ে ভারতকে কূটনৈতিক বার্তা দিল বাংলাদেশ। ভারত ও বাংলাদেশ এই দু'দেশের মধ্যে প্রতিবছরই এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এবারে ছ'টি নদীর জলবণ্টন চুক্তি-সহ নদীগুলির তথ্য আদান-প্রদান নিয়ে দুই দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনা হওয়ার কথা ছিল। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, প্রতিনিধিদলকে ভারত সফরের অনুমতি দেয়নি ঢাকা। মঙ্গলবার দুপুর পর্যন্ত অনুমতি না মেলায় গতকালই স্পষ্ট হয়ে যায় যে বৈঠকটি আর হচ্ছে না। এই বৈঠকে মনু, ধরলা, খোয়াই, গোমতী, মুহুরি, ও দুধকুমার, এই ছ'টি নদীর বিষয়ে তথ্য বিনিময়ের কথা ছিল। জেআরসি'র প্রস্তাবিত বৈঠকের প্রথম দিনে যৌথ কমিটির ও দ্বিতীয় দিন কারিগরি কমিটির বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। দ্রুত ওই ছ'টি নদীর রূপরেখা চুক্তি চূড়ান্ত করতে তথ্যগুলি বিনিময়ের পরিকল্পনা রয়েছে। গত আগস্টে ঢাকায় অনুষ্ঠিত জলসম্পদ সচিবদের বৈঠকে তিস্তা ও ফেনীর পাশাপাশি ওই ছয়টি নদীর তথ্য আদান-প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। বাংলাদেশ ও ভারত ১৯৮৫ সালে প্রথমবার মনু, ধরলা, খোয়াই, গোমতী, মুহুরি ও দুধকুমার এই ছ'টি নদীর প্রবাহ একে অন্যের সঙ্গে বিনিময় করেছিল। তখন থেকেই দক্ষিণ এশিয়ার দুই প্রতিবেশী দেশ ছ'টি নদীর জল ভাগাভাগি নিয়ে আলোচনা করে যাচ্ছে। কিন্তু এই বিষয়ে আজও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি তারা। উল্লেখ্য, এর আগে ভারত সফর বাতিল করেছেন বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিদেশমন্ত্রী। যদিও দু'জনের কেউই সফর বাতিল করার কারণ নিয়ে স্পষ্ট কিছু বলেননি, বিশ্লেষকদের মতে নাগরিকপঞ্জি ও সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদেই এই পদক্ষেপ করেছে বাংলাদেশ বলেই মনে করছেন কূটনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকরা।

দক্ষিণাঞ্চলীয় জাপানে ৫.০ তীব্রতার ভূকম্পন, হতাহতের খবর নেই

টোকিও, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল জাপান। এবার মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত হল দক্ষিণাঞ্চলীয় জাপানে। বুধবার দক্ষিণাঞ্চলীয় জাপানের কাগোশিমা প্রিফেকচারে ৫.০ তীব্রতা ভূকম্পন অনুভূত হয়উ ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম থাকায় ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নিউ জারি করা হয়নি সুনামি সতর্কতা। জাপানের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বুধবার ৫.০ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় দক্ষিণাঞ্চলীয় জাপানের কাগোশিমা প্রিফেকচারে। ভূমিকম্পের উতস্থল ছিল ওকাইনাবার কাছে আমামি দ্বীপপুঞ্জে ভূগর্ভের ২৫ মাইল গভীরে। মৃদু ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নিউ সুনামি সতর্কতাও জারি করা হয়নিউ তবে, আতঙ্কিত হয়ে পড়েন মানুষজন। জাপানে অবশ্য মাঝেমধ্যেই ভূকম্পনের ঝাঁকুনি অনুভূত হয়।

'সব কা বিকাশের জায়গায় হচ্ছে সব কা বিনাশ': মমতা

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স): 'সব কা বিকাশের জায়গায় হচ্ছে সব কা বিনাশ', নরেন্দ্র মোদীর সরকারকে ধর্মতলার প্রতিবাদ মঞ্চ থেকে কটাক্ষ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । বেলা আড়াইটে নাগাদ ডোরিনা ক্রশিংয়ে পৌঁছয় মুখ্যমন্ত্রীর মিছিল । সেখানেই মঞ্চে উঠে অমিত শাহকে এক হাত নেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, আপনি কেবলমাত্র বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নন। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও আপনি। অনুগ্রহ করে দেশের শান্তি বজায় রাখুন।'

সেই সঙ্গে তিনি আরও বলেন, 'সবার সঙ্গে সবার বিকাশ আপনারা করেননি। কিন্তু সবার সঙ্গে সর্বনাশ করেছেন।' 'আধার নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়, তাহলে কেন আধার কার্ড বানালেন ? কেন আধার সংযুক্তিকরনের কথা বলছেন ? বলছেন ভোটার কার্ড চলবে না। তাহলে কি বিজেপির মাদুলি চলবে ?' একইসঙ্গে শাহকে আর্জির সুরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আপনি দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, দেশের আগুন জ্বালানো আপনার কাজ নয়, আগুন

ছয়ের পাতায় দেখুন

সিএএ-র বিরুদ্ধে মিছিলের ডাক ডিএমকের

চেন্নাই, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : কেন্দ্রের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের (সিএএ) বিরুদ্ধে তামিলনাড়ুর চেন্নাইতে বিশাল মিছিলের ডাক দিল রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল ডিএমকে।

বুধবার দলীয় কর্মীদের সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ডিএমকে সুপ্রিমো এম কে স্ট্যালিন জানিয়েছেন, কেন্দ্রের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে সর্বসম্মতিক্রমে বিরোধিতার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ২৩ ডিসেম্বর ডিএমকের ডাকে চেন্নাইতে বিশাল মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছে।

পাশাপাশি এআইএডিএমকে নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রসঙ্গে সরব হয়ে স্ট্যালিন জানিয়েছেন, পালানিস্বামীর দল এআইএডিএমকে এবং পিএমকে সিএএ-কে সমর্থন করছে। রাজ্যবাসী চিরকাল তাদের ভূমিকা মনে রাখবে। নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহ যা বলবে তাই করবে মুখ্যমন্ত্রী। দেশের সবকটি রাজনৈতিক দল, ছাত্রযুব এবং সমাজের সকলস্তরের মানুষদের এই মিছিলে যোগ দেওয়ার আহ্বান করেছেন স্ট্যালিন। জানা গিয়েছে ডিএমকের এই মিছিলে এমডিএমকে এবং ভিসিকের মতো দলগুলিও অংশগ্রহণ করবে।

কেরানীগঞ্জে প্লাস্টিক কারখানায় অগ্নিকাণ্ড, মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২০

ঢাকা, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): বাংলাদেশের ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলায় প্লাস্টিক কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় প্রাণ হারালেন আরও একজন শ্রমিক। অগ্নিকাণ্ডে এখনও পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ২০ জন। অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় শেখ হাসিনা বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আইসিইউ -তে চিকিৎসাধীন সোহান (১৯) নামে একজন যুবক।

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।